পঞ্জাবেতিহাস।

অর্থাৎ

পঞ্জাব, কাশ্মীর, কাবোল, কান্দহার

প্রভৃতি দেশের

প্রাচীন ও নবীন যুদ্ধাদি বৃত্তান্ত

সহ দেশেতিহাস।

শ্রীযুত রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিত।

কলিকাতা

[illegible] ভাস্কর যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৬১ সাল।

CALCUTTA:—Printed at the Bhasker Press.

1854.

ভূমিকা।

প্রথমতঃ গ্রন্থারম্ভে সগুণ নির্গুণাত্মক গীর্ব্বাণ গণবন্দ্য বিশ্বাত্ম বিশ্বাখ্যা প্রকৃতি পরাৎপর পরদেব স্মরণ পুরঃসর বৃন্দারক বৃন্দ বন্দ্যা চিত্ত বিধাত্রিণী বীণাপাণি বাগ্বাদিনী পদার বিন্দে পুনঃ২ প্রণামানন্তর নিখিল গুণালয় মহাশয় সজ্জন গণ সমীপে নিবেদন যে এই পঞ্জাবে-তিহাসাখ্য পুস্তক বহুয়াসে রাজতরঙ্গিণী, আইন আখবরী, সয়রল মতাখরীন্, হিষ্টরি অব রণজিৎ সিংহ, মেজর লারেন্স সাহেবের কৃত এডবেঞ্চর্স্ ইন দি পঞ্জাব, মাক্গ্রিগর সাহেবের কৃত শীকস্ হিষ্টোরি ও শীক জাতির বিভিন্ন নাটক প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক সমন্বয় করত তত্তৎ গ্রন্থের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক আন্দুল নিবাসি স্বদেশ হিতৈষি শ্রীযুত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত করিলাম মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রম প্রমাদাদি জনিত দোষ মার্জ্জনা করত কৃপাবলোকনে মদীয় শ্রম সাফল্য করিবেন।

নিবেদক।

শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।
নিবাস মাজিদা পরগনে পাটুলি
জিলা বর্দ্ধমান।

কৃতজ্ঞতা।

এতৎ গ্রন্থারম্ভকালে যে সকল পরোপকার পরায়ণ সজ্জন মহাশয়েরা পুস্তক গ্রহণাঙ্গীকারে অস্মদীয় উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ভরসা করি যাঁহারা এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিবেন তাহারা তন্নাম বিলুপ্ত করত কীর্ত্তিলোপ করণীয় প্রত্যবায় স্বীকার করিবেন না।

নাম			নাম			
শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তস্য আত্মীয়গণ	০	২৬।	শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক ও তস্য অমাত্যগণ	০	০	১০০
" গোপাললাল ঠাকুর	০	১।	" হরগোবিন্দ ঘোষ ও তস্য বান্ধবগণ	০	০	৩৮
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	০	১।	" রামরত্ন রায়		০	২৫
" নীলরত্ন হালদার	০	১।	" বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সি	০	০	৪
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়		১।	" মধুসূদন ঘোষ চৌধুরী		০	০
" নীলমণী মতিলাল	০	১।	" প্রাণনাথ বসু ও তাঁহার আত্মীয়গণ	০	০	১০
" নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	০	১।	" প্রসন্নগোপাল পাল		০	১
" মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		১।	" কাশীনাথ বিশ্বাস	০	০	১
" শ্রীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়	০	১।	" রঘুমুনি দত্ত	০	০	১
" চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	০	১।	" সূর্য্যনাথ রায়	০	০	১
" [illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	০	১।	" দেবনাথ রায়	০	০	১
" [illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায়		১।	" গোপীমোহন গোস্বামী		০	৮
" শিবনাথ রায়	০	৮।	" রশীকলাল সিংহ		০	১
" চন্দ্রশেখর লাহিড়ি	০	২।	" অন্নদাপ্রসাদ সেন		০	২
" প্রাণকৃষ্ণ রায়	০	২।	" গোপীমোহন সিংহ		০	১
" পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী	০	২।				
" জয়কৃষ্ণ ভাদুড়ী	০	১।				

নির্ঘণ্ট পত্র।

স্বচীপত্র সমাপ্তঃ।

ভূমিকা।

প্রথমতঃ গ্রন্থারম্ভে সগুণ নির্গুণাত্মক গীর্ব্বাণ গণবন্দ্য বিশ্বাত্ম বিশ্বাত্মা প্রকৃতি পরাৎপর পরমদেব স্মরণ পুরঃসর বৃন্দারক বৃন্দ বন্দ্যা বিঘ্ন বিঘাতিনী বীণাপাণি বাগ্বাদিনী পদারবিন্দে পুনঃ২ প্রণামানন্তর নিখিল গুণালয় সদাশয় সজ্জন গণ সমীপে নিবেদন যে এই পঞ্জাবেতিহাসিক পুস্তক বহ্বায়াসে রাজতরঙ্গিণী, আইন আখবরী, নয়রত্ন [illegible] কাপ্তেন রণজিৎ সিংহ, মেজর লারেন্স সাহেবের কৃত [illegible] পঞ্জাব, মাগ্রিগর সাহেবের কৃত শীকস হিষ্টোরি ও শীক জাতির বিচিত্র নাটক প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক সন্দর্শন করত তত্তৎ গ্রন্থের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক কান্দুল নিবাসি স্বদেশ হিতৈষি শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত করিলাম মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রম প্রমাদাদি জনিত দোষ মার্জ্জনা [illegible] অবলোকনে মদীয় শ্রম সাফল্য করিবেন।

নিবেদক।

শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

নিবাস মাজিদা পরগনে পাটুলি

জিলা বর্দ্ধমান।

নির্ঘণ্ট পত্র।

বিবরণ	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

প্রথম খণ্ড

পঞ্জাব রাজ্যের বিবরণ।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে পঞ্জাব নামে বিখ্যাত বৃহদ্রাজ্য বিবিধ বিপিনাদ্রি দ্বীপোপদ্বীপ নদ নদী হ্রদ সরোবর নগর পত্তন এবং রম্য হর্ম্ম্যারাম উদ্যানে সুশোভিত, উক্ত রাজ্যের ভূমি শতদ্রু, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা ও সিন্ধু নদনদীর বার্ষিক উৎসেকের জন্য, তজ্জাৎপর্য্যা-টীক পুরাখ্যায়িকা পুরাণে পূর্ব্বনাম পঞ্চাপ প্রসিদ্ধ, পরে যবনেরা ভারতবর্ষাধিকার পূর্ব্বক স্বভাষায় পঞ্চ শব্দে (পঞ্জ) ও অপ শব্দে (অব) ইত্যর্থে পঞ্চাপের নাম পঞ্জাবাখ্যায় বিখ্যাত করিয়াছেন, যেহেতু নদ নদী নগর পত্তন পর্ব্বতাদির প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নবাভিধান বিধান করণ যবন জাতির স্বাভাবিক কার্য্য ছিল যথা দ্বীপের নাম কোয়ার, হিমালয়ের হিন্দুকোষ, হস্তিনার দিল্লী, প্রয়াগের এলাহাবাদ, পাটলিপুত্রের পাটনা বা আজীমাবাদ, এবং শতদ্রু নদের শতলেজ, চন্দ্রভাগার চুনাব, ঐরাবতীর রাবী, বিতস্তার জীলম ও সিন্ধু নদের নাম অটক হইয়াছে। পুরাবৃত্ত গ্রন্থে কথিত আছে পূর্ব্বে পঞ্জাবের প্রত্যেক ভূপ্রদেশ ভিন্নং স্বাধীন রাজার অধিকার প্রযুক্ত শাল্ব, গান্ধার, মদ্র, সিন্ধু, পঞ্চাল ও কাশ্মীর নামে বিভক্ত ছিল, উক্ত রাজ্য মধ্যে,

বালুকা ব্যাপ্তা তন্মধ্যে সিন্ধুরণ্য নামে উত্তর দক্ষিণে দেড়শত ক্রোশ দৈর্ঘ্যে এবং প্রশস্তে এক শত ক্রোশ পরিমাণে এক মহারণ্য আছে পূর্ব্বে ঐ বিপিনে শালু নামে দৈত্য বাস করিত ঐ দেশের অধিকাংশে শীক জাতির ও অপরাংশে আফগানীয়ের বাসস্থল।

মুলতান রাজ্য।

বিতস্তা ঐরাবতী এবং কৃষ্ণগঙ্গা নদীর মধ্য দেশের নাম মুলতান। তাহা নাকাই সিংহ আশ্রয়ে প্রসিদ্ধ ঐ দেশের রাজধানীর নাম মুলতান নগর তৎসান্নিধ্য এক স্থানে ঐরাবতীর সহিত বিতস্তা নদীর সঙ্গম হয় এবং ঐ নগরের দুই ক্রোশান্তরে শতদ্রু বিপাশা নদীর সহিত একযোগ হইয়াছে ঐ দেশের মধ্যে পর্ব্বতের নিম্ন ভূমি বিশেষত উপত্যকা অধিক সফলা তাহাতে দ্রাক্ষা ও অঙ্গুরাদি নানা স্বাদু ফলোৎপত্তি হয় [illegible] জন্মে, ঐ বস্তুর এমত তীব্রতা ও [illegible] তাহা [illegible] যে দ্রব্যের মধ্যে পূরিত হইলে তাহাই [illegible] যায় একারণ তাহা গর্দ্দভ চর্ম্মে পূরিত করিয়া [illegible] দেশান্তরে প্রেরিত হয়, ঐ দেশ আফগান জাতির অধিকৃত ছিল [illegible] পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জম্বু দেশ।

পঞ্জাব রাজ্যের অন্তঃপাতি কোহিস্থানের এক দেশ জম্বু রাজ্য। এই দেশ পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রযুক্ত সীমার নির্দ্দিষ্টতা নাই, এই রাজ্যের রাজধানী জম্বু নামে বিখ্যাত নগর এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি স্থাপিত আছে ঐ নগর অমৃতসর নগরের উত্তরাংশে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশান্তর হইবে, ঐ নগর পূর্ব্বে কাশ্মীর জাত শাল ও অন্যং দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা উন্নত ও শ্রীমান ছিল পরে শীক জাতির বারম্বার আক্র-

মধ্যে সেতুক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে কাশ্মীর দেশের বাণিজ্য দ্রব্য এই দেশের পথে হিন্দুস্থানে প্রেরিত হইত।

জম্বু দেশের রাজা বহু দিনাবধি শীক জাতির নিকট করদায়ী আছেন। অপর বন্ধু ও সাম্বানি এই দুই পরগণাও জম্বু দেশের সংসৃষ্ট কখন বা অসংসৃষ্ট রূপে গণিত হইয়াছে এতদ্দেশের বার্ষিক রাজকর আট লক্ষ মুদ্রার অধিক নহে, এই দেশীয় পর্ব্বতের মধ্যে এক শাখা ও নানা ধাতুরূপ বিশেষ হয়, সমুদ্রজল হইতে ঐ পর্ব্বতের পথ সঙ্কট অতি দুর্গম বিশেষতঃ বালুকাময় ও পর্ব্বতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ঐ দেশ অরণ্য ও প্রস্তর ময়, উক্ত নগর রাবী অর্থাৎ ঐরাবতী নদীতীরে স্থাপিত এবং বাহ্য ধ্যান সংবন্ধ দ্বারা পর্ব্বত শৃঙ্গে এক দুরাক্রম্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। চন্দ্রভাগা নদী ঐ দেশ ব্যাপিয়া আগমন করিয়াছে ও তাহার সহিত তদ্দেশীয় পর্ব্বত জাত এক একটা তটিনীর যোগ হইয়াছে। তদ্দেশীয় লোকেরা কহে ঐ দেশস্থ পর্ব্বতে যে জম্বু বৃক্ষ আছে তাহার ফল রস ঐরাবতী নদীতে পতিত হইয়া স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, ইহাতেই জম্বুফলের নামানুরূপ দেশের নাম জম্বু দেশ হইয়াছে ঐ দেশ মধ্যে চন্দ্রভাগা নদীতীরে এক বিখ্যাত প্রাচীন মহা মন্দির আছে।

নাগর কোট।

লাহোর রাজ্যের অন্তঃপাতি কোহি স্থানের দ্বিতীয় অংশ নাগর কোট নামে বিখ্যাত দেশ এবং দেশের নামানুসারে রাজধানীর নাম নাগর কোট। ঐ নগর এক উচ্চ পর্ব্বতোপরিভাগে স্থাপিত, তৎ সন্নিহিত পর্ব্বতে কোট কাঙ্গরা নামে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীন দুর্গ স্থাপিত আছে। ঐ নগরের নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি জলন্ধর ও জ্বালামুখী নামে দুই মহাপীঠের মন্দির মধ্যে মহামায়া ও জ্বালামুখী বিরাজমানা আছেন জ্বালামুখীর মন্দিরে এক কুণ্ড হইতে অগ্নি নিঃসৃত হইত, তদ্দৃষ্টে অত্তরঙ্গজেব বাদশাহ আশ্চর্য্য কৃত্রিম কার্য্য জ্ঞান করিয়া দ্রবীভূত সীসক

চাল্লিয়া দেওয়াতে কুম্ভরোধ হইবায় জলবধি কুণ্ডের চতুঃপার্শ্ব হইতে অ-গ্নি নির্গত হইয়া থাকে, বর্ষে২ ঐ স্থানে নানা দিগ্দেশীয় তীর্থ যাত্রী সমাগত হয়। ঐ তীর্থের পূর্ব্ব মাহাত্ম্যে কথিত আছে ইহোপরি ঘৃত বিল্বপত্র দিয়া অগ্নি শিখার সমীপস্থ হইলে শিখা হস্তে পতিত হইয়া পুত্রপৌত্র জন্মলাভ কিম্বা সম্পদ হস্তগত হইত না। দ্বিতীয় পাঠের আশ্চর্য্য প্রকরণ পাঠান আখবরী গ্রন্থে লিখিত আছে অগ্ন্যাগিরা হব কিম্বা যাজ্ঞিক অগ্নিতে আহুতি দান করিতেন কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই রসনা পূর্ব্ববৎ হইত। কোন২ বিজ্ঞলোকে অনুমান করেন কিম্বা স্থলবিশেষ গন্ধকাংশ পূর্ণ রয়। কাঙ্গরা নামক যে দুরাক্রম্য দুর্গ আছে তাহা স্বয়ং আখবর শা বাদশাহ সম্পূর্ণ বৎসরের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে অধিকার করিয়াছিলেন। নাগরকোট নগরে প্রায় দুই সহস্র দোকানদার আছে। ঐ নগর অমৃতসরের উত্তর পূর্ব্ব প্রায় পঞ্চবিংশতি ক্রোশান্তরিত হইবে। তত্রাজ্যের ভূমি ভূরি শস্যোৎপাদিকা অর্থাৎ ধান্য ইক্ষু যব গোম অপর্যাপ্ত রূপে উৎপন্ন হয়।

ইং ১৮০৩ সালে নেপালীয় গোরখা নামে বিখ্যাত সৈন্যেরা অমর সিংহ থাপার আজ্ঞাধীন পঞ্জাব আক্রমণ পূর্ব্বক কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অধিকৃত করত সমগ্র পঞ্জাব গ্রহণীয় অভিলাষে তাহারদিগের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া লাহোরাভিমুখে আগমন করিতেছিল পথিমধ্যে কাঙ্গরা দুর্গ দ্বারা তাহারদিগের গমনরোধ হওয়ায় প্রথমতঃ তাহারা দুর্গ বিনষ্ট করণার্থে অগ্রসর হয়, তাহাতে তদ্দেশের রাজা শঙ্করচন্দ্র সৈন্য লইয়া সাধ্যপর্য্যন্ত তাহারদিগের প্রতিকূলাচরণ করিলেন, ঐ আহবানল ইংরাজী ১৮১০ সাল পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল, নেপালীয়েরা পরাক্রম ও উপায়ে ঐ দুরাক্রম্য দুর্গাধিকার করণে সমর্থ হয় নাই অবশেষে অতিরিক্ত পরাক্রমে প্রাপ্ত রণজিৎ সিংহ সৈন্য সমেত শঙ্করচন্দ্রের সাহায্যার্থ আগত হইয়া গোরখাদিগকে তাড়াইয়া দেন, উক্ত রাজা শীকরাজের উপকৃত হইয়া তাঁহাকে কাঙ্গরা দুর্গ ও সংলগ্ন বার্ষিক পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রোৎপাদক ভূপ্রদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন কালক্রমে তদ্রাজ্য ঐ রণজিৎ সিংহের করায়ত্ত হয়।

নাদন নগর।

অমৃতসরের পূর্ব্বোত্তরে ত্রিংশাধিকশত ক্রোশান্তরে এবং ব্যাস গঙ্গার দক্ষিণ পারে নাগরকোট রাজ্যের দ্বিতীয় নগর নাদন ও তৎসমীপ জ্বালাম আখ্যাত যে জনপদ তাহা পর্ব্বত ও অরণ্যময়, ঐ নগর ১৮০৬ সালে নেপালীয় সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল পরে রণজিৎ সিংহ তাহারদিগকে দূরীকরণ পুরঃসর অধিকার করিয়া লন।

ঐ নগর মধ্যে প্রাচীরে বেষ্টিত তন্মধ্যে প্রায় সহস্র ঘর লোকের বাস আছে।

সুজানপুর।

নাগর কোটের পূর্ব্ব পঞ্চদশ ক্রোশান্তরে সুজানপুর নামে যে বিখ্যাত নগর আছে তাহা পূর্ব্বকালে সৌষ্ঠবান্বিত ও বহুলোকে পূর্ণিত ছিল, প্রাচীন লোকেরা কহে ঐ নগরের পূর্ব্বায়তন দ্বাদশ ক্রোশ লক্ষণে তৎসম স্থান তাহার শাখাপল্লী হইয়াছে, ঐ নগর পুরাতন প্রাচীরে বেষ্টিত তন্মধ্যে দুই সহস্র লোকের বাস গৃহের অধিক নাই।

কহ্লুরাজ্য।

কাঙ্গরার উত্তরাংশে কহ্লুদেশ পারিষদ পর্ব্বতের দ্বারা চম্বা দেশের সহিত অবিভক্ত আছে ইহার মধ্যদেশ ব্যাপিয়া বেয়া নদী গমন করিয়াছে। শতদ্রু নদের তীর পর্য্যন্ত এই দেশের সীমান্ত হয়। এতদ্দেশের অধিকাংশ হিমাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত প্রযুক্ত অত্যন্ত শীতার্ত্ত এবং ভূমি বিফলা। এতদ্দেশ ব্যাপিয়া তীব্বত দেশ গমনীয় সুগম পথ আছে। ইং ১৮০৪ সালে এতদ্দেশের রাজা নেপালীয় সৈন্যদিগকে দূরীকরণার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়া শতদ্রুর পরপারে কিঞ্চিৎ রাজ্য পাইয়াছিলেন, পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কাশ্মীর ও তীব্বত দেশীয় বাণিজ্য দ্রব্য তদ্দেশের পথে হিন্দুস্থানে আনীত হইত, উক্ত দেশ হইতে অমৃতসরের পথাপেক্ষা কহ্লুদেশীয় পথের দ্বারা অল্প দিবসের মধ্যে দ্রব্যাদি আনিতে পারা যায়, কিন্তু

লোকের গতাগতির অত্যন্ত উপযুক্ত উত্তমপথ বন্ধ হইয়াছে। তদ্দেশের বার্ষিক রাজকর আটলক্ষ মুদ্রার অধিক নহে।

মণ্ডি রাজ্য।

কলুদেশের দক্ষিণাংশে মণ্ডি নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের ভূমি অতি উৎকৃষ্ট। ঐ দেশে শীতকালে বিলক্ষণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তদ্দেশ মধ্যে এক লৌহের খনি এবং সৈন্ধব লবণের আকর আছে তদ্দ্বারা বার্ষিক প্রায় দেড়লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয় এবং ভূমির বার্ষিক রাজকর তত্তুল্য মুদ্রা হইবে, মণ্ডি নগরে প্রায় সহস্র ঘর মনুষ্যের বাস আছে, ঐ রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে পর্ব্বতোপরি কমলা গড় নামে যে দুর্গ স্থাপিত আছে তাহা বহুকালাবধি অজেয় রূপে বিখ্যাত।

কিসতাওয়ার দেশ।

লাহোরের উত্তর পূর্ব্বভাগে কিসতাওয়ার নামক রাজ্য কাশ্মীরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশান্তরে স্থাপিত আছে ঐ দেশের অধিকাংশ পর্ব্বতাবলীদ্বারা পরিবৃত এবং স্থানেং প্রজার বাস দৃষ্ট হয়, শীত ঋতুর আতিশয্য বশত ঐ রাজ্য দুর্গম্য, যবন রাজারাও কখন আক্রমণ করেন নাই শীক জাতিরা বারম্বার বিপক্ষ দ্বারা পরাভূত ও তাড়িত হইয়া ঐ দেশ আশ্রয় করিয়া থাকিতেন।

চাম্বানী।

চাম্বানী বা চোমানী নামে পর্ব্বতীয় দেশ জম্বু রাজ্যের একাংশ এতাবতা পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যা করণের প্রয়োজনাভাব।

আগর রাজ্য।

আগর নামে প্রসিদ্ধ জনপদ লাহোর রাজ্যের এক প্রদেশ রূপে পরিগণিত হয়, তাহার পশ্চিমাংশে সিন্ধুনদ এবং দক্ষিণে সিন্ধুসাগর, তদ্দেশে প্রজার অল্পতা, তন্মধ্যে গণনীয় বা গণ্ডগ্রাম কি নগর নাই,

ঐ দেশীয় পর্ব্বত মধ্যে সৈন্ধব লবণের আকর আছে এবং পর্ব্বতের নিম্ন ভূমি বা উপত্যকা সকল অত্যন্ত উর্ব্বরা।

অটক নগর।

সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরে অটক নামে বিখ্যাত নগর স্থাপিত আছে তাহার পূর্ব্বনাম বানারস এবং তদধীন যে দেশ তাহারো নাম অটক ঐ নগরের অষ্ট ক্রোশ উত্তরে তিম্বর পর্ব্বত হইতে জলধারা পতিত হইয়া সিন্ধুনদের অঙ্গপূর্ত্তি করে। অটকের সন্নিকৃষ্ট উক্ত নদের উভয় তীর প্রস্তরময় প্রযুক্ত তাহার আয়তন অধিক নহে। ঐ স্থানস্থ নদীর শ্বেতসিকতা স্ফটিকের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী। অটকের নূতন দুর্গ আফগান জাতীয়েরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা শীকেরা বলাৎকারে অধিকার করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ঐ নগর লোকে পূর্ণ ও উন্নতিযুক্ত ছিল কিন্তু বারম্বার আফগান ও শীক জাতির আক্রমণ বশতঃ উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কথিত আছে ঐ নগরের নিকটে নদীর উপর সেতুবন্ধ করিয়া সেকেন্দর শাহা, নাদের শাহা এবং তিমুর শাহ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হুসেন আবদুল।

সিন্ধুনদের পূর্ব্বাংশে দ্বাদশ ক্রোশান্তরে হুসেন আবদুল নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত প্রযুক্ত উপত্যকা নামে আখ্যাত হইয়াছে, ঐ দেশ নানা ফল পুষ্পে শোভিত প্রযুক্ত যবন রাজারা সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষ করিতেন, তৎস্থানীয় বায়ু বারি স্বাস্থ্য জনক এবং ভূমি বিবিধ শস্য জনিকা। ঐ দেশের মধ্যে হুসেন আবদুল নামে এক জন যবন তপস্বির সমাজাগার থাকাতে তন্নামানুসারে দেশের নাম আখ্যাত হইয়াছে। ঐ দেশের দক্ষিণ পর্ব্বতাবধি আফগান জাতির অধিকার।

রাউয়ল পিণ্ডী।

লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত রাউয়ল্ পিণ্ডী নগর ও জনপদ, সিন্ধু নদের পূর্ব্বাংশে চতুস্ত্রিংশৎ ক্রোশান্তরে স্থাপিত আছে, ঐ দেশে কৃষকের অল্পতাপ্রযুক্ত ভূমিসকল কর্ষণাভাবে বনময়ী হইয়া পশ্বাদিতেপরিপূর্ণা। তথা হইতে ক্রমেল সাবতুক্ত স্থানের গন্তব্য পথ অতি দুর্গম। তদ্দেশীয় এক পর্ব্বতোপরি রাউয়লেশ্বর নামে এক তীর্থ স্থানে হিন্দু ও যবন যাত্রি গণের সমাকদাচিৎ মেলা হয়।

মাণিকালোক।

সিন্ধুনদের পূর্ব্ব সপ্তবিংশতি ক্রোশান্তরে মানিকালা বা মানিকালোক নামে যে নগর ও জনপদ আছে তাহাতেও প্রজার অল্পতা প্রযুক্ত ভূমির অধিকাংশ বিপিন ময়, ঐ স্থানীয় পর্ব্বতোপরি সুদৃঢ়তর প্রস্তরে প্রায় অষ্ট শত খিলানে নির্ম্মিত প্রাচীন এক মন্দির আছে তন্মধ্যে প্রতিমাদি কিছুই নাই, লোকেরা কহে যে তাহা সত্য যুগে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জালালপুর।

জালালপুর নামে প্রসিদ্ধ নগর ও তদধীন দেশ ঝিলম বা বিতস্তা নদীর উত্তর তীরে স্থাপিত, ইং ১৮০৯ সালে ঐ স্থানীয় নদীর পরিসর ও গভীরতা জানা গিয়াছে, তাহার প্রাশস্ত্য প্রায় সপ্তবিংশতি শত হস্ত এবং গভীরতা দশ হস্তের অনধিক, কথিত আছে ঐ নগরের নিকটে পোরস নামে রাজা সেকন্দর শাহার সহিত সাহসিক রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন. ঐ প্রদেশে এক লোহিত পর্ব্বত আছে।

পকিলিদেশ।

লাহোর রাজ্যের পশ্চিম উত্তরাংশে পকিলি নামক রাজ্য তাহার তিন দিকে সিন্ধু ও ঝিলম নদী আছে। ঐ দেশ দৈর্ঘ্যে পঞ্চত্রিংশৎ ক্রোশ প্রাশস্ত্যে পঞ্চ বিংশতি ক্রোশ, উক্ত দেশের পূর্ব্ব-

ভাগে কাশ্মীর, পশ্চিমে অটক দেশ, উত্তরে তিব্বর দেশ ও দক্ষিণে গোক্কর জাতির দেশ। তদ্দেশের পর্ব্বতে ও সম ভূমিতে সর্ব্বদা তুষার পতিত হওয়াতে উপযুক্ত গ্রীষ্ম ঋতুর সৌম্য উদয় নাই। তদ্দেশের একাংশের বাদুন নামে আখ্যাত তাহাতে আফগান জাতির বাস, অপরাংশের নামে ভুর্ণাল তাহা পর্ব্বত ও বনময়, ঐ দেশে নানা সুস্বাদু ফলোৎপত্তি হয়। কাশ্মীর হইতে অনেক বাণিজ্য, চিত্র, জীবে মনুষ্য রাজপথ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত প্রযুক্ত সর্ব্বদা ভয়যুক্ত। ঐ দেশের রাজধানীর নাম পাকিলি।

মুজফ্ফরাবাদ।

পকিলির পূর্ব্বভাগে মুজফ্ফরাবাদ নগর, তদধীন ভূপ্রদেশ মধ্যে অধিকাংশ যবন জাতির বাস, ঐ দেশ পর্ব্বতারণ্যে আচ্ছন্ন, পূর্ব্বে উক্ত নগর এক সামান্য গ্রাম ছিল, এক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে, ঐ নগর কাশ্মীর হইতে একত্রিংশ ক্রোশ পশ্চিম, ঐ নগরের পার্শ্ববর্ত্তি কৃষ্ণগঙ্গ নদী দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হইয়া বিয়ন্দরে ঝিলাম নদীতে মিলিয়াছে, তদ্দেশীয় লোকেরা একটা মেষ বা কুক্কুর চর্ম্মে মস্তকের ও বক্ষের তলে রাখিয়া কেবল পদ চালন দ্বারা অনায়াসে দুর্গম নদ নদী পার হইয়া যায়।

কচ ও হাজারাদেশ।

কচ ও হাজারাদেশ পর্ব্বতাবৃত প্রযুক্ত উপত্যকা স্বরূপ জ্ঞান করা যায়, এই দেশ লাহোর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাংশে ও সিন্ধু নদের দক্ষিণ ভাগে এবং ঘর্ষণ নদীর উত্তরদিগে স্থাপিত, এই দেশে আফগান বংশ্য যবন জাতির এবং গুজার নামক অন্ত্যজ জাতির বাস আছে, এতদ্দেশীয় পর্ব্বতের তল ভূমি উত্তম শস্য জনিকা, এই দেশের পূর্ব্ব সীমান্তে হুসেন আবদুল দেশ।

দক্ষিণ পঞ্জাব।

শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যস্থ যে দেশ তন্নাম দক্ষিণ পঞ্জাব। তাহ

রাজ্য, দক্ষিণদিগে লাহোর রাজ্যের সীমা, পশ্চিমে পাকিলি রাজ্য। তদ্দেশ প্রথম ও শেষাংশাপেক্ষা অপ্রাকৃতির স্থান মধ্যভাগে বিস্তৃত; এই রাজ্যের দীর্ঘতা ৫৫ ও অপর প্রাশস্ত্য ৩০ ক্রোশের অধিক নহে, ভিন্ন রাজ্য হইতে কাশ্মীর গমনোপযোগী সপ্তবর্ত্ম আছে, তন্মধ্যে বম্বরের পথ প্রশস্ত তদ্দ্বারা পারবারনের গতায়াত হয়, পুরাণ ও রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের নির্দেশানুসারে ইং ১৫৮৭ সালে আকবর বাদশাহের মতানুসারে আবল ফজল লিখিত আইন আকবরী গ্রন্থে প্রকাশ যে সমস্ত কাশ্মীর রাজ্য নিত্য বসন্তময় আরামের ন্যায় মনোরম, অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত, ও পার্ব্বতীয় পরিস্কার নির্ম্মল জল ধারা দ্বারা নানা সরিৎ সরোবর সৃষ্টি করাতে তদ্দেশের ভূমি অত্যুর্ব্বরা ও স্বভাবতঃ এমত সরসা যে বৃষ্টি ব্যতিরেকেও তাহাতে যব গোধূম শাল্যাদি বিবিধ শস্যোৎপত্তি শালিনী হইয়া গোলাপ চামেলী চম্পক কৈউড়ী জাতি প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প এবং দাড়িম্ব জম্বীর অঙ্গুর দ্রাক্ষাদি বিবিধ উপাদেয় ফলোৎপত্তি করিয়া থাকে, বায়ু বারি স্বাস্থ্যকর, তদ্দেশ মনুষ্যের বাসস্থানোপযোগি সংখ্যক ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, এবং কৃমিজ লোমজ ও দুগ্ধজ অর্থাৎ রেশমের দ্বারা নানা বর্ণীয় পট্টবস্ত্র ও লোমজাত শাল রুমাল পট্টু প্রভৃতি ও কার্পাস সূত্র সম্ভব বস্ত্র ও নানাপ্রকার ধাতুময় অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে কেবল এই দেশে কেশর বা কুঙ্কুম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এতদ্দেশীয় লোকালয়ের মধ্যে সর্প বৃশ্চিক ও অন্যান্য প্রকার বিষধর জন্তু ভয় নাই, অন্য দেশের সহিত এতদ্দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক না থাকিলেও তত্রত্য প্রজারা বিনা ক্লেশে কাল যাপন করিতে সমর্থ হয়।

আদি বৃত্তান্ত।

কথিত আছে আদিকালে এতদ্দেশীয় উচ্চ অচল ব্যতীত তাবৎ ভূমি জলময়া ছিল, সেই জলরাশি সতীসর নামে কথিত পরে বিতস্তা নদী পর্ব্বত ভেদ করিয়া হিন্দুস্থানে নিঃসৃতা হইলে তদ্দ্বারা ঐ জল,

রাশির হ্রাস হয় এবং সূর্য্যের উদয় হইলে মহর্ষি কশ্যপ মহাশয় এ স্থানে ব্রাহ্মণ জাতির বাস করাইয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাঁহারদিগের বংশ বিস্তার হইয়া বহুদূর ব্যাপক স্থানের বাস করিলেন ও তাঁহারদিগের সদসৎ কার্য্য বিচারার্থ রাজা নিযুক্ত হইল, পরে ঐ দেশ এককালে বিদ্যাবিভবে অন্য২ দেশাপেক্ষা অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল ও তথাকার রাজারা সময়ের দিগ্বিজয় পূর্ব্বক আসমুদ্র করগ্রাহি রূপে ভারত বর্ষের সাম্রাজ্য করিয়াছেন।

কাশ্মীর দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে পুণ্যময় ও পবিত্র স্থান তদ্দেশের মধ্যে মহাদেব, হরি, দুর্গা ও ব্রহ্মার নামধারি কএকটী পর্ব্বত আছে ও তদ্দেশের নানাস্থানে পঞ্চ চত্বারিংশৎ শিব তীর্থ ও চতুঃষষ্টি বিষ্ণু তীর্থ, তিন ব্রহ্ম তীর্থ ও দ্বাবিংশতি দুর্গা তীর্থ আছে, ও সপ্তশত নাগের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে কাবোল, কান্দাহার, পেশোয়ার, দক্কর, বিজোর, লাহোর, সিন্ধু, জম্বু ও নাগরকোট এই রাজ্যের অধীন ছিল, পরে যবন সাম্রাজ্য সময়ে ভিন্ন২ হইয়া যায়।

দেশের বিবরণ।

কাশ্মীর দেশে বর্ষার আতিশয্য নাই যদ্যপি কদাচিৎ তাতার দেশের ন্যায় লঘু বৃষ্টি হয়, পর্ব্বতাধিক্য প্রযুক্ত এতদ্দেশে প্রায় ভূকম্প হইয়া থাকে, তদ্ধেতুক লোকেরা প্রস্তরালয় ও ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাপেক্ষা কাষ্ঠময় গৃহে নিঃশঙ্কে রহে এবং তণ্ডুলান্ন ও ফলমূল, চাটকা ও শুষ্ক মৎস, মাংস ভক্ষণ ও হিমাতিশয়তা বশত মদ্যপান করিয়া থাকে এতদ্দেশীয় আঙ্গুর ও দ্রাক্ষারস জাত মদিরা বিলাতীয় মেদারা সুরা অপেক্ষা মধুরা হয়, এবং ইক্ষুরস সম্ভব শর্করা উত্তম, হিন্দুস্থানের মধ্যে অস্ত্র, বস্ত্র ও কাগজ এতদ্দেশে উৎকৃষ্ট ও সরোবর জলে সাঙ্ঘিরা নামক এক প্রকার জল ফল এত অপর্য্যাপ্ত রূপে উৎপন্ন হয় যে তাহা ভোজন দ্বারা অধিকাংশ ইতর জাতিরা দিন যাপন করিয়া থাকে।

এতদ্দেশজাত ঘোটক ক্ষুদ্রাকৃতি অতি সুদৃঢ় পরাক্রমী ও পরিশ্রমী, প্রজাদিগের হস্তি উষ্ট্রের পালন করণের প্রয়োজন করে না,

নৌকা দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এই দেশ নদী, হ্রদ ও পার্ব্বতীয় জলধারায় পূর্ণ, এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বদা নৌকার যাতায়াত হইয়া থাকে, পর্ব্বতের মধ্যে অত্যুত্তম লৌহ ও অন্য ধাতু এবং সৈন্ধব লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়. লোকেরা লবণের দ্বারা নানা প্রকার ব্যবহার যোগ্য পাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে. পর্ব্বতে বহু মূল্যের প্রস্তর ও নদী মধ্যে স্বর্ণ লাভ হয়, এবং নিম্ন শ্রেণীস্থ পর্ব্বতের উপরি ভাগে স্বভাবজ পিচ, আস্ফা-লেট প্রভৃতি নানা ফলোৎপত্তি ও পশ্বাদির আহারীয় সুকোমল তৃণাদি জন্মে, তথায় সিংহ, ব্যাঘ্র, খড়্গী, প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু ভয় নাই, কিন্তু মশক মক্ষিকা অতিশয় এবং কুজ্ঝটিকাও কখন২ উদয় পায়।

এতদ্দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পর্ব্বত অত্যুচ্চ যেমত মেঘমণ্ডল অতিক্রম করিয়া উচ্চে রহিয়াছে, উপরিভাগে তুষার পতনে বর্ষাদি হয় না. পর্ব্বতীয় উপত্যকা ও অধিত্যকা মধ্যে স্থানে২ মনুষ্য লোকের বাস আছে, তাহারা প্রায় হিন্দু ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী কিন্তু দেশের দুর্গমতা প্রযুক্ত তাহারা কখন ভিন্ন জাতীয় বিপক্ষাক্রান্ত হয় নাই, জগদীশ্বর তাহাদিগকে সেই অল্প ভূমির মধ্যে এমত সুখী করিয়াছেন যে তাহারা ভিন্ন দেশীয় কি কাশ্মীরীয় লোকের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াও অনায়াসে কালযাপন করিতেছে তাহারদিগের প্রয়োজনীয় তাবদ্দ্রব্য স্বস্থানেই উৎপন্ন হয়।

কাশ্মীর ভাষা সংস্কৃত মূলিকা ও অক্ষর দেবনাগর মূলক, দেশীয় লোকের মনে বিশিষ্টরূপে বিদ্যোৎসাহিতা আছে, তদ্দেশের পণ্ডিত-গণ গদ্যাপেক্ষা পদ্য রচনে অনুরক্ত এবং গীতাসক্ত, স্ত্রীজাতিরাও নৃত্য গীত বিদ্যায় নিপুণা ও য়িহুদী বা আরমাণী স্ত্রীগণের ন্যায় বাহ্য সৌন্দর্য্য শোভিতা. কিন্তু দেহলাবণ্যের ন্যায় মনো নির্ম্মল নহে, তাহা শাঠ্য লাম্পট্য ও অনৃতবাক্যে পরিপূর্ণ, তথাপি তাহারদিগের লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বরেরা অন্য ভার্য্যাপেক্ষা কাশ্মীরী ভার্য্যা গ্রহণোৎসুক হই-তেন, যেমত ভদ্রলোকেরা বিদ্যা ধনার্জ্জনে অনুরক্ত তেমত কৃষকলোকে-রাও স্বকার্য্যাসক্ত ও শীত বাতাতপ সহিষ্ণু, স্বকার্য্যে উত্যক্ত নহে।

ভারতবর্ষের মধ্যে এতদ্দেশীয়েরা শিল্পকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ. তৌহাস্ত্র, লোমজ বস্ত্র ও ধাতু মৃণ্ময় ভাজন, প্রস্তর ও স্বর্ণালঙ্কার তদ্দেশের ন্যায় অন্যস্থানে জন্মে না। ভূমির রাজস্ব মুদ্রা দেওয়া তদ্দেশের ব্যবহার নাই. আখবর বাদশাহের সময়াবধি ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক প্রজার স্থানে রাজকর স্বরূপে গৃহীত হয়, তৎপূর্ব্বতন রাজারা প্রজার স্থানে চতুর্থাংশ শস্য গ্রহণ করিতেন।

কাশ্মীর রাজ্য পূর্ব্বকালাবধি দুই খণ্ডে বিভক্ত, তাহার প্রথম পূর্ব্ব খণ্ড মীরাজ্জী ও দ্বিতীয় পশ্চিম খণ্ড কামরাজ্জী নামে প্রসিদ্ধ, ঐ দেশে হিন্দু রাজারা যত সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন তাহা অপ্রতিবাদে হিন্দু যবন ও ইংরাজী গ্রন্থে প্রকাশ হইতেছে, আইন আকবরী গ্রন্থে প্রকাশ যে কাশ্মীর সিংহাসনে ১৮৯ হিন্দু রাজারা ৩৮২৮ বৎসর সাত মাস ১৮ দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। সামীর নামক এক জন যবন কাশ্মীরের হিন্দুরাজা সেনাদেবের ভৃত্য ছিল ঐ রাজার মরণের পর তাঁহার পুত্র রাজা অবনদেব এই রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক সামীরকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ঐ রাজা লোকান্তর গত হইলে তাঁহার রাণী কোটা দেবীকে ঐ যবন বিবাহ করিয়া হিজরি ৭৪২ সালে সিংহাসন গ্রহণ করিল তদবধি যবন জাতির অধিকারে আছে, হিন্দু রাজগণের সাম্রাজ্যকালে কাশ্মীর রাজ্যে এককোটি লোকাবাস ছিল পরে যবন রাজগণের ও পরিশেষে শীক জাতির দ্বারা বারম্বার উপদ্রুত ও লুণ্ঠিত হওয়াতে এক্ষণে আটলক্ষের অধিক বাস নাই।

শ্রীনগর।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর বিতস্তা নদীর উভয় তীরে স্থাপিত ও তন্নিকটবর্ত্তিনী মার ও লক্ষ্মীখাল নাম্নিকা দুইটী তটিনী আছে তাহাতে বর্ষা ব্যতিরেকে অন্য কালে জল থাকে না, লোকের পারাপার নিমিত্ত নদীর উপরে পাঁচ ছয়টা কাষ্ঠ সংক্রম পাতিত আছে, ভূকম্প ভয়ে নগরীয় গৃহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত কিন্তু উর্দ্ধে তিন চারি প্রকোষ্ঠে প্রস্তুত হয়, এই নগর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তুল্যানুতুল্য দেড় ক্রোশের অধিক নহে, নগর-

বর্ত্ম অতি সংকীর্ণ সর্ব্বদা লোকে পূর্ণ, শাল ও অন্য২ প্রকার লোমজ বস্ত্র ব্যবসায় দ্বারা নগরীয় লোকেরা ধনাঢ্য, এতন্নগরে প্রায় দেড় লক্ষ লোক প্রতি নিয়ত বাস করে, লোকেরা গ্রীষ্ম ও শীত বারণ কারণ স্ব২ গৃহচ্ছাদ মৃত্তিকায় আবরণ করিয়া রাখে ও তদুপরি গ্রীষ্মকালে নানা জাতীয় পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করিয়া দেয়, নগরের বাহিরে বিবিধ পুষ্পোদ্যান আছে ইং ১৬৬৩ সালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত গমন করিয়া বের্ণিয়র সাহেব এতন্নগরের যেরূপ সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন এক্ষণে তাদৃশ নাই, এই নগর এক্ষণে কাশ্মীর নামে বিখ্যাত, প্রথমত রাজা প্রবরসেন এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, নগরের দক্ষিণাংশে শেরগড় নামক দুর্গ মধ্যে পূর্ব্বাপর সুবাদার ও রাজপুরুষেরা বাস করিয়া থাকেন।

কাশ্মীর নগরের পূর্ব্বাংশে শালিমার কোন নামক উচ্চ পর্ব্বতে সংলগ্ন যে দুই২ কুণ্ড আছে তাহার জলের হ্রাস বৃদ্ধি কোন সময়ে নাই এবং অলাবু মধ্যে ঐ জল বহুকাল পর্য্যন্ত রাখিলেও দুর্গন্ধ উদয় হয় না।

কাশ্মীর রাজ্যের তীর্থ মাহাত্ম্য ও নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার, পুরাণে ও রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে লিখিত আছে এবং যে কিঞ্চিৎ আবল ফজেল কৈফিয়ৎ লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা তত্তাবদ্বিষয় ঐশ্বরীয় কার্য্য জ্ঞান করা যায়, মনুষ্য কৃত হইলে যবন জাতির বিশেষতঃ বহুদর্শি বিচক্ষণ রাজ ইং-রাজ দ্বারা কৃত্রিমতা প্রকাশ হইত।

বীরাঙ্গ নগরীয় কুণ্ড।

কাশ্মীর নগরের পূর্ব্বভাগে অষ্টাদশ ক্রোশান্তরে বীরাঙ্গ নগরের সান্নিধ্য এক পর্ব্বতের উপরিভাগে এক কুণ্ড আছে তাহার পরিমাণ ষোড়শ হস্তের অধিক নহে ঐ কুণ্ড একাদশ মাস শুষ্ক থাকে জ্যৈষ্ঠমাসে তন্মধ্যে যে দুই নির্ঝর বা ক্ষুদ্র গহ্বর আছে তাহা সন্ধ্যাবারি ও সপ্তঋষি নামে বিখ্যাত, প্রথমত সন্ধ্যাবারি গহ্বরে জল উৎপন্ন হইয়া পরে সপ্তঋষি গহ্বরে জলের উদয় হয়, তদনন্ত উভয় কুণ্ডের জল একত্রিত

হইয়া জলাশয় পূর্ণ করে, এই রূপ প্রত্যহ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে জল পূর্ণ হইয়া পরে শুষ্ক হইয়া যায়, যে সময়ে জল পূর্ণ রহে তৎকালে তাহার উপরিভাগে যাত্রিগণ সেই কুণ্ডের উদ্দেশে মানসে পুষ্প নিঃক্ষেপ করিয়া থাকে সেই২ পুষ্প সেই কুণ্ড দ্বারে জল শোষণ সময়ে আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার প্রাগুক্তকালে সেই কুণ্ড দ্বারে ঐ পুষ্প উত্থিত হয়। এই কুণ্ডের জল ত্রিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত এবম্প্রকারে হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহার জল অতি পবিত্র।

দ্বিতীয় কুণ্ড।

উক্ত কুণ্ডের অদূরেই আর এক কুণ্ড আছে তাহা ষণ্মাস পর্য্যন্ত শুষ্ক থাকে, ঐ স্থানের নিকটস্থ পঞ্চ গ্রামের প্রজা লোক কৃষি কার্য্যার্থে জল [illegible] করিয়া পূজা ও ছাগ মেষ বলিদান করিলেই কুণ্ডে জলোৎপত্তি হইয়া সান্নিধ্য পঞ্চ গ্রাম্য ভূমিতে পতিত হয়, পরন্তু জলের প্রচুরতা প্রযুক্ত কার্য্য হানি হইলে পুনর্ব্বার বলিদানাদি করিলে মাত্র নির্ঝর শুকাইয়া যায়।

তৃতীয় কুণ্ড।

তৃতীয় কুণ্ড কুকরনাগ নামে বিখ্যাত, এই কুণ্ডের জল অতি নির্ম্মল তৎপানে পিপাসা ও ক্ষুধা শান্ত হয় এবং তাহা অজীর্ণ রোগের এক মহৌষধ, এই কুণ্ডের সান্নিধ্য আর এক জলাশয় মধ্যে এক সুনির্ম্মিত দেবমন্দির আছে, ঐ স্থানে সন্ন্যাসিরা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে আর এক কুণ্ড আছে তাহাতে জনশ্রুতি এই যে পূর্ব্বে কোন২ মহাত্মা তথায় স্পর্শমণি প্রাপ্ত হন, ঐ কুণ্ডের দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণীমধ্যে এক লৌহের খনি আছে।

পঞ্চ বড়ুয়া।

কাশ্মীরের মধ্যে পঞ্চ বড়ুয়া নামক নগর পুণ্যতীর্থ মধ্যে গণিত, তাহা পূর্ব্বে অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, ঐ স্থানে সপ্তদেব মন্দির ও তন্নিকটে জলিমার্গ নামে সুদৃশ্য এক প্রান্তর আছে

পাম্পুর।

পার গমা বিতস্তা নদীর অন্তর্গত পাম্পুর নগরে প্রায় দ্বাদশ সহস্র বিঘা ভূমিতে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তন্নিকট পীরণ নামক নগরে মহাতীর্থ নাগ নামে এক কুণ্ড আছে ঐ কুণ্ড হইতে প্রথম কালে কুঙ্কুমের বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কৃষ্যোপাদকেরা তাহা রোপণ করণ পূর্ব্বে ঐ কুণ্ডের সমীপে পূজারাধনা করিয়া তজ্জলে গো দুগ্ধ ঢালিয়া দেয় যদি ঐ দুগ্ধ ডুবিয়া যায় তবে শস্যোৎপত্তির মঙ্গল চিহ্ন জানিয়া হর্ষ যুক্ত হয়, আর তাহা জলের উপরি ভাসিত হইলে মন্দ লক্ষণ জানিয়া সশঙ্ক থাকে।

কেরু নগর।

কাশ্মীর মধ্যে কেরুগ্রামে ৩৬০ ছোট বড় পুণ্য কুণ্ড এবং লৌহের আকর আছে। ঐ গ্রাম পুণ্যতীর্থ মধ্যে পরিগণিত।

মাড়য়ার ধুন।

মাড়য়ার ধুন স্থানের নিকট ভুজ কোট পর্ব্বতের উপরি ভা প্রকাণ্ডাকার সর্পে ব্যাপ্ত কিন্তু তাহারা নীচে আইসে না এবং তা পর্ব্বতে কেহ আরোহণ করিতেও পারেনা, তন্নিকটে আর এক পর্ব্বতে এক কুণ্ড আছে তাহার জল কখন সদর্শন কখন অদর্শন হয়, ঐ তীর্থে অত্যল্পলোক গমন করিয়া থাকে ঐ পর্ব্বতের অধোভাগে মধ্যে স্ফটিকের শিবলিঙ্গ দর্শন করা যায় এবং দেখিতেং অদর্শন হয়।

গুনর নগর।

গুনর নগর মধ্যে এক কুণ্ড আছে তাহার গভীরতার পরিমাণ নাই ঐ হ্রদের চতুর্দ্দিগে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীনদেব মন্দির আছে যে সময় ঐ হ্রদের জল হ্রাস হইতে থাকে তখন জল মধ্যে এক চন্দন কাষ্ঠের শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

অলর হ্রদের নিকটে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতে এক ক্ষুদ্র হ্রদ আছে তজ্জল লবণময় এবংনিকটে চরিষ্ণু কৃষ্ণসার মৃগসমূহ দৃষ্ট হয়।

মথন নগর।

এক উচ্চ ভূমির উপর মথন নামে নগর স্থাপিত আছে, তথায় পূর্ব্ব-কালে এক অতি বৃহৎ দেবমন্দির ছিল ঐ স্থানে এক ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহার জলের কখন হ্রাসতা নাই, ঐ স্থানে অন্ধ কূপ এক শুড়ঙ্গ আছে তাহা বাবল কূপনামে প্রসিদ্ধ, ঐ স্থানের নিম্ন ভূমিতে এক সরোবর মধ্যে ক্রীড়াকারি [illegible] মৎস্য সমূহ দৃষ্ট হয় কিন্তু স্থান [illegible] তাহা [illegible] করে না, সরোবরের একাংশে এক [illegible] জল [illegible] আছে।

কাওয়ার পাড়া।

কাওয়ার পাড়া স্থানে এক নির্ঝর আছে তাহার জল অত্যন্ত [illegible] হইয়া [illegible] গিরি নিতম্ব হইতে নির্গত হয়।

অশনগর।

অশনগরের সান্নিধ্য পর্ব্বত ভিতরে জনার্দ্দন ঋষির এক গমনাগম্য পথ শুড়ঙ্গ আছে, পূর্ব্বে ঐ পর্ব্বত জলশূন্য ছিল পরে তাঁহার আগমন কালাবধি তথায় এক নদীর উৎপত্তি হয়, তিনি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত তথায় কালযাপন করিয়া পর্ব্বত গহ্বরে প্রবিষ্ট হন তদবধি তাঁহাকে আর দেখা যায় নাই, এক্ষণে এক বৃহৎ প্রস্তরে ঐ গহ্বরের দ্বাররোধ আছে।

দক্ষিণ পাড়া।

মহা তীব্বত দিকস্থ কাশ্মীরের দক্ষিণশ্রেণী পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিতে দক্ষিণপাড়া নামক নগর আছে তন্নিকট ব্যাপিয়া জনার্দ্দন ঋষির দ্বারা আনীতা তটিনী আসিয়াছে, ঐ স্থানে অমরনাথ নামে মহাতীর্থ অর্থাৎ এক পর্ব্বতীয় শুড়ঙ্গ এই স্থান হইতে মহা তীব্বত দেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে শুক্লপক্ষীয়া ত্রয়োদশী অবধি তুষার বিম্ব দৃষ্ট হয় এবং সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পরিণামে অমরনাথ শিবের ন্যায়

মূর্ত্তির উদয় হয়, তৎকালে যাত্রীও দর্শকেরা পূজারাধনা করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া একদা অদর্শন হয়। ঐ গহ্বরের নিকটে এক তটিনীর কর্দ্দম শ্বেতবর্ণ তাহাও পবিত্রজ্ঞানে লোকেরা অঙ্গে লেপন করিয়া থাকে. এই স্থানীয় পর্ব্বতের উপর সর্ব্বদা তুষার পতিত হয়. এ কারণ ঐ জনপদ অত্যন্ত হিমার্ত্ত ও পর্ব্বত দুর্গম।

দক্ষামুন নগর।

দক্ষামুন নগরে যে কুণ্ড আছে তাহার জল যে সময় অনির্ম্মল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া শৈবাল সমূহ উপরে ভাসিত হয় এবং তৎকালে গ্রামস্থ লোকের কোন দৈহিক কি সাংসারিক বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে, এই স্থানের নিকটে শলিমান প্রস্তরের আকর আছে ঐ প্রস্তরে বিবিধ ব্যবহারোপযোগি পাত্র প্রস্তুত হয়।

শাক নগর।

স্বনাম প্রসিদ্ধ শাক নগর ও তদ্দেশ মধ্যে নানা প্রকার সৌগন্ধ্য বৃক্ষ ও পুষ্প প্রকাশ হয়, ঐ স্থানে ডাল নামে যে হ্রদ আছে তাহার এক তীরে নগর, ঐ হ্রদের মধ্যে কৃত্রিম উপদ্বীপ প্রস্তুত করিয়া কৃষকেরা শস্যোৎপত্তি করিয়া লয়, কখন২ তস্করেরা দ্বীপের কিয়দংশ ছেদন করিয়া এক দিগ হইতে অন্যদিগে লইয়া যায়, তন্মধ্যে সুলতান জানা লাবেদিন এক ক্রোশ পর্য্যন্ত এক প্রস্তরের সেতু প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শ্রীনগর হইতে আরম্ভ হইয়া চলিয়া গিয়াছে পরে ঐ হ্রদের উপদ্বীপ মধ্যে দিল্লীর শাহা জাহান বাদশাহ শালিমার নামক এক মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছেন।

তিহাদ নগর।

তিহাদ নগর অতি আনন্দ জনক স্থান তন্নিকটে সপ্ত সরিতের সঙ্গম হইয়াছে ঐ স্থানে অনেক প্রাচীন অট্টালিকা ও তন্নিকট এক কুণ্ড আছে তাহার জল গ্রীষ্মে সুশীতল ও শীতকালে অত্যন্ত উষ্ণ হয়।

বাজোয়াল।

বাজোয়াল গ্রামে শালামার নামে যে নির্ঝর আছে তাহার জল শাকোট পর্ব্বত হইতে আশ্চর্য্য রূপে পতিত হয় এই স্থানে একপ্রকার ঝুড়ির আকার যন্ত্র দ্বারা বিবিধ মৎস্য ধৃত হয়।

আশাবজারি।

আশাবজারি স্থানে শালিসম্মানের পুণ্যকুণ্ডের সমীপে প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রাচীন দেব মন্দির আছে এবং তৎ সান্নিধ্য শুক্র নাগ নামে যে জলশূন্য কুণ্ড আছে তাহার আশ্চর্য্য এই যে শুক্র বাসরে মাসের নবম দিবস হইলে ঐ কুণ্ডে প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলোৎপন্ন হইয়া রাত্রিতে বন্ধ হয়।

জিনাবল।

জিনাবল গ্রামে এক কুণ্ড আছে তন্মধ্যে লোকেরা স্বকীয় শুভাশুভ পরীক্ষার্থ খর্জ্জুর নিক্ষেপ করিয়া থাকে, খর্জ্জুর জল মগ্ন হইয়া তলগত হইলে অমঙ্গল চিহ্ন ও ভাসমান থাকিলে মঙ্গল লক্ষণ জানা যায়।

বানল নগর।

বানল নগরে এক দুর্গা মন্দির আছে, তথায় বিবদমান মনুষ্যেরা স্বকীয় ও বিপক্ষের হিতাহিত জয় পরাজয় জ্ঞাপনার্থ ধান্য দ্বারা দুইটী ঘট পূর্ণ করত তাহার এক ঘটে আত্মনাম ও অপর ঘটে বিপক্ষের নাম অঙ্কিত করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহ মধ্যে রাখিয়া দেয় এবং গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার কুঞ্চিকা অর্থাৎ চাবি আপন স্থানে রাখে, পরদিবস পূজা প্রদান পূর্ব্বক ঘটদ্বয় বাহির করিয়া লয়, যে ঘটে পুষ্প ও কুঙ্কুম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাঁহার নামানুরূপ তাহারি মঙ্গলোদয় হয় ও যে ঘটে ধূলা ও তৃণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, নামানুসারে তাহার অশুভ হইয়া থাকে। এস্থানের দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে বিবদমান ব্যক্তিদিগের বিরোধীয় বস্তুর

যথার্থ রূপ স্বত্ব ও অধিকার নিশ্চয় না হইলে উভয় পক্ষীয়েরা দুইটা ছাগ ও দুইটা বিহঙ্গম লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহারদিগকে বিষভক্ষণ করাইয়া দেয় এবং উভয় পক্ষে তাহার এক ছাগ ও এক পক্ষী লইয়া গাত্র ঘর্ষণ করিতে থাকে, তন্মধ্যে যে পক্ষের জীব সজীব থাকে, সেই পক্ষকে বিবাদি বস্তুর যথার্থ অধিকারী জানা যায় ও যাহার হস্তে ছাগ ও পক্ষি মরিয়া যায় সেই পক্ষের অনধিকারীত্ব নিশ্চয় হয়।

অরীশ্বর।

অরীশ্বর নামক পর্ব্বতীয় এক কুণ্ড হইতে গুরুতর বেগে শব্দায়মান রূপে জলপতন হইয়া তজ্জলে বিতস্তা নদী পূরিতা হয়, ঐ কুণ্ড অতলস্পর্শ, ও তাহা অবিনাশ নামে কথিত তাহার পূর্ব্বদিগে প্রাচীন দেব মন্দির সকল আছে।

কম্বর।

কম্বর নামক স্থানে যে এক নির্ঝর বা জলাকর আছে তদ্দ্বারা কেবল বসন্ত দুই মাস জলোৎপত্তি হয় এবং ঐ জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বসন্তাবসানে হঠাৎ লুপ্ত হইয়া যায়।

দেব্ সরোবর বাল।

দেব সরোবর বাল। স্থানে এক কুণ্ড আছে তাহা ফেলুনাগ নামে খ্যাত এবং তাহা হইতে যে জলধারা পতন হয় তাহার বেষ্টন ৪৫ হস্ত। লোকেরা বৎসরের শুভাশুভ ও স্বকীয় মঙ্গলামঙ্গল জানিবার বাসনায় একটা নূতন মৃণ্ময় ঘটে ধান্য পূর্ণ করত আপন নাম লিখিয়া ও তাহার মুখ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া ঐ কুণ্ডে নিঃক্ষেপ করণ মাত্র ডুবিয়া যায়, ও কিছুকাল পরে জলের উপরিভাগে পুনরুদয় হইলে উঠাইয়া লয় ও তাহার মুখাবরণ বিমুক্ত করিয়া তাহা হইতে যদি সৌগন্ধের উদয় হয় ও ধান্য উত্তপ্ত থাকে তবে সুচিহ্ন জানা যায়। ঘটের মধ্যে তৃণ বালুকা ও দুর্গন্ধের প্রকাশ অমঙ্গল চিহ্ন।

ঐ স্থানের নৈকট্য পর্ব্বত হইতে এক অসি নামে সরিৎ পক্ষায়মান রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইতেছে ঐ নদীতে কামনা করিয়া সন্ন্যাসীরা প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

কোঠার।

কোঠার স্থানে এক কুণ্ড আছে তাহাতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বারি শূন্য রহে পরে যে সময় বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে প্রবেশ করেন ঐ বৎসর প্রতি শুক্রবারে ঐ কুণ্ডে জলোৎপত্তি হয়, কিন্তু অন্য দিবসে তাহাতে জল রহে না।

মিত্তলহাম।

মিত্তলহাম গ্রামের নৈকট্যারণ্যে একর নামক এক পক্ষী প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার বিচিত্র পক্ষ উৎপাটন করিয়া প্রধান লোকেরা স্বীয়২ শিরোভূষণের উপর ধারণ করিয়া থাকেন ঐ পক্ষি রক্ষার নিমিত্ত তথাকার রাজারা বনমধ্যে সর্ব্বদা আহার প্রদান করেন।

সুখরোয়া।

উক্ত স্থানের নিকটে এক কুণ্ড হইতে অজস্র বারিধারা পতিত হয় ঐ কুণ্ড অতি পুণ্যময় এবং তত্রত্য পর্ব্বতে তুষার পতিত হয় না।

নিগম নগর।

নিগম বা নাগামা গ্রামের নিকট নীলনাগ নামক ৪০/০ বিঘা ভূমি পরিমাণে এক সরোবর আছে তাহার জল অতি নির্ম্মল, ঐ স্থানে অনেক সন্ন্যাসিরা অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে পার লৌকিক শুভা শুভের চিহ্ন এতদ্রূপে দৃষ্ট করিতে পায় যে এক খর্জ্জূর ফল চারি খণ্ডে কাটিয়া জলের মধ্যে নিঃক্ষেপ করে তন্মধ্যে যুগ্ম খণ্ড ভাসমান হইলে শুভ ও অযুগ্ম খণ্ড ভাসিত হইলে অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং কেহ২ ঐ জলে দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়, দুগ্ধ ভাসমান হইলে মঙ্গল লক্ষণ ও তাহার বিপরীত

হইলে অহিত চিহ্ন জানাযায়। কথিত যে প্রাচীন কালে ঐ কুণ্ড হইতে নীলমত নামক এক গ্রন্থ উঠিয়াছে তাহাতে এই দেশের তাবত তীর্থ মাহাত্ম্য ও তীর্থাধিষ্ঠাতা দেবতার ধ্যান পূজা প্রকাশ আছে।

পারয়া নগর।

পারয়া নগরে এক কুণ্ড আছে তাহাতে নিয়ম মত প্রতি রবিবার প্রাতে কুষ্ঠ রোগীরা স্নানাবগাহন করিলে ব্যাধি বিমুক্ত হয়। এবং কুণ্ডের নিকটের প্রান্তরে গবাদি কিছুকাল তৃণ ভক্ষণ করিলে হৃষ্টা পুষ্ট হয়।

হলখল।

পরগণা লাইচের মধ্যে হলখল গ্রামে এক আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে তাহার একটি পত্র নাড়িলেও সমুদয় বৃক্ষ সাখা মূলের সহিত দোলায়মান হয়।

লার নগর।

লার নগরের নিকট হইতে মহাতীব্বতের পর্ব্বত শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে ও তাহার উত্তর, উত্তর ভাগে কাশ্মীরের উচ্চ শ্রেণী পর্ব্বত ঐ পর্ব্বতের তল ভূমি মধ্যে দুই কুণ্ড আছে তন্মধ্যে কেবল হস্ত চতুষ্টয় ব্যবধান, তাহার একের জল শীতল ও অপরের জল উষ্ণ, কিন্তু সন্ন্যাসীরা কামনা করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে এক মহা হ্রদ আছে তন্মধ্যে মনুষ্যেরা মৃত লোকের দেহ ভস্ম নিঃক্ষেপ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ হ্রদে কোন অপবিত্র বস্তু অথবা মাংস নিঃক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ঝড় ও তুষার বৃষ্টি উপস্থিত হয়।

সন্ধ্যাপুর।

সন্ধ্যাপুর নগরে এক অতলস্পর্শ হ্রদ আছে তাহাও তীর্থ জ্ঞানে প্রপূজিত হয় ও তন্নিকট মহাদেবের ভূতিশর নামে তীর্থ আছে যৎকালে যাত্রিরা পূজারাধনা করিয়া থাকে তৎকালে এক আশ্চর্য্য শব্দ

[illegible] কোথা হইতে শব্দ নিঃসৃত হইয়া থাকে তাহা [illegible] নিরূপণ করিতে পারে না।

গয়াহামু।

ক্ষুদ্র তীরবতের সংলগ্ন গয়াহামু স্থানে অলর নামে এক বিখ্যাত হ্রদ আছে তাহার পরিবেষ্টন চতুর্দ্দশ ক্রোশ, তন্মধ্যে সুলতান জানাল আবেদিন জাইনলঙ্ক নামে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মাছামু।

মাছামু স্থানের নিকট এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে তাহা বৃক্ষে পরিপূর্ণ যে সময় বায়ুর দ্বারা বৃক্ষ সমূহ দোলায়মান হয় সে সময় উপদ্বীপও কম্পিত হইয়া থাকে।

পরেশপুর।

পরেশপুর গ্রামেও কেশরের কৃষিকর্ম্ম চলিত আছে ঐ গ্রামে এক বৃহদ্দেবমন্দির ছিল তাহা জানল আবেদিনের পিতা সেকন্দর ভাঙ্গিয়াছেন পরে ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে এক তাম্রপত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেবনাগরাক্ষরে হিন্দি ভাষায় লিখিত ছিল যে এই দেবালয় ১১০০ বৎসর পরে সেকেন্দর নামক যবনের দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

তুরীয় গ্রাম।

পরগণা কামরাজের তুরীয় গ্রামে চক বংশীয় রাজাদিগের অধিবাস ছিল এই স্থানে চৈতুরনাগ নামক এক জলাশয়ে বৃহদাকার মৎস্য সকল আছে ঐ মৎস্য যে কেহ ধরিয়া লয় তাহার প্রতি দৈব পীড়া উপস্থিত হয়।

গোরগ্রাম।

উক্ত গ্রামের সন্নিহিত এক পর্ব্বতের মধ্যে এক খণ্ড দশ বিঘা পরিমিত ভূমি আছে যে কালে বৃহস্পতি সিংহরাশি গত হয় সে কালে ঐ

ভূমি এমত প্রতপ্তা হয় যে তন্মধ্যস্থ বৃক্ষাদি জ্বলিয়া যায় ও দৈবাধীন পশ্বাদি পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণলাভ বিবরণ।

কামরাজ হইতে কেশঘর নামক তীর্থ পর্য্যন্ত ও পহিলিস পূর্ব্ব-গামিনী নদীমধ্যে স্বর্ণ এতদ্রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশেষতঃ ভদ্দেশী য়েরা দীর্ঘ লোম যুক্ত ছাগ চর্ম্মে প্রস্তর বান্ধিয়া দীর্ঘাকার রজ্জু সংলগ্ন করত নদীজলে নিঃক্ষেপ করিবা মাত্র তাহা নিমগ্ন হয় ও প্রস্তরের ভারে স্রোতে বিচলিত হইতে পারে না, দুই তিন দিন পরে তাহা জল হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দেয় যৎকালে পূর্ব্বমত শুষ্ক হইয়া যায় তৎকালে চর্ম্ম ঝাড়িবা মাত্র খণ্ড২ স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়, কখন২ তন্মধ্যে একং খণ্ড তিন তোলা পরিমাণের স্বর্ণ লাভ হয়।

নদী পদ্মবতী।

উক্ত নদী দাওদ পরগণা হইতে নির্গতা হইয়াছে এই নদীর বালুক মধ্যেও স্বর্ণ খণ্ড পাওয়া যায়, তত্তীরে এক প্রাচীন দুর্গা মন্দির আছে তাহা শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে স্বভাবত কম্পমান হয়।

কুঙ্কুম বা কেশর।

কেশর উৎপত্তি বিষয়ে নানা আশ্চর্য্য প্রাচীনেতিহাস শুনা যায় ঐ বস্তু এতদ্রূপে জন্মে যে প্রথমতঃ কৃষকেরা হলের দ্বারা উত্তম রূপে ভূকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার কুদ্দাল দ্বারা তন্মধ্যে উচ্চ নিম্ন শ্রেণী করিয় তাহাতে পলাণ্ডু মূলের ন্যায় কেশর মূল রোপণ করিয়া দেয়, তাহ এক মাসান্তরে অঙ্কুরিত হইয়া প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, এবং মৃত্তি কার উপরে একাঙ্গুলি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া পুষ্পিত হয়।

এবম্প্রকারে এক মূল হইতে অষ্ট সংখ্যক চারা উৎপন্ন হওনে পরে কার্ত্তিক মাসের শেষ ঐ বস্তু পরিপক্ক হয়, তৎকালে কুঙ্কুম চা অর্দ্ধ হস্তের অধিক বাড়ে না, পীতবর্ণ প্রত্যেক পুষ্পে ছয় দল হয়

প্রত্যেক দলে একং অংশে অর্থাৎ মধ্য গত সূত্র তন্মধ্যে তিনটী পীতবর্ণ ও অপর তিনটী কমলালেবুর ন্যায় বর্ণ যুক্ত হয়, ঐ তন্তুতে কেশর জন্মে, এই [illegible] হইয়া পরে পত্র উৎপন্ন করিতে থাকে, পুষ্পদল পরিপক্ব হইলে তাহা [illegible] বর্জিত করিয়া লয় প্রথম বৎসরে অল্প পরিমাণ কেশর উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় বৎসরাবধি [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণ সঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহার পর মূল উৎপাটন করিয়া ভিন্নং করত পৃথক্ ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দেয়, যদি ছয় বৎসরের অধিককালে ঐ মূল উঠান না যায় তবে নষ্ট হইয়া যায়।

শাল উৎপত্তি বিবরণ।

কাশ্মীর দেশে যে রূপ শালোৎপত্তি হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ [illegible] তীব্বত পর্ব্বতীয়, ভুটীয় ও স্বদেশীয় এক প্রকার ছাগলোমে শাল জন্মে ঐ জন্তুর পৃষ্ঠলোম কৃষ্ণবর্ণ উদরের লোম সুকোমল ও শুভ্রবর্ণ, ঐ লোমে অত্যুত্তম শালোৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতীয় কুকুর, বিড়াল, মেষ, ও গর্দ্দভের উপরিভাগের দীর্ঘ লোম উৎপাটন [illegible] নবজাত কোমল লোম দ্বারা ঐ বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে, প্রথমতঃ লোমাবলী আতব তণ্ডুল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত [illegible] ধৌত করা যায়, পরে সংপেষণ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া সূত্র নির্ম্মাত্রী নারীদিগের দ্বারা তাহাতে সূত্র প্রস্তুত হয়, সেই সূত্র নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া নির্ম্মাতারা তন্ত্রে বা শালযন্ত্রে নির্ম্মাণ করিতে থাকে, এক [illegible] তিন ব্যক্তির প্রয়োজন, প্রথম জন সূত্রের স্থূল সূক্ষ্ম পৃথক্ বিধান [illegible] নিযুক্ত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা নির্ম্মাতার হস্তে যোগাইয়া দেয়, তৃতীয় ব্যক্তি স্বয়ং নির্ম্মাতা স্বহস্তে দীর্ঘাকার সূক্ষ্ম ছুরি বা মাকু লইয়া [illegible] উচ্চ পীঠোপরি বসিয়া বুনান করিতে থাকে, প্রত্যেক বর্ণের সূত্র [illegible] কাষ্ঠ সূচির ছিদ্র মধ্যে যোগ করিয়া দেয়, তাহা নির্ম্মাতা যোজনা বশতঃ স্বহস্তে লয়, প্রত্যেক যন্ত্রালয়ে একং জন শিক্ষক [illegible] আছে। প্রথমে যেপ্রকার শাল নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহার [illegible] অর্থাৎ নমুনা কাগজে চিত্রিত করিয়া দেয়, এবং আপনি নিম্নে

বসিয়া সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতে থাকে, তৎকারণ এই যে শালের নির্ম্মল পৃষ্ঠ অর্থাৎ সদর ভাগ নিম্নে রহে তাহা নির্ম্মাতা দৃষ্টি করিতে পারে না, কাষ্ঠ সূচির দ্বারা বুনানকালে শালের অধ্যক্ষ বিচিত্রিত বর্ণ প্রস্তুত হয়, ঐ দ্রব্য নির্ম্মিত হইলে তাহাতে পার্শ্বযোগ অর্থাৎ হাসিয়া সূচির দ্বারা সংলগ্ন করা যায়, এক বৎসরের ন্যূনকালে উৎকৃষ্ট যুগ্ম শাল প্রস্তুত হইতে পারে না, তাহাও দুই তন্ত্রে উৎপন্ন হয়। মধ্যম শাল তিন চারি মাসে ও অধম কল্প দুই মাসে প্রস্তুত হইয়া থাকে, নির্ম্মাণের পর তাহা ধৌত করা যায়, উত্তম শাল দুই তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হয়, উক্ত রাজ্য মধ্যে এইক্ষণে প্রায় ষোড়শ সহস্র শাল বস্ত্র ব্যবহার্য্য আছে,তদ্দ্বারা বর্ষে২ ষষ্টি সহস্র শাল উৎপন্ন হইতে পারে অনুমান করা যায়। শাল নির্ম্মাণের পর শুল্কালয়ে অর্থাৎ পরিমিটে নীত হয় ও তথায় মূল্য নিরূপিত হইয়া উক্ত মাসুল নির্দ্ধারিত হইলে তাহা নানা স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করা যায়। শালের উক্ত মূল্য সাত সহস্র মুদ্রার অধিক নাই, কিয়ৎ সংখ্যক শাল বুনান হইয়া অমৃতসরে নীত হয়, তথায় ধৌত করিয়া তাহাতে হাসিয়া যোগ করা যায়, ইদানীং লাহোর অমৃতসরের মধ্যে শাল নির্ম্মাণ হইতেছে ফলতঃ কাশ্মীরের তুল্য জন্মে না এবং কাশ্মীরীয় তন্তুবায়েরা ও স্বদেশের তুল্য লাহোরে ও অমৃতসরে প্রস্তুত করিতে পারে না ইহার বিশেষ কারণ এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পূর্ব্বে দিল্লীর বাদশাহেরা ও আরব দেশীয়েরা এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তীব্বতীয় ছাগের উদরের নির্ম্মল কোমল লোম সম্ভব শাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ও ঐ শাল গঙ্গাজলী নামে বিখ্যাত এবং অন্য পশুর লোমাপেক্ষা ঐ লোমের মূল্যও মহার্ঘ।

কাশ্মীরের রাজাবলী।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম কালাবধি এতদ্রাজ্যের রাজ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ফলতঃ ক্ষুদ্র পুস্তকে তত্তাবৎ বাহুল্য বৃত্তান্ত বর্ণনে নিবৃত্ত হইয়া সংক্ষেপে কিঞ্চিদ্বার্ত্তা লিখিতেছি।

দ্বাপর যুগের শেষাংশে কাশ্মীরের রাজা গণনন্দ জরাসন্ধের পক্ষ ছিলেন তিনি মথুরার যুদ্ধে বলদেবের হস্তে ব্যাপাদিত হন—তৎপুত্র দামোদর পিতৃ সিংহাসনে কিয়দ্দিবস রাজত্ব করিয়াছিলেন, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশগণ সহিত গান্ধারে বিবাহ উৎসাহে আহুত হইয়া ছিলেন তৎকালে ঐ রাজা সিন্ধুনদ তীরে পিতৃ বিপক্ষ যাদবগণের প্রতি আক্রমণ করিয়া ঐ যুদ্ধে নিহত হন, তৎকালে তাঁহার স্ত্রী অন্তর্বত্নী ছিলেন এ গর্ব্ভে বালদেব নামক রাজা উদ্ভূত হন, পরে ঐ বংশীয় পঞ্চত্রিংশৎ দুরাত্মা রাজারা ক্রমশঃ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

লুলুরাজ।

পূর্ব্ব বংশের অবসানানন্তর লুলু নামক ধার্ম্মিক কাশ্মীরের রাজা কামলংজ্ঞের নিকট স্বনাম প্রসিদ্ধ লুলু নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন অদ্যাপি তন্নগরের লুপ্ত চিহ্ন পাওয়া যায়, তাঁহার পর ক্লষ্ক, কাগন্ধর, শিরন্ধর, গোধর, স্বর্ণ জনক, ও ভেজোনর এই সপ্ত রাজারা পরং রাজত্ব করেন তাঁহারা জৈনধর্ম্মী ছিলেন।

অশোক রাজ।

জনকের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা অশোক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া জৈনধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করত বৈদিকাচার প্রচার করেন, তৎপুত্র রাজা জলৌকস দিগ্বিজয় করত আসমুদ্র ক্ষর প্রাপ্তী হন, তিনি ... বিচারে প্রজা পালন দ্বারা মহাযশস্বী ছিলেন, ঐ রাজা কান্যকুব্জের সাত জন ব্রাহ্মণের প্রতি রাজকীয় যাবদীয় কার্য্যভারার্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার সভ্য এক জন জ্যোতির্জ্ঞ বহুরূপী ও নাগ বাহন ছিলেন। ঐ রাজা বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধমতাবলম্বী হন।

রাজা দামোদর দ্বিতীয়।

উক্ত রাজার অবর্ত্তমানে তাঁহার ভ্রাতা দামোদর রাজা হন তিনিও প্রজা পালক ছিলেন কথিত আছে তিনি কোন সন্ন্যাসির অভিসম্পাতে সর্প হইয়াছিলেন।

রাজা নরক।

কাশ্মীরদেশ নরক রাজার রাজ্য সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মী হইয়াছিল ঐ রাজা দেবমন্দির সমূহ দগ্ধ করিয়া দেন।

রাজা মৃকল।

ইহার পর মৃকল নামক এক দুরাত্মা রাজ্যাধিকারী হয়, সেকৌতুক করিয়া এক শত হস্তিকে পঙ্কে নিমগ্ন করতঃ প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল, শ্রুত আছে তাহার অধিকার কালে ঐ দেশের নদী মধ্যে এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড উদয় হইয়া নদীর স্রোতোবরোধ করিয়াছিল, রাজাজ্ঞাক্রমেঃ ভাস্করেরা দিবা কালে যে পরিমাণে তাহা ছেদন করিত, রাত্রে তৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইত শেষ তদ্বিষয়ে আকাশ বাণী দ্বারা উপদেশ হয় যে সাধ্বী স্ত্রী স্পর্শে ঐ প্রস্তর অদর্শন হইবে এজন্য তদ্দেশের ক্রমশঃ বহুলক্ষ স্ত্রীরা স্পর্শ করাতে সিদ্ধি না হইলে ঐরাজা ক্রোধ পূর্ব্বক ত্রিশলক্ষ স্ত্রী বধ করিয়াছিলেন পরিশেষে ঈশ্বরের করুণা প্রযুক্ত এক কুম্ভকারিণীর হস্ত স্পর্শে তাহা অদৃষ্ট হয়। ঐ রাজা স্ত্রী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত রূপ অনলে স্বদেহ ভস্ম করিয়া ছিলেন।

রাজা কুবার্ত্তীক।

অনন্তর এই রাজ্য রাজা কুবার্ত্তীকের শাসনাধীন হয়, ঐ রাজা বহু দূর পর্য্যন্ত ভারত বর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন তিনি এমত দয়ালু ছিলেন যে তৎকালে যবনাদিরা জীব হনন পূর্ব্বক মাংস খাইতে পারিতনা। শক্তিমান পর্ব্বতের উপরে অদ্যাপি যে সকল মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা তাঁহারি মন্ত্রী নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরদেব।

তদনন্তর যুধিষ্ঠিরদেব নামক রাজা প্রথমত ন্যায়ে প্রজা পালন করিয়াছিলেন পরে তাঁহার লাম্পট্য দোষে প্রজারা হিন্দুস্থানের ও লাডাক দেশের রাজার সহিত ঐক্যবাক্য হইয়া তাঁহাকে [illegible] কারা বদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজা চন্দ্রদেব।

এই রাজ্য কালক্রমে চন্দ্রদেব নামক রাজার অধীন হয় কথিত আছে ঐ রাজা আপন ধার্ম্মিক সচিবের বিপক্ষের বাক্য শ্রবণ করণে তাঁহাকে নিরপরাধে নিহত করেন পরে মন্ত্রী আপন গুরুর প্রসাদাৎ পুনঃ সজীব হইয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রজাক্ষয় হয়।

রাজা মেঘবাহন।

মেঘবাহন নামক রাজা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ধর্ম্মবলে সসাগরা পৃথিবীর পতি হইয়া সাম্রাজ্য করিয়াছেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য।

অনন্তর অনপত্য হিরণ নামক রাজার মরণে মন্ত্রিগণ উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন তিনি কিয়ৎ কাল প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন করিয়া পরে মথুরাকান্ত নামক একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকে ঐ রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

ঐ রাজা অপুত্রক প্রযুক্ত প্রাচীনাবস্থায় নাগরকোটের রাজা পরবর সেনকে রাজ্য দান করিয়া বারাণসী গমন পূর্ব্বক তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা পরবর সেন।

রাজা পরবর সেন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীনগর স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি ধার্ম্মিক এবং এমত উদার দাতা ছিলেন যে কাশ্মীর দেশের একাদশ বর্ষের বার্ষিক করের তুল্যার্থ এক্ষণে রাজা মথুরাকান্তের নিকট বারাণসীতে বিতরণার্থ প্রেরণ করেন।

রাজা রত্ন দত্ত।

এতৎপরে রাজা রত্ন দত্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া বঙ্গদেশ জয় করেন, কথিত আছে তিনি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া অমাত্য গণের সহিত কিশতা-

শুয়রের নিকট চন্দ্রভাগা নদী তীরে এক গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। তদ্বিষয়ে তদ্দেশীয় লোকেরা নানা আশ্চর্য্য ইতিহাস কহিয়া থাকেন।

রাজা বালা দত্ত।

অনন্তর রাজা বালা দত্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজ্য বাড়াইয়াছিলেন।

রাজা চন্দ্রানন্দ।

তদনন্তর চন্দ্রানন্দ নামক রাজা ন্যায় বিচারে ও সাধু পালনে বিখ্যাত ছিলেন তৎসময়ে এক জন অধ্যাপককে তাহার প্রতি দোষী জনা এক ব্রাহ্মণ হনন করিয়াছিল কিন্তু কেহ সাক্ষী ছিল না তথাপি সন্দেহ প্রযুক্ত মৃত ব্যক্তির ব্রাহ্মণী রাজ সন্নিধানে অভিযোগ করিল, রাজা অপ্রাপ্ত সাক্ষ্যস্থলে বহু বিতর্কেও দোষ প্রমাণ করিতে না পারিয়া বিমর্ষ চিত্তে তিনদিন রাত্রি নিরাহারে ছিলেন, পরিশেষে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলেন শয়নকালে স্বপ্নে দৃষ্ট হইল যেন অনেক মহা পুরুষ আগত হইয়া কোন মন্ত্র উপদেশ করিয়া কহিলেন "তণ্ডুল চূর্ণ এই মন্ত্রে পূত করত ভূমিতে বিস্তার করিবা ও সন্দিগ্ধ ঘাতককে তদুপরি পাদবিহরণ করিতে কহিবা যদি পদ চতুষ্টয়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে অবশ্য জানিবা যে ঐ ব্যক্তি বধ করিয়াছে" নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা অবিলম্বে সভামধ্যে আসিয়া ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিলে ঐ তণ্ডুল চূর্ণের উপর পদাঙ্ক চতুষ্টয় দৃষ্ট হইল তৎকালে বিপ্রের দৈহিক দণ্ড কি প্রাণ দণ্ড ছিল না এতাবতা মৃতের লৌহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত প্রতপ্ত করিয়া ঘাতকের মস্তকে তদ্দ্বারা ব্রহ্ম হত্যার চিহ্ন দিয়া দেশ বহিষ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণীকে বৃত্তি দানে সন্তোষিত পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

রাজা ললিতা দত্ত।

কাশ্মীরের রাজা ললিতা দত্ত দান দয়া ও যুদ্ধবীর ছিলেন তিনি ভারত বর্ষ অধিকার করিয়া ইরান তুরান প্রভৃতি যবন রাজ্য অধিকা

করিয়াছিলেন, কথিত আছে তিনি উত্তর শ্রেণী পর্ব্বত ভ্রমণ সময় ... ঋষির কোপে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ছেন।

রাজা অশ্বানন্দ।

রাজা অশ্বানন্দ অত্যন্ত পরাক্রমী এবং দানশৌণ্ড ছিলেন তিনি একদা কাশীধামে একলক্ষ অশ্ব সজ্জীভূত করিয়া দক্ষিণা সহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণে দান করিয়াছিলেন।

রাজা অজয়ানন্দ।

রাজা অজয়ানন্দ পৃথিবীর বহুদূর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, যাজ্ঞ নামক তাহার শ্যালক ঐ সময় সেনাদিগকে ও দেশের প্রধানগণকে বশীভূত করত রাজ বিদ্রোহিতা করিয়া ছিল, রাজা আত্ম রক্ষার্থ বঙ্গ দেশে পলাইয়া যান, এবং তথা হইতে সৈন্য আনয়ন পূর্ব্বক বিপক্ষকে পরাভূত করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন।

রাজা ললিতানন্দ।

রাজা ললিতানন্দ অতি হীন বুদ্ধি এবং নীচ ও স্তাবক লোকের প্রিয় ছিলেন, তাঁহাকে সৎপথাবলম্বন করাইবার কারণ তাঁহার ধার্ম্মিক মন্ত্রী বহু যত্ন করিয়াছিলেন তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইয়া পরিণামে মন্ত্রী কার্য্যত্যাগ করিয়া যান।

রাজা শঙ্কর ধর্ম্মা।

রাজা শঙ্কর ধর্ম্মা পরাক্রম বিশিষ্ট ছিলেন তিনি গুজরাট সিন্ধু ও দক্ষিণ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, শ্রুতি আছে শেষ দশায় তিনি দুরাত্মা হন।

রাজা যশোগিরিদেব।

রাজা যশোগিরিদেব দয়া ধর্ম্মদান পরাক্রমাপেক্ষা তাঁহার বিচার নিষ্পত্তির প্রশংসা শ্রবণ করা যায়, কেবল সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা তিনি বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

রাজা সেনাদেব।

রাজা সেনাদেবকে কোন যাবনিক গ্রন্থে পাণ্ডুবংশ্য বলিয়া গণনা করিয়াছে ঐ রাজার সময়ে কান্দহারের যবনেরা ও তীব্বতের রাজা কাশ্মীরের প্রতি অত্যাচার করিয়া ছিলেন এই রাজার একজন সামীর নামক যবন ভৃত্য ছিল।

আনন্দ দেব।

রাজা আনন্দ দেব সিংহাসনাধিকারী হইয়া সামীর যবনকে প্রধান সচিব করিয়া তাহার স্থানে যবন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মরণের পর সামীর রাজমহিষীকে বিবাহ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হয়।

শুলতান সমশদ্দিন।

হিজিরি ৭৩২ সালে সামীর যবন রাজা হইয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া আপনাকে শুলতান সমশদ্দিন নামে বিখ্যাত করাইয়াছিলেন ঐ রাজা প্রজার ভূম্যুৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ রাজকর স্বরূপে গ্রহণ করিতেন।

শুলতান আলাহাদ্দিন।

শুলতান আলাহাদ্দিন অধীশ্বর হইয়া রাজ্য মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত করেন যে বৈধব্যাবস্থায় যে স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী হইবেন তিনি পতির সম্পত্ত্যধিকারিণী হইতে পারিবেন না।

শুলতান কোটবুদ্দিন।

এই যবন রাজা নির্দ্দয়তা সদয়তা স্বারাস্থ্যে মিশ্রিত হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করেন, তৎসময়ে কাশ্মীরে মীর সৈদ আলী হামাদানীর আগমন হয়।

শুলতান শাহাবুদ্দিন।

এই রাজা জ্ঞানী ও দাম্ভিক ছিলেন এবং বাহুবলে তীব্বত, নাগর কোট, ও অন্যান্য দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

শুলতান শেকন্দর।

এই রাজা অত্যন্ত দৃঢ় ধর্ম্মী ও হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষ্টা ছিলেন তিনি কাশ্মীরের প্রধান দেবমন্দির সমস্ত বিনষ্ট এবং পরাক্রম দ্বারা সহস্র২ প্রজাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছেন।

আলিশাহা।

আলিশাহা কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া পরে জানাল আবেদিনকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক মক্কায় যাত্রা করেন পথিমধ্যে তীর্থ যাত্রার সংকল্প বিকল্প হইবায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জানাল আবেদিনকে তাড়াইয়া দেন এবং তাহাকে বিনষ্ট করিতে পঞ্জাবে গমন করিয়া যুদ্ধকালে তাহার মৃত্যু দশাধার দর্শন করেন।

শুলতান জানাল আবেদিন।

শুলতান জানাল আবেদিন যবন জাতিয় রাজশ্রেণী মধ্যে মহা যশস্বী ছিলেন তিনি প্রজার ধন ধর্ম্ম দেবালয় নষ্ট করেন নাই, বরং প্রজার উপর যে শুল্ক অর্থাৎ মাসুল নিরূপণ ছিল তাহা এবং গোহত্যা নিবারণ করেন, উপঢৌকন ও দর্শনী মুদ্রাও লইতেন না মৎস্য মাংস ভোজন ও মদ্যপান করিতেন না ও প্রজাকেও করিতে দেন নাই, স্বরাজ্যের মধ্যে জীব হিংসা একদা রহিত করিয়াছিলেন, এবং তাহার নিজ পারসীয় কাশ্মীরীয় ও সংস্কৃত ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করেন, তাঁহার সভা পণ্ডিত মণ্ডিতা ছিল, ভিন্ন দেশীয় রাজারা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, কথিত আছে তিনি আত্মাকে স্বদেহ হইতে ভিন্ন শরীরে সংস্থাপন করিতে পারিতেন একারণ তন্নাম আউলীয়া অর্থাৎ মহাপুরুষ বিখ্যাত ছিল।

শুলতান হুসেন।

উক্ত রাজার মরণের পর শুলতান হুসেন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র দেশ লুণ্ঠন দ্বারা বিপ্লব করিয়াছিলেন।

ফতে শাহ্।

অনন্তর ফতে শাহা রাজ্যেশ্বর হইয়া ন্যায় রূপে প্রজা পালন করেন, তৎসময়ে ইরান দেশ হইতে শা কাশীম আনয়ারের শিষ্য একজন আগত হইল, যবন প্রজার মধ্যে নূর বক্সির ব্যবস্থা ও সিয়ার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

এতদনন্তর সুলতানের চৌক বংশীয় মহম্মদ শাহা রাজা হন এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া সুলতান এবরাহিম আবদাল সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অচিরকালের মধ্যেই দিল্লীশ্বর বাবরের দ্বারা তাড়িত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, অনন্তর নাজির শাহা বাবরের সৈন্য জয় করিয়া দেশাধিকার করেন, এবং তাঁহাকে দূরীকরণ পূর্ব্বক মহম্মদ শাহা ঐ দেশে পুনর্ব্বার আগত হয়েন, এমত সময়ে হোমাউন বাদশাহের লাহোরাধ্যক্ষ ঐ দেশ করস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু অত্যাচার করাতে একদা রাজ্যের প্রজারা অস্ত্রধারণ করিলে তাহাতে সমগ্র সৈন্যেরা পলায়িত হয়, হিজিরি ৯৩০ সালে কেশঘরের রাজা সুলতান সৈদ খাঁ দশ সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া ঐ দেশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন তাহার পর হিজিরি ৯৪৮ সালে হোমাউন বাদশাহ ঐ দেশ পুনর্জ্জয় করিয়া দিল্লী রাজ্যের অধীন করেন।

বাদশাহ আখবর শাহ্।

ইং ১৫৮৬ সালে তদ্দেশ আখবর বাদশাহ করায়ত্ত করেন তদবধি ঐ দেশ দিল্লীর অধীন ছিল, যৎকালে ঐ সিংহাসনের দৌর্ব্বল্যের উদয় হয় তৎকালে কাবলের তৈমুব বংশীয় আমদশাহ আবেদালি ঐ দেশ অধিকার করিয়া লন তদবধি ১৮০৯ সালপর্য্যন্ত ঐ দেশ কাবলের অধীন থাকে।

অনন্তর কাবলের বাদশাহ সুজাউলমুল্ক পদচ্যুত হইবায় ঐ সুবার কাশ্মীরের গবরনর আত্তীক খাঁ পরাধীনতার ভার স্কন্ধ হইতে অবরোহণ করণ পূর্ব্বক স্বাধীন রাজা হন, ইং ১৮১৬ সালে আফগানীয়েরা আখরাম খাঁ উজীরের অধীনে তদ্দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু অকৃতকার্য্য রূপে তিনি চলিয়া যান এমতে আজীম খাঁর আত্মাধীনতায় ১৮১৮ সাল অবধি ঐ রাজ্যের অবস্থিতি হইয়াছে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ।

ইংরাজী ১৮১৯ সালে রাজা রণজিৎ ঐ দেশ অধিকৃত করিয়া ক্রমশঃ তীব্বত দেশ অধিকার করেন পরে তাঁহার পরাক্রমি সৈন্যেরা মানস সরোবর ও তীব্বত রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক চীনীয় রাজ্যের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

ইংরাজী ১৮৪৬ সালের প্রথমে শীকেরা বৃটিস গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরাভূত হইলে জম্বু রাজ গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতাতে সন্ধি নির্ণয় হয়, তৎকালে পঞ্জাব রাজ্ঞী বৃটিস গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ ব্যয় দেড় কোটি টাকা প্রদানে অশক্তা হইলে জম্বু রাজের স্থানে পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করেন এবং ইংরাজ ও শীকরাজ্ঞীর সম্মতিক্রমে কাশ্মীর দেশ গোলাপ সিংহকে প্রদান করা যায়, অনন্তর ঐ রাজা কাশ্মীরের সদর নবাব সেখ ইমামুদ্দিনের প্রতিবন্ধকতায় সে বৎসর কাশ্মীর অধিকার করিতে পারেন নাই, পরে বৃটিস সৈন্যের সাহায্যে তৎপর বৎসরে সম্পূর্ণ রূপে অধিকারী হইয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছেন।

রাজকর বিষয়ক।

আওরঙ্গজেব বাদশাহ কাশ্মীরের রাজকীয় ব্যয় বাহুল্য রূপে নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক ৩২৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হইতেন ইং ১৭৮৩ সালে আফগানীয়েরা ২০০০০০০ বিশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন ইং ১৮০৯ সালে আমুদায় ৪৬২৬৩০০ মুদ্রা সংগৃহীত হইলে তন্মধ্যে রাজকীয় সৈন্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে [illegible] সহিত নির্দ্ধারণ হইয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক ১৫০০০০০ লক্ষ টাকা কাবোল দরবারে প্রেরিত হইত। তৎকালে সৈন্য ব্যয় বার্ষিক ৭০০০০০ লক্ষ টাকা ও দেবসেবা হিন্দু ও যবন তপস্বি দিগকে এবং নিকটস্থ পর্ব্বতীয় রাজা দিগকে ৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া যাইত. পরে শীক রাজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক ২৫০০০০ লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে রাজ্য খণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

পঞ্জাব দেশীয় নদ নদীর বিবরণ।

সিন্ধু নদ।

জম্বুদ্বীপের কোন্ স্থান হইতে সিন্ধু নদ উদ্ভূত তাহা এতাকালপর্য্যন্ত যথার্থ রূপে নিরূপণ হয় নাই, পারস দেশীয়েরা এবং আবুল ফজেল শঙ্খিনামা বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন ঐ নদ কাশ্মীর ও কেশঘরের মধ্যস্থ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী হইতে নির্গত হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য লোকেরা কহে ঐ নদের জন্মস্থল থাকাই পর্ব্বত, পরন্তু আধুনিক বা নব্য দিগ্‌দার্শনিকেরা অনুমান করেন ঐ নদ হিমালয় পর্ব্বতের কৈলাস শ্রেণীর উত্তরাংশ হইতে বহির্গত হইয়াছে, ঐ স্থান চীন দেশের গোরতপী নামক নগর হইতে বহুদূর নহে ঐ স্থানের অনতিদূরেই শতদ্রু নদের জন্মস্থান, ইদানীং নিশ্চয় উদ্দেশ হইয়াছে ক্ষুদ্র তীব্বত দেশ ব্যাপিয়া আগত হইয়া কাশ্মীর নগরের ঈশান ভাগে প্রায় অষ্টাহের পথ অন্তরে ভিন্ন এক নদীতে সঙ্গত হইয়া পুনর্ব্বার লাবায়ল নগরের কিয়দ্দূর অন্তরে দ্বিধারায় বিভিন্ন হয়, তাহার মুখধারা মহাসিন্ধু ও স্বল্পধারা ক্ষুদ্র সিন্ধু নামে বিখ্যাত, ঐ ক্ষুদ্র সিন্ধু কাশ্মীর দেশের দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া বিতস্তা নদীতে মিলিত হইয়াছে। মহাসিন্ধু তীব্বত দেশ হইতে পূর্ব্বগামী হইয়া প্রায় এক শত ক্রোশাগমন পূর্ব্বক মল্লাইস্থান প্রাপ্ত হয়, ঐ নদ গম্যপথের উভয় পার্শ্ব পর্ব্বতাবরুদ্ধ প্রযুক্ত অঙ্গ বিস্তার করিতে পারে নাই, তথা হইতে হিন্দু কোষ বা হিমালয় পর্ব্বতের নিম্ন শ্রেণী ব্যাপিয়া ২৫ ক্রোশ পূর্ব্বমুখে গিয়া কচ দেশের উপত্যকা মধ্যে পতিত হয়, ঐ স্থানে সমভূমি প্রাপ্ত হইয়া নদ এত দূর বিস্তৃত যে তন্মধ্যে অনেকানেক ক্ষুদ্র২ দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে, তথা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তরে তাহার সহিত কাবোলীয় নদীর সংযোগ হয়। অনন্তর সংকীর্ণ রূপে জলধারা অতি বেগে শোলেমান পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য ব্যাপিয়া চলিয়া গিয়াছে তথায় সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় বারি বেগে বীচি আন্দোলিত হইয়া

রান্তর রূপে শব্দায়মান আছে, সেই শব্দ বহু দূর হইতে শ্রবণ করা যায়, এবং যে স্থানীয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে কাণ্ ... এবং যে ... নীয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে বরফ গলিয়া পতিত হইতেছে তত্তৎস্থানে মত্ত ভয়ঙ্কর ঘূর্ণায়মান জলচক্র আছে যে তন্মধ্যে নৌকা পতিতা হইলে ক্ষণকালেই প্রবলাঘাতে ঘূর্ণায়মানা হইয়া যায়, জেলালি ও গামালি নামক দুই নীল পর্ব্বত নদ মধ্যে দণ্ডায়মান আছে, জনশ্রুতি দ্বারা শুনা যায় রসিনিয়া জাতির ধর্ম্মস্থাপক ধাস্তাধীশ্বর পিরতার কর যুগ্ম তনয়কে কোন এক সন্ন্যাসী অভিসম্পাত দ্বারা শিলা খণ্ড করিয়া জলে নিঃক্ষেপ করেন তাঁহারাই বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া স্থাবর দেহে জলে অবস্থিতি করিতেছেন।

উভয় তীরের ভূমির কাঠিন্য প্রযুক্ত অটকের নিকটে সিন্ধুনদ দূর বিস্তৃত নহে ঐস্থানের পরিসর পাঁচশত হস্তের কিঞ্চিদধিক হইবেক তথা হইতে ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও গভীর হইয়া গিয়াছে, অটক হইতে ... ক্রোশ অন্তর নীল আবনাম নগরের নিকটে ঐ নদের এমত সংকীর্ণ বিস্তারতা যে হস্ত নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড পূর্ব্ব পার হইতে অন্য তীরে যায়।

নীল আব হইতে কালাবাগ পর্য্যন্ত পর্ব্বতাবরোধ প্রযুক্ত ঘূর্ণা ... ভিতে বহু দূরে সমভূমি প্রাপ্ত হইয়া উত্তরাভিমুখে অঙ্গ বিস্তার করিতেং চলিয়া গিয়াছে, অটক নগরের কিয়দ্দূরান্তরে সিন্ধুনদের সহিত কএকটা সামান্য সরিতের সংযোগ হইয়াছে এবং কাগাওয়ালা স্থানে কুড়ম নামে বৃহন্নদী তাহাতে মিলিতা হয় ঐ নদীর যোগে সিন্ধু বৃহদঙ্গ হইয়াছে দামুন দেশীয় প্রজারা খাল খনন রূপে ঐ নদের জল আনয়ন পূর্ব্বক কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কাহারি ঘাটের কিয়দ্দূর পরে সিন্ধু নদ হইতে কএকটা শাখা নদী বহির্গতা হইয়া অন্য দিগে গিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত ঐ স্থান হইতে নদ পুনর্ব্বার অঙ্গ সংকীর্ণ ভাবে নিম্নতীর হইয়া কতক দূর গিয়াছে ঐ দেশে উভয় তীরের উচ্চতা বিরহ প্রযুক্ত বর্ষেং বর্ষা সময়ে জলপ্লাবন হইয়া ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়, পরে পঞ্জাবের পঞ্চনদী সহিত সিন্ধুর সঙ্গম প্রযুক্ত পুনর্ব্বার গুরুতর অঙ্গ গৌরব হইয়া বিলোচি ও সিন্ধুদেশ ব্যাপিয়া

দক্ষিণ সমুদ্রে পতিত হইয়াছে; যে স্থানে পঞ্চনদী সিন্ধু নদে মিলিয়াছে ঐ স্থান মহাতীর্থরূপে কথিত তাহা মিতন্দা কোট হইতে ৩৫ ক্রোশ অন্তর।

লাহোর বন্দরের নিকট ঐ নদের দুই ক্রোশ পরিসর এবং বিরাজি বন্দরের সান্নিধ্য ৪।৷০ ক্রোশের ন্যূন নহে। ঐ নদ পঞ্জাব ও কাবোল দেশের মধ্যে প্রধান অন্যান্য সরিৎ সকলকে ইহার শাখা স্বরূপে গণনা করা যায়, ঐ নদের জল গঙ্গাজল তুল্য নির্ম্মল ও স্বাস্থ্য প্রদ, ঐ নদের উপদ্বীপ মধ্যে সিন্ধু দেশের রাজধানী হয়দরাবাদ স্থাপিত আছে, ঐ নদ হিন্দুস্থান রাজ্যের সীমান্ত গামী, তাহার পরপারে যবনাধিকার প্রযুক্ত হিন্দুদিগকে তাহা পারোত্তীর্ণ হইতে নিষেধ আছে, ফলত যেমত কর্ম্মনাশার বারিস্পর্শ করণে, করতোয়ায় স্নানাবগাহনে ও গণ্ডকীনদী সন্তরণে শাস্ত্রে বিধিনাই তদ্বৎ নহে, পূর্ব্বে ঐ নদের পর পার কান্দহার পেসোয়র প্রভৃতি স্থানে হিন্দু জাতির বাস ছিল কালে যবনাক্রান্ত হইয়াছে ঐ নদ আপন জন্মস্থান হইতে বক্র ও ঋজুগতি দ্বারা অন্যূন নয়শত ক্রোশ যাইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। হিমালয় হইতে সিংহমুখ দ্বারে জল নিঃসৃত হয় তজ্জন্য উক্ত নদ সিংহাপনামে প্রসিদ্ধ।

বিতস্তা নদী।

বিতস্তা বা ইন্দ্রাণী নদীর যাবনিক নাম জিলম, ঐ নদী কাশ্মীর দেশের ঈশান কোণস্থ পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা হইয়া কাশ্মীর নগরের পশ্চিমাংশ অলর হ্রদে উৎপন্না অন্য সরিত্তের সহিত মিলিয়া শ্রীনগরের মধ্যস্থল ব্যাপিয়া আগতা হয়, তথা হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে তাহার সহিত ক্ষুদ্র সিন্ধুর যোগ হইয়াছে, গমন সময়ে কএকটা ক্ষুদ্র তটিনীকে ক্রোড় গত করিয়া পুনর্ব্বার মুজপ্ফরাবাদ নগরের দুই ক্রোশ অন্তরে কৃষ্ণগঙ্গা নাম্নী পুণ্যবাহিনী সরিৎ সহিত আলিঙ্গিতা হইয়া দক্ষিণাংশে জিলম নগরের নিকট ব্যাপিয়া গুরুতর বেগে ২২৫ ক্রোশ গমন পূর্ব্বক মূলতান হইতে ৫০ ক্রোশান্তরে ত্রিমু ঘাট নামক স্থানে চুনাব অর্থাৎ চন্দ্রভাগা নদীতে পতিতা হইয়াছে, ঐ নদীর বিস্তার কোন

স্থানে ১২০০ হস্তের অধিক নাই, গ্রীষ্ম সময়ে ঐ নদীতে জলের অল্পতা ঘটে না, পরে ঐ উভয় নদী এক ধারায় আগতা হইয়া ফজলসা আমোদপুরের নিকট রাবী অর্থাৎ ঐরাবতী নদীর সহিত এক যোগে পুনর্ব্বার মূলতানের নিকটে সিদ্ধিবকরি স্থানে গোরা নদীর সহিত সঙ্গতা হইয়াছে, শতদ্রু এবং বিপাশা এতদুভয় এক ধারা হইয়া গোরা নদী নামে প্রসিদ্ধ, এতদ্রূপে পঞ্জাবের পঞ্চ নদী এক ধারায় মূলতান হইতে ৬২ ক্রোশ ও ভাওয়ালপুর হইতে ৩০ ক্রোশান্তরে মিতন্দা কোটের নিকট ব্যাপিয়া সিন্ধু নদে পতিতা হইয়াছে ঐ স্থান পঞ্চনদ নামে আখ্যাত।

ঐরাবতী নদী।

ঐরাবতী নদীর নবাভিধান রাবীনদী, এপর্য্যন্ত ঐ নদীর জন্মস্থান যথার্থ রূপে উদ্দেশ করা যায় নাই, কথিত আছে হিমালয় শ্রেণী কলুদেশস্থ পর্ব্বতের মহাদেব কুণ্ড হইতে ঐ নদী নির্গতা হইয়া দুর্গমা রূপে দ্রুত গমনে রাজপুরের প্রান্তরে পতিতা হয় ইতঃপূর্ব্বে তথা হইতে এক কৃত্রিম খাতের দ্বারা ঐ নদীর জল চত্তারিংশৎ ক্রোশ পর্য্যন্ত আনীতা হইয়া লাহোর নগরের নিকট পুনর্ব্বার ঐ নদীতে সংযোগ হইত এক্ষণে ঐ খাস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ঐ নদী নৈঋতাংশে লাহোর পর্য্যন্ত আগতা হইয়া তথা হইতে ক্রমে পশ্চিমাংশে গমন পূর্ব্বক আমোদপুরের নিকট চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর সহিত সংযোগ করিয়াছে ঐ স্থান মূলতান হইতে ২০ ক্রোশান্তর, ঐ নদীর বিস্তারতা ৭৫০ হস্তের অধিক নহে এবং গ্রীষ্ম সময়ে অনেক স্থানে লোকেরা পদব্রজে পারোত্তীর্ণ হয়, ঐ নদী স্বকীয় জন্মস্থান হইতে দুই শত নব্বতি ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবের নদী চতুষ্টয়ের যোগে সিন্ধু নদে মিলিতা হইয়াছে।

চন্দ্রভাগা নদী।

চন্দ্রভাগা নদী চুনাব নামে বিখ্যাতা, ঐ নদী হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ শ্রেণী হইতে উদ্ভূতা হইয়া কাশ্মীর দেশের অগ্নিকোণ কিশতাওয়ার রাজ্যের আলপাইন প্রদেশ ব্যাপিয়া মহাবেগে গমনে ত্রিমুঘাটের

সন্নিকৃষ্টে বিতস্তা নদীতে পতিতা হইয়াছে, ইংরাজী ১৫৮২ স আবল ফজেল কৈফিয়ৎ লিখিয়াছেন চন্দ্রভাগা নদী জন্ম ভূমি হই দ্বিধারায় বহির্গতা হইয়া এক ধারা চন্দ্র দ্বিতীয় ধারা ভাগা নামে প্রসি আছে ঐ দ্বিধারায় পুনর্যোগ হইবায় চন্দ্রভাগা নাম ধারণ করিয়া ঐ নদী দিলালিপুর, দুন্দিয়া ও হাজরা দেশ হইয়া গিয়াছে, এ পঞ্জাবের অন্য নদী চতুষ্টয়ের সহিত এক যোগে সিন্ধু নদেতে পতি হইয়াছে ঐ স্থান ঐ নদীর জন্মস্থান হইতে ৩২৫ ক্রোশ দূর হইবে, নদীর উভয় তীর অতি নিম্ন অরণ্যময় তাহার বাহুল্য পরিসর ত্রিপ ক্রোশের অধিক এই ঐ নদীকে চন্দ্রসরিৎ বলিয়াও কোন২ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, যে স্থানে বিতস্তার সহিত ঐ নদীর সঙ্গম হইয়া তৎস্থানীয় জলের আশ্চর্য্য আবর্ত্তগতি উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বিবরণ গ্রীক যবন গ্রন্থকারেরা বাহুল্য রূপে লিখিয়াছেন।

বিপাশা নদী

বিপাশা নদী বিয়া নামে বিখ্যাতা, ঐ নদী সুলতানপুর পরগণা কলু [illegible] উপত্যকা মধ্যে আবাইকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ যে হ্রদ আছে তথা হইতে বাহির্গতা হইয়া দ্বিধারায় বিভক্তা হয় তাহার প্রথম ধারা ব্যাস গঙ্গা ও দ্বিতীয় ধারা বাণ গঙ্গা নামে কথিতা আছে, ইহার এক ধারা কোট কাঙ্গরার নিকট হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ও অপর ধারা উত্তর পশ্চিমাংশে আগতা হইয়া হরিপুর নামক স্থানে পুনর্যুক্তা হইয়াছে উক্ত দুই স্রোতের মধ্যবর্ত্তি কোটকাঙ্গরা উপদ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হয়, ঐ নদী অতি বেগবতী ও তাহার দক্ষিণ তীর অতি উচ্চ এবং সহস্র হস্তের অধিক পরিসর নহে, শীত গ্রীষ্ম সময়ে ঐ নদীতে জলের অল্পতা প্রযুক্ত লোকেরা পদব্রজে পারাপার হয়, ঐ নদী গর্ত্তে স্থানে২ চোরা-বালি ও দলদলি আছে, ঐ নদী হড়কি গ্রামের নিকট শতদ্রুর সহিত মি-লিতা হইয়াছে ঐ স্থানে উভয় নদ নদীর তুল্যানুতুল্য পরিসর জ্ঞান হয়, এতদুভয় নদ নদী স্বীয়২ জন্মস্থান হইতে প্রায় ৭৫ ক্রোশ আগমন পূর্ব্বক এক যুক্ত হইয়া গোরানদী নামে খ্যাতি পাইয়াছে এবং তথা হইতে

য় ৪৬ ক্রোশান্তরে চন্দ্রভাগা বিতস্তা ও ঐরাবতীর সহিত আলিঙ্গন হইয়াছে।

শতদ্রু নদ।

কথিত আছে যে শতদ্রু নদ মানস সরোবর হইতে বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু যৎকালে মেং মুরক্রাফ্ট সাহেব উক্ত সরোবর দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তৎকালে তিনি সরোবরের পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর এই তিন দিগ্‌ ভ্রমণ পূর্ব্বক তাহা হইতে কোন নদী নির্গতা হইতে দেখেন নাই কেবল শুনিয়াছেন নৈঋত কোণে শতদ্রু নদ বহির্গত হইয়াছে ঐ স্থান অগম্যত্ব প্রযুক্ত দর্শন করিতে পারেন নাই এবং আবল ফজেল কহি লিখিয়াছেন হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চ শ্রেণী ঘিলুর স্থান হইতে ঐ নদের উদ্ভব হয়। ঐ নদতীরে কল্লোর লুধিয়ানা রূপর প্রভৃতি গ্রাম আছে। হিন্দুস্থানের উত্তর পর্ব্বত শ্রেণী হইতে যেং নদ নদী নির্গতা হইয়াছে তন্মধ্যে ঐ নদ প্রধান, ঐ নদের বিস্তারতা ৫০০ হস্তের অধিক নহে কিন্তু গভীরতা অধিক, যে স্থানে বিপাশার সহিত ঐ নদের সংযোগ হইয়াছে ঐ স্থান মানস সরোবর হইতে ২৫০ ক্রোশ দূর হইবে কিন্তু হিমাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী হইতে ঐ স্থান ৭৫ ক্রোশের অধিক নহে, এবং তথা হইতে যে স্থানে সিন্ধু নদে পতিত হয় তাহাও ২৫০ ক্রোশ। লুধিয়ানা হইতে বিলাসপুর পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে ঐ নদে আর কএকটা ক্ষুদ্র স্রোতের সংযোগ হইয়াছে শীত গ্রীষ্ম সময়ে ঐ নদে জলের অল্পতা নাই, হরকির নিকটে শতদ্রুর সহিত বিপাশার সঙ্গম হইয়াছে ঐ স্থান ফিরোজপুর হইতে অধিক দূর নহে।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে রাজ্যখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

কাবোলরাজ্য।

পুরাকালে কাবোল রাজ্য কাশ্মীরের অধীন ও হিন্দুস্থানের মধ্যে পরিগণিত ছিল কাবোলের শেষ হিন্দুরাজা রণভাল রায়ের অবসান অবধি তদ্রাজ্য যবন জাতির অধিকৃত হয় তাহার পর চিধুয়ের

রাজবংশীয় অপানাম (?) বিখ্যাত সেনাপতি তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তদনন্তর তদ্দেশ হিন্দু রাজারা পুনর্ব্বার অধিকার করিতে পারেন নাই। এই রাজ্যের দীর্ঘতা সিন্ধু নদ তীরাবধি হিন্দুকোহ পর্য্যন্ত ১৫০ ক্রোশ আয়তন। এই রাজ্যের পূর্ব্ব ভাগ হিন্দুস্থানের সীমা, পশ্চিম উত্তরাংশে গোর জাতির বাসস্থানীয় পর্ব্বত শ্রেণী, উত্তরে হিন্দুকোহ ও বাদাকস্থান এবং দক্ষিণ দিগে কারমেন ও নগজ স্থান। এই দেশ পর্ব্বতাবলী ব্যাপ্ত বিশেষতঃ তচ্চতুর্দ্দিগে দুর্গম পর্ব্বতাবরোধ বশতঃ দুরাক্রম্য প্রযুক্ত প্রজারা ভিন্ন দেশীয় আক্রামকের ভয়ে নিঃশঙ্ক, এতদ্দেশীয় যবন প্রজারা বিবিধ শ্রেণী বিভক্ত, শুনা যায় তাহারদিগের বিখ্যাত বীর পুরুষ আফগান নামক ব্যক্তির তিন পুত্র, শুরিন, গোরগস্তি ও তাদিন হইতে শেরবিনি, গোরগস্তি ও তবিনী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তন্তাবৎ জাতি আফগান নামে বিখ্যাত, কথিত আছে মতবালি গোবির তিন পুত্র গিলজি, লুধি ও শিউযানি হইতে তত্তন্নামে প্রসিদ্ধ জাতিত্রয় সৃষ্টি হইয়াছে।

এতদ্রাজ্যের বায়ু বারি হিম প্রধানক রাজ্যের প্রজাপক্ষে স্বাস্থ্যজনক, উষ্ণদেশীয় লোকের পক্ষে গুরুতর ক্লেশকর, এতদ্দেশীয় পর্ব্বতের পথ শীত ঋতু সময়ে ঘনীভূত নীহারে অবরুদ্ধ রহে, এতদ্দেশীয় প্রজার অধিকাংশ দুরাচার নির্দ্দয়, প্রায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা কাল যাপন করিয়া থাকে উক্ত দেশীয় পূর্ব্ব রাজারা হিন্দুস্থান আক্রমণ পূর্ব্বক ধন লুণ্ঠন করত স্বদেশ বর্দ্ধিষ্ণু ও ঐশ্বর্য্যশালী করিযাছিল, এতদ্দেশে নানা প্রকার স্বাদুফল বিশেষতঃ খরমুজ নির্ব্বীজ দাড়িম্ব যাহা বেদানা নামে প্রসিদ্ধ আঙ্গুর ও দ্রাক্ষা প্রভৃতি এবং নানা জাতি কুসুমোৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে হিন্দুস্থান হইতে কাবোল গমনীয় যে ছয় পথ ছিল ইদানীং তন্মধ্যে, খৈবুর ও বোলান নামক পর্ব্বতীয় দুই পথ সচল আছে, কিন্তু খোরাসান ও কান্দহার হইতে কাবোলীয় গন্তব্য পথে পর্ব্বতের প্রতিরোধ নাই, এই রাজ্য ভারতবর্ষের সিংহদ্বার স্বরূপ, তাহা সুরক্ষিত হইলে অন্যং বর্ষের পরাক্রান্ত রাজারা হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

কাবোল নগর।

এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কাবোল নগর দৃঢ়তর মৃত্তিকার প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, মধ্যে রাজাদিগের মণ্ডল বালা হিসার নামে প্রসিদ্ধ, তদন্তর্গত রাজবাটী ও যবন দিগের ভগ্ন ভিন্ন বালাট্টালিকা আছে, এতন্নগরের নিকট শাহা কাবোল নামক পর্ব্বতের উপরিভাগে তন্নাম বিশিষ্ট কোন প্রাচীন রাজার রাজধানী ছিল অদ্যাপি তন্নগরের ভগ্ন চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়, সেই পূর্ব্ব নগরের নামানুসারে বিদ্যমান নগরের নাম কাবোল হইয়াছে, এক্ষণে ঐ পর্ব্বতাগ্রভাগে আরক নামক এক ক্ষুদ্র নগর ও তলভূমিতে সুদৃশ্য নানা পুষ্পোদ্যান বর্ত্তমান আছে, তন্নিকট ব্যাপিয়া দুইটা পর্ব্বতীয় তটিনী এতন্নগরের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরগামিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, বারম্বার যুদ্ধ বিগ্রহে এতন্নগরীয় ঐশ্বর্য্য শোভা ও প্রেক্ষাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

পেসোয়র নগর।

পেসোয়র নগর ও তদধীন ভূপ্রদেশ কাবোল রাজ্যের এক দেশ রূপে পূর্ব্বাপর পরিগণিত আছে, ঐ জনপদ কাবোলের ন্যায় পর্ব্বত যুক্ত নহে, ভূমির সমতা প্রযুক্ত তদ্দেশে কৃষিকার্য্য বিশিষ্ট রূপে পরি চালিত হয়, দোরানী বংশীয় তৈমুর রাজকুলের গৃহ বিবাদ সময়ে ঐ রাজ্য মহারাজ রণজিৎ সিংহ অধিকার করিয়া লন, সেই বিবাদের সঞ্চারে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগান জাতির যুদ্ধ ঘটনা হয়।

কাবোলের যুদ্ধ বৃত্তান্ত।

ইং ১৮০৯ সালে কাবোলের সিংহাসনাধিকারি শাহা সুজা উল মুল্কের অমাত্য মামুদ শাহা তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহার পর কাবোলের করদ সির দারেরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তিনি পরাভূত হইয়া হীরাট নগরে আশ্রয় লইয়া রহেন, ঐ আত্মদাহি ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল, ঐ কালের মধ্যে শাহা সুজা শীক রাজের নিকট হইতে সপরিবারে লুধিয়ানায় আসিয়া বৃটিস্যাশ্রয়ে রহিলেন। সন১৮২৪ সালে আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর

সর্ব্বতোভাবে কাবোলাধিকারিত্বে স্থিরতর হইয়া স্বজাতির মধ্যে প্রণয় স্থাপন পুরঃসর ১৮৩৪ সালে যাবতীয় যবন জাতিকে শীক জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাইয়া পেসোয়র আক্রমণার্থ অগ্রসর হইয়া পৈথবুর পর্ব্বতের নিকট পঞ্চবিংশতি সহস্র শীক সৈন্য দ্বারা পরাভূত ও তাড়িত হন। তদবধি শীক জাতির সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকিয়া ও বারম্বার যুদ্ধ করিয়া অভীষ্ট লাভে অকৃত কার্য্য রহিলেন, যখন শীকেরা কাবোল রাজ্য আক্রমণ সংকল্পে মহোদ্যম করিলেন তখন তিনি সংত্রস্ত হইয়া পারসীয়া ও রুষীয়ার রাজ দরবারে সাহায্য প্রার্থনায় পত্র লিখিলেন এবং ১৮৩৬ সালের মে মাসের প্রথম দিবসে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট তদর্থে পত্র পাঠাইলেন তদনুসারে ভারতবর্ষের গবরনর জেনেরল শ্রীযুত লার্ড আকলণ্ড বাহাদুর শ্রীযুত কাপ্তান এ, বরন্স সাহেবকে দৌত্য কর্ম্মে নিয়োগ করত কাবোলে পাঠাইয়া দেন।

অনন্তর হিন্দুস্থান আক্রমণাভিপ্রায়ে পারসীয়ার সৈন্যেরা রুষীয়া সেনাপতির অধীনে হিরাট নগরের সম্মুখবর্ত্তী হয়, তৎকালে হিরাটাধ্যক্ষ সাহামামুদের পুত্র সাহা কামারণের সাহায্যার্থ শ্রীযুত মেং পটিঞ্জর সাহেব উক্ত নগরে প্রেরিত হন, ঐ সময়ে রুষীয়ার রাজদূত মেং বিকাবিক সাহেব কাবোলে উপস্থিত হইলে আমীর দোস্ত মহম্মদ কৌশল ক্রমে পারসীয়া সৈন্যের হিন্দুস্থান আক্রমণ প্রতিরোধার্থ সৈন্য ব্যয় বলিয়া শ্রীযুত মেং বরন্স সাহেবের স্থানে তিন লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করাতে সাহেব ধন দানে অশক্ত বিধায় ১৮৩৮ সালের ২৬ এপ্রেলে কাবোল হইতে উঠিয়া আইসেন।

তদনন্তর মেং পটিঞ্জর সাহেব বুদ্ধি কৌশলে হিরাটের অল্প সৈন্য কর্ত্তৃক দুর্ভিক্ষ ও পীড়ায় উপক্রুত পারসীয়া সৈন্যকে পরাভব করিয়া তাড়াইয়া দেন ইতিমধ্যে রুষীয়ার রাজচর কাবোল হইতে কান্দহার আগমন কালে অনুদ্দেশ হন, কথিত আছে ঐ সাহেব স্বানুজীবি জনের সহিত যবন দস্যু হস্তে নিহত হইয়াছেন।

ইতঃ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের গবরনর জেনেরল বাহাদুর রুষীয়া ও পারসীয়া সৈন্যের হিন্দুস্থান আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত কাপ্তেন আলবরণ সাহেব ও শ্রীযুত উইলেম মেকনাটন সাহেবকে লাহোর

[illegible]বারে পাঠাইয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত সুদৃঢ় রূপে সন্ধি নির্বন্ধ করাইলেন এবং শ্রীযুত বরন্স সাহেব কাবোল হইতে প্রত্যাগমন কালে ফরাসিস সেনানীগণের সহযোগে উক্ত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাবোলাধিকার করণীয় ভাবি প্রস্তাব করিয়া আইসেন ও ঐ বৎসর জুলাই মাসের মধ্যে সিমলা পর্ব্বতে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সমীপস্থ হইয়া আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত্যাবগত করাইয়া ক্রোধোৎপাদক প্রবোচনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে কাবোলাধিকার করণাভিলাষ রূপ স্বকীয় ও স্বজাতীয় গণের মৃত্যু বীজ বপন করিলেন এবং শ্রীযুত মেকনাটন সাহেবের পরিপোষকতায় সাহাসুজার সহায্যার্থ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর সৈন্য সংগ্রহ কারণ ১৮৩৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তৎসময় কালে ভারতবর্ষের প্রধান সেনানীত্ব পদে শ্রীযুত সর হেনিরি ফেন সাহেব নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এতদ্বিষয়ে প্রথমতঃ অসম্মত থাকিয়াও পরে অগত্যা নানা স্থানীয় সৈন্যগণকে আহ্বান করিলেন. অনন্তর মন্তব্য হইল বোম্বাই ও বঙ্গ প্রদেশীয় দ্বাদশ সহস্র সৈন্য শ্রীযুত সরজান কেনি সাহেবের আজ্ঞাধীন সিন্ধু দেশীয় স্বীকার পুরের পথে বোলানপাশ লঙ্ঘন করিয়া কান্দহারে প্রেরিত হউক এবং শ্রীযুত সাহাসুজার সহিত দশ সহস্র সৈন্য ভিন্ন পথে উক্ত রাজ্যে যাউক, জেনেরেল ডঙ্কেন সাহেবের সমভিব্যাহারে পঞ্চ সহস্র ও মেং ওয়াড সাহেবের সহিত ছয় সহস্র শীক সেনা ও তাহারদিগের সহকারি ষোড়শ সহস্র শীক সেনা খৈবুরপাশ পার হইয়া কাবোলে যাত্রা করুক, এবম্প্রকারে জেনেরেল নট সাহেব প্রভৃতি রণদক্ষ সেনাপতি দিগের অধীনে অন্যূন ষষ্ঠি সহস্র বৃটিস ও শীক সেনাগণ কাবোল কান্দহার যাত্রা করিল এবং গমন কালে তাহারা বিবিধ দৈব বিড়ম্বনায় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

শ্রীযুত মেং কেনি সাহেবের অধীনস্থ সৈন্যেরা সিন্ধু দেশীয় আমীর দিগের দ্বারা উপদিষ্ট প্রায় সপ্তদশ সহস্র বিলোচি দস্যু দ্বারা বারম্বার উৎকৃত ও হৃতদ্রব্য হন, আমীরেরা অঙ্গীকৃত মিত্রত্ব ব্যবহার না করিয়া বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবম্বিধায় সৈন্যেরা ক্লিষ্ট ও খাদ্য-

ভাবে কুশল সহিত হইয়া সমস্ত পথ বিলোচি জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেং চলিয়া গেল. অগ্রগামি বঙ্গদেশীয় সৈন্যেরা ২৬ এপ্রেল এবং বোম্বাই সৈন্যেরা শ্রীযুত কেনি সাহেবের সহিত ৪ মে প্রাতে কান্দহারে উপস্থিত হয়। তদনন্তর কাপ্তেন শ্রী কলি সাহেব ও সাহাসুজার সেনাপতি কাপ্তেন এণ্ডরসন সাহেব বোলানপাশ উত্তীর্ণ সময়ে বিলোচিদিগের দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া ও তৎপশ্চাৎ সাহাসুজা স্বসৈন্য সহিত কান্দহারে পঁহুছিলেন, ঐ কালে কান্দহারের প্রান্তরে সমুদায়ে পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য একত্র হয়। আত্ম শঙ্কা বশতঃ কান্দহারাধ্যক্ষ স্বপরিবার ও অত্যল্প স্বানুচর সহিত কান্দহার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক গিরিস্থ দুর্গে লুক্কায়িত হয়েন, সুতরাং বৃটিস সৈন্যেরা বিনাযুদ্ধে নগরাধিকার পূর্ব্বক দুর্গশৃঙ্গে জয় পতাকা উড্ডীয়মানা করিল।

গজনেন নগরাধিকার।

অনন্তর কান্দহার অধিকার পূর্ব্বক শ্রীযুত সে. কেনি সাহেব স্বসৈন্য সহিত ৭ জুলাই গজনেন নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ২১ জুলাই তথায় উপস্থিত হন ঐ নগর কান্দহার হইতে ১১২ ক্রোশ অন্তর, ঐ নগরের প্রাচীর এমত সুদৃঢ় রূপে গ্রথিত ও প্রশস্তভিত্তিযুক্ত ছিল যাহা ভেদ করা ভিত্তিভেদক তোপ ব্যতিরেকে অসাধ্য জ্ঞান হইল। কিন্তু উক্ত সাহেব বৃহত্তোপ কান্দহারে রাখিয়া আইলেন এমতে মন্ত্রণা পূর্ব্বক নগরের দিল্লী নামক সিংহদ্বার পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন পূর্ব্বক বারুদের দ্বারা দ্বার ভঙ্গ করিয়া দেন ও তৎক্ষণাৎ বৃটিস সেনারা নগরে প্রবিষ্ট হয়, তাহারদিগের গত্যবরোধার্থ দুর্গস্থ সৈন্যেরা ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল ঐ কালে শ্রীযুত মেষ্টর সেল সাহেব বিপক্ষ কর্ত্তৃক গুরুতর রূপে আহত হন, এই যুদ্ধে সপ্তদশ জন বৃটিস সৈন্য নিহত ও এক শত সত্তর জন অস্ত্রাঘাতী হয় কিন্তু বিপক্ষের এক সহস্র সৈন্য নিহত, পঞ্চদশ শত সংখ্যক আহত এবং ষোল শত সেনা ধৃত হইয়াছিল। অনন্তর গজনেনের গবর্নর্ দোস্ত মহম্মদের পুত্র হয়দর মহম্মদ নগরের অন্তরস্থ প্রস্তরময় দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত যুদ্ধানন্তর পরিশেষে সপরিবারে ধৃত হয়েন। এই যুদ্ধে সেনারা একদা বীরত্ব ও সুশীলত্ব প্রকাশ

করিয়া দুর্গাধিকারের পর নগর লুণ্ঠন অথবা অবলা নারীকে কিছু মাত্র অপমান করে নাই।

নগরাধিকার কালে আমির দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর খাঁ আপন ভ্রাতার সহায়তার্থে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নগরের সমীপবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধের জয় পরাজয় সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিলেন, পরদিন প্রাতে নগরাধিকার ও তাঁহার ভ্রাতার বন্ধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাবোলাভিমুখে পলায়ন করিলেন, ঐ সময়ে সাহাসুজার সৈন্যেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া কতক উষ্ট্র ঘোটক অস্ত্র এবং যুদ্ধাস্ত্র সমূহ কাড়িয়া লয়, এতদন্তে কাপ্তান ওবেড় সাহেব দশ সহস্র শীক সৈন্য লইয়া পেশোয়ার হইতে পরাক্রম পূর্ব্বক খৈবর পথ উত্তীর্ণ হইয়া জালালাবাদে উপস্থিত হন তৎকালে ঐ নগরে আথবর মহম্মদ ২৫০০ সৈন্য সহিত যুদ্ধ করণাভিলাষে উপস্থিত ছিলেন তিনি গজনেন নগরাধিকার সংবাদ প্রাপ্তে অবিলম্বে কাবোলে যাত্রা করিলেন এবং শীকেরা তাঁহার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতেং তৎপশ্চাৎ কাবোল পর্য্যন্ত চলিয়া গে

কাবোলাধিকার।

৩০ জুলাই শ্রীযুত কেনি সাহেব স্বসৈন্য সহিত শ্রীযুত শাহাসুজাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গজনেন নগর হইতে কাবোলে যাত্রা করিলেন কিন্তু গন্তব্য নগরে তাঁহার উপস্থিতির অব্যবহিত পূর্ব্বে আফগানীয় সরদারেরা দোস্ত মহম্মদের সহিত কলহ করিয়া স্বীয়২ সৈন্য লইয়া নানাদিগে চলিয়া যায়, এবম্প্রকারে আমীর ক্ষীণবল হইয়া সপরিবারে নগর হইতে পলায়ন করিলেন, বৃটিস সৈন্যেরা ও আগামী তথায় উপস্থিত হইয়া বিনা বিবাদে নগরাধিকার করিয়া লয়, তদনন্তর সাহাসুজা স্বদেশীয় ও বিজাতীয় বান্ধবগণে পরিবৃত ও উৎসবান্বিত হইয়া পৈতৃক সিংহাসনোপবেশন করিয়া চিরাভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

শ্রীযুত কেনি সাহেবের ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন।

কাবোলাধিকার করণের অব্যবহিত পরে শ্রীযুত কেনি সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন তৎপশ্চাৎ, শ্রী

সৈন্যেরা রণজিৎ সিংহের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তে পঞ্জাবে আগমন করিল; তদ্দৃষ্টে কাবোলের গিলজি জাতিরা দোস্ত মহম্মদের সাহায্যার্থে নানা স্থানে বৃটিস সেনার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল কিন্তু সম্মুখ সংগ্রামে এক দিবসের নিমিত্তেও জয়ী হইতে পারে নাই, পরিশেষে আমীর দোস্ত মহম্মদ অবনত রূপে উষ্ট্র বিক্রেতার বেশ ধারণ পূর্ব্বক ১৮৪০ সালের ৩ নবেম্বর সায়ংকালে স্বয়ং শ্রীযুত মেকনাটেন সাহেবের পার্শ্বাপন্ন হইয়া করস্থ অস্ত্রার্পণ পূর্ব্বক শরণাগত হইলেন এবং প্রশংসিত সাহেব তাঁহাকে সমাদর সহিত সন্নিকটে রাখিয়া ১২ নবেম্বরে তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন তিনি সপরিবারে ভারতবর্ষের মধ্যে মসূরিস্থানে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহিতা।

প্রথমতঃ আফগান জাতিরা শ্রীযুত জেনেরল সেল ও মেং ডেনি সাহেবের প্রবল শাসনে বিশেষতঃ কিলাতের দুর্গাধিকার করণে বশীভূত হয় পরে শাহসুজাকে ক্ষীণ বীর্য্য ও হীনপ্রভ দর্শনে এবং মেং মেকনাটেন ও বরন্স সাহেবের অত্যল্প সতর্কতায় ঐ জাতিরা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিরুদ্ধাচারী হয়, ১৮৪১ সালে দোস্ত মহম্মদের বড় পুত্র আখবর মহম্মদ সংগোপনে স্বদেশীয় যাবতীয় প্রধানগণের ও সিন্ধু দেশীয় আমীর সের মহম্মদের সহিত মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র করিলেন যদ্যপি শ্রীযুত মেজর পটিঙ্গর সাহেব সোপান পাইয়া বিপদ্ ঘটনের তিন মাস পূর্ব্বে ঐ বার্ত্তা কহিয়াছিলেন এবং বিপক্ষেরা নানা স্থানীয় গন্তব্য পথ ও দ্রব্যাদির গতায়াত রোধ করিয়াছিল তথাপি আসন্নকাল প্রযুক্ত তাহাতে বৃটিস সেনাপতিরা নেত্রোন্মীলন করেন নাই।

মেং বরন্স সাহেবের মৃত্যু।

বৃটিস সৈন্য বিনাশার্থ আফগান জাতির ষড়যন্ত্র এমত দৃঢ়তর ও পারপক্ক হইল যে তাহাতে দেশের ভদ্রলোক ঐক্য বাক্য হয় এবং শাহসুজার পুত্রেরাও তাহাতে সংলিপ্ত ছিলেন, ২ নবেম্বর প্রাতে আকস্মিক কাবোলের লোকেরা আলেকজণ্ডর বরন্স সাহেবের বাটীতে

আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে বিনাশ করিল এবং কাপ্তান জানসনের ধনাগার লুঠিয়া লইল ঐ দিবস নগর মধ্যে লেপ্টেনন্ট ব্রাডফুট সাহেব ও নিহত হইলেন।

তদ্দিবসাবধি বৃটিস সৈন্য ও সেনাপতিগণ বুদ্ধি ও সাহস শক্তিতে প্রায় নিস্তেজ হইয়া গেলেন এবং দেশের মধ্যে যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা অন্নাভাবে জলাভাবে অবসন্ন হইয়া বিপক্ষ হস্তে নিহত হইল, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মেং ইলফিনিষ্টন সাহেব পীড়িত হইলে তৎস্থানে বৃগেডিয়র সেলটন সাহেব নিযুক্ত হইলেন তাঁহার সহিত মেং মেকনাটন সাহেবের সর্ব্বদা মতের অনৈক্য ঘটিতে লাগিল, সৈন্যেরা পরস্পর স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল, এবং যে২ মন্ত্রণা করিলেন তাহারি বিরুদ্ধ ফলোদয় ঘটনা হইল, ৩ নবেম্বরে ৩০০০ গিলজিরা নগরের নিকটে আইল, ৫ নবেম্বরে যাবতীয় আহারীয় দ্রব্য বিপক্ষের হস্তগত হইল, তদনন্তর বৃটিস সৈন্য একবাক্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মেকনাটন সাহেবের প্রতি দোষারোপ করাতে তিনি অগত্যা শীত ঋতুর মধ্যে জালালাবাদে আসিতে সম্মত হইলেন এবং গমনীয় মন্ত্রণা স্থির করিতে বিপক্ষের বিশ্বাসে বঞ্চিত হইয়া ১১ ডিসেম্বরে কাপ্তান লারেন্স মেকিঞ্জি ও ট্রেবর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া কাবোলীয় প্রান্তরে সরদার গণের সমীপে আগত হন, তদ্দিনাবধি ২১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন কার্য্য অবধার্য্য হইল না, ২৩ ডিসেম্বর প্রাতে আখবর খাঁ স্বয়ং পত্র লিখিয়া বহুক্রমে তাঁহাকে লইয়া গেলেন এবং ঐ সাহেবের দত্ত বন্দুকাঘাতে তাঁহার প্রাণ নষ্ট ও মস্তক ছেদ করিয়া এক কাষ্ঠ খণ্ডের উপর গাঁথিয়া নগরের মধ্যে উৎসব করিয়া ভ্রমণ করিলেন ঐ দিনাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বৃটিস সেনার দুর্গতি শোকার্ত্তনাদ দৈহিক মৃত্যুচিহ্ন স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ ও নেত্র অশ্রু পূর্ণ হয়।

অনন্তর ঐ আখবর পুনর্ব্বার জীবন্মৃতবৎ সেনাপতিগণকে প্রলোভনা দিলেন, স্ত্রী বালক বৃদ্ধাতুরদিগকে তাঁহার নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যেরা হিন্দুস্থান যাত্রা করুক, আসন্নকাল প্রযুক্ত তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া স্ত্রী বৃদ্ধ বালকাদি গণকে কাবোলে রাখিয়া অন্যান ষোড়শ সহস্র সৈন্য ও তত্তুল্য সংখ্যক অনুচর লোক ৬ জানুআরিতে

কাবোল হইতে হিন্দুস্থান উপলক্ষে যমালয় যাত্রা করিল, তৎক্ষণাৎ আফগানীয়েরা শিবির জ্বালাইয়া দিল এবং দ্রব্যাদি লুঠ করিতেং সঙ্গেং চলিল ও খোদ কাবোল, তাজিন ও গণ্ডামক পর্ব্বতের নিকট গিলজিরা নিরস্ত্র অবসন্ন শীতার্ত্ত সেনা গণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল, অধিকাংশ লোকের হিমানীদ্বারা হস্ত পদাঙ্গুলি ও নাসা খসিয়া গেল ও নীরাহারে প্রাণত্যাগ করিল, এবং বহু শত হিন্দুস্থানীয়দিগকে পর্ব্বতীয় লোকেরা ধরিয়া লইয়া গেল, তন্মধ্যে কেবল এক জন ইউরোপীয় ডাক্তর ব্রাইডন সাহেব দৈব রক্ষিতের ন্যায় জলালাবাদে আসিয়া মেং সেল সাহেবকে কাবোলীয় অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন।

জলালাবাদ দুর্গে মেং সেল সাহেব প্রায় দুই সহস্র সৈন্য সহিত ও কান্দহারের দুর্গে জেনেরল নট সাহেব প্রায় সপ্ত সহস্র সৈন্যের সহিত বিপক্ষের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকিলেন, বহু সহস্র বিপক্ষ উক্ত দুই নগর বেষ্টন করিয়া রহিল, ১২ জানুআরি প্রাতে মেং নট সাহেব অনির্ব্বচনীয় সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্গ হইতে বাহির হইয়া অংকাল যুদ্ধে যবন সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন।

২২ জানুআরিতে আখবর মহম্মদ খাঁ অন্যূন নয় সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে জলালাবাদ বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল ঐ কালে দুর্গস্থ বৃটিস সৈন্য মধ্যে বিবিধ বিপদ ঘটনা হয়, বিশেষতঃ এক মাসের মধ্যে শত বার ভূকম্প হইয়াছিল তদ্দ্বারা দুর্গের গৃহ, প্রাচীর ও সিংহদ্বার ভগ্ন হইয়া যায়, অনন্তর কাবোলের বিলপনীয় অমঙ্গল সংবাদ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলে কাবোলীয় কারাবদ্ধ স্ত্রী বালক ও মেং সেল ও জেনেরল নট সাহেবকে উদ্ধার কারণ জেনেরল পোলাক সাহেবকে বহুদল সৈন্য সহিত গবর্ণমেণ্ট প্রেরণ করিলেন তাঁহার আগমন সংবাদে কাবোলে অবরুদ্ধ অভাগারা মৃতদেহে জীবন্যাস প্রাপ্ত হওনের ন্যায় হর্ষ যুক্ত হইল।

অনন্তর ৭ এপ্রেলে সেল সাহেব ষোড়শ শত সৈন্য লইয়া জলালাবাদের দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আফগানীয় ২৫০০ অশ্বারোহি ও সাত সহস্র বলবান সৈন্য সহিত ঘোরতর যুদ্ধে বিপক্ষদলকে পরাভূত করত

আখবর মহম্মদের ৪ টা তোপ দুই টা পতাকা, তাম্বু ও বিবিধ যুদ্ধ দ্রব্য কাড়িয়া লন, এই যুদ্ধের পর ১৬ এপ্রেলে শ্রীযুত পোলাক সাহেব জলালাবাদে উপস্থিত হইলেন তাঁহার শুভাগমনে পঞ্চদশ বার তোপধ্বনি পূর্ব্বক দুর্গস্থ সৈন্যেরা আনন্দধ্বনি করিতেং তন্নিকট আগত হয়। ১৭ এপ্রেল জলালাবাদে বারত্রয় আনন্দ কম্পের ন্যায় ভূকম্প হইয়াছিল।

সন ১৮৪১ সালের ২৩ আক্টোবরে লার্ড এলেনবরা সাহেব লার্ড অকলণ্ড বাহাদুরের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত হইয়া ১৮৪২ সালের ২৮ ফিব্রুয়ারিতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং অনতিবিলম্বে এলাহাবাদ গমন করিয়া পত্রদ্বারা জেনেরল পোলাক ও নট সাহেবকে কাবোল আক্রমন করনে নিষেধ করেন, তদনুসারে জেনেরল সাহেবকে স্বসৈন্য সহিত মাস চতুষ্টয় পর্য্যন্ত জলালাবাদে কষ্টভোগ করিতে হয়, তন্মধ্যে পীড়া ও আহারীয় দ্রব্যাভাব ঘটনায় অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর কাবোল আক্রমণ করণীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ২০ আগষ্টে পোলাক সাহেব কাবোল যাত্রা করিলেন, ইতঃপূর্ব্বে ১৫ আগষ্টে জেনেরল নট সাহেব কান্দহার হইতে সপ্ত সহস্র সৈন্য সহিত গজনেনে উপস্থিত হইয়া তোপের দ্বারা নগরের মনুষ্যাদির সহিত প্রাচীর ও গৃহাদি উড়াইয়া দেন এবং গজনেনের উত্তর ১৯ ক্রোশান্তরে ৩০ আগষ্টে দ্বাদশ সহস্র বিপক্ষকে পরাজয় করেন এমত সময়ে কোপানল বর্ষণ করিতেং জেনেরল পোলাক সাহেবের সৈন্যেরা কাবোল নিকটে উপস্থিত হইল, ঐ কালে কাবোলের সিংহাসন গ্রহণার্থ পরস্পর অধ্যক্ষ গণেরা গৃহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল তাহারা সাহেবের অব্যবহিত আগমনের পূর্ব্বে মতের অনৈকতা বশতঃ স্থানেং চলিয়া যায়, আখবর মহম্মদ কারাবদ্ধ সেনা গণের প্রাণ নাশ করণ রূপ কোপ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতা ও বন্ধুগণ ইংরাজের হস্তে বধ্য হইবে এতৎ সন্দেহে ঐ কুকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া আপন পরিবারের মুক্তি বাঞ্ছায় বন্ধুতা রূপে বন্দিগণকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হন, বন্দিগণ মধ্যে কেবল ইলিফিনিষ্টন সাহেব দৈহিক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

আখবর মহম্মদ ৩ সেপ্‌টেম্বরে বন্দিগণকে বামিনের দুর্গে পাঠাইয়া দেয় পরে বামিনের দুর্গাধ্যক্ষ তাহাদিগকে কহেন যে তাঁহাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দান করিলে নিশ্চয় ছাড়িয়া দিবেক, তদনন্তর ১১ সেপ্‌টেম্বরে তদ্দেশীয় কএক জমীদার ঐ দুর্গ মধ্যে আগত হইয়া মেজর পটিঞ্জর সাহেবের সহিত মিত্রতা করিল। ১৫ সেপ্‌টেম্বর বন্দিগণের সুপ্রভাত হইল, ঐ দিন দুর্গ মধ্যে জনশ্রুতি হয় যে দোরানী ও কাজলবাস জাতিরা ফিরিঙ্গীর সহিত মিলিয়াছে এবং আখবর খাঁ ও অন্যাং অধ্যক্ষেরা পলাইয়াছে, বৃটিস সৈন্যেরা তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিতেছে, এতৎ সংবাদে দুর্গস্থ রক্ষকেরা পলাইয়া যায়। ঐ দিবস পরাহ্নে পটিঞ্জর সাহেব কএক জন জমীদারকে বৃত্তি দানে আশা ভরসা দ্বারা বাধ্য করিয়া সমুদয় বন্দিগণের রক্ষক স্বরূপে তাহারদিগকে সঙ্গে লইয়া কাবোল যাত্রা করিলেন।

১৫ সেপ্‌টেম্বর পোলাক সাহেব কাবোলে উপস্থিত হইয়া আখবর খাঁ প্রভৃতি বিপক্ষগণের সৈন্যকে নগর ও তচ্চতুর্দ্দিক্ হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং নট সাহেবের সৈন্যেরা খোরদ্ কাবোলের পথে যে সৈন্য ছিল তাহারদিগকে পরাভব করিয়া কাবোলের উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতে তাড়াইয়া দিল, দোরানী ও কাজলবাস জাতিরা অনুগত হইলে ঐ দিবস তাহারদিগকে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া ছয় শত অশ্বারোহি কাজলবাস সৈন্যকে সর রিচমণ্ড সাহেবের সহিত কয়েদিগণের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা গেল।

১৬ সেপ্‌টেম্বর পথিমধ্যে যেং রিচমণ্ড সাহেবের সহিত বন্ধ মুক্তগণের সাক্ষাৎ হইয়া তাহারদিগের হৃদয়ে যেন আনন্দ পাথোধি বিপ্লব হইয়া নেত্র দ্বারে অজস্র বিপুল পুলক ধারা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত পতিত হয় এবং অনেকে পুলকাঙ্গ পূরিত হইয়া বাক্য কহিতে পারে নাই। তদনন্তর ২১ সেপ্‌টেম্বর জেনেরল সেল সাহেব প্রভৃতি সেনাপতিরা অনেকানেক সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া কাবোলের নিকট কিল্লাকাজী নামক স্থানে কারামুক্ত কন্যা পুত্র ও কলত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাংসারিক অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিলেন। ঐ দিবস

সায়াহ্নে উদ্ধারক ও উদ্ধৃতদিগের মেলন হইয়া কাবোলের মধ্যে আনন্দোৎসব প্রীতি ভোজন এবং নৃত্য গীতাদি দ্বারা সমস্ত রাত্রি যাপন হয়।

এবম্প্রকারে জেনেরল পোলাক ও জেনেরল নট সাহেব কাবোলের মধ্যে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের লুপ্ত পরাক্রম পুনরুদয় করাইয়া জয়পতাকা সহিত দ্বিতীয়বার শাহসুজার বংশকে সিংহাসনে স্থাপিত করত কাবোল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া [illegible] ডিসেম্বরে ফিরোজপুর পঁহুছিলেন।

এক্ষণে ঐ ইতিহাস প্রবাহ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্য সহিত আগত হইয়া পুনর্ব্বার কাবোলের প্রতি ধাবমান হইল। কাবোল হইতে প্রথমবার বৃটিস সৈন্য উঠিয়া আসিলে শাহসুজা আখবর মহম্মদের আদিষ্ট গুপ্ত ঘাতক হস্তে নিহত হন, তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ফতেজঙ্গ সিংহাসনাধিকারী হইলেন এবং আখবর মহম্মদ তাঁহার উজীর হন, তাহার পর দোরানী বরকজী গিলজী, এবং কাজলবাস এই চারি জাতির অধ্যক্ষেরা পরস্পর রাজ্যাভিলাষে যুদ্ধ করিতে লাগিল তদনন্তর পোলাক সাহেবের সাহায্যে কাজলবাসেরা ফতেজঙ্গের পক্ষ হইয়া কাবোলে প্রবল হয়। কিয়ৎকালানন্তরে দোস্ত মহম্মদ ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে উপস্থিত হইয়া সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্তে এপর্য্যন্ত রাজ্য করিতেছেন. বিশ্বাস ঘাতক আখবর মহম্মদকে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট বহু যত্নেও নষ্ট করিতে পারেন নাই, কিন্তু অপ্রত্যাশিত রূপে ঐ দুরাত্মা ইং ১৮৪৭ সালের প্রথমে গিলজী জাতি প্রতীকারার্থ আগত হইয়া গণ্ডামক পর্ব্বতের নিকট আত্ম অনুচরের দ্বারা বিষপানে নিহত হয়।

কাবোল রাজ্যের বার্ষিক রাজকর পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রার অধিক নহে, এতদ্রাজ্যের লোক সংখ্যার নিরূপণ নাই, পর্ব্বতীয় জাতির সহিত গণনা করিলে অনুমান আট নয় লক্ষ মনুষ্য হইতে পারে, দেশের অধিকাংশ পর্ব্বতারণ্যময়, প্রজার অল্পতা, দেশস্থ গণ্ডগ্রাম বা নগর পরস্পর আক্রমণের ও দস্যুর আশঙ্কায় মৃত্তিকার প্রাচীরে পরিবেষ্টিত।

এই রাজ্যের অন্তর্গত পরগণা জোহাক বামনের মধ্যস্থ পর্ব্বতের স্থানেং বহু সহস্র গহ্বর বা গুপ্ত বাসস্থান দৃষ্ট হয়, জনশ্রুতি আছে তন্মধ্যে হিন্দু তপস্বি লোকেরা পূর্ব্বকালে বাস করিতেন, ঐ পর্ব্বতে

তিনটা প্রস্তরের বৃহন্মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে পুরুষাকার মূর্ত্তির পরিমাণ ষষ্টি হস্ত, ও যোষিদাকারের পঞ্চাশৎ হস্ত এবং ইহার দিগের বালক রূপধারি মূর্ত্তির পরিমাণ পঞ্চদশ হস্ত। উক্ত পর্ব্বত মধ্যে বহুবিধ উৎস ও নির্ঝর দ্বারা বারি নিঃসৃত হইয়া অনেকানেক ক্ষুদ্র নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এবং গোরবন্দ পরগণার মধ্যবর্ত্তি মরু ভূমিস্থ অরণ্যে নিশাকালে কখন২ বাদ্যধ্বনি শুনা যায়, কিন্তু কি কারণে কোথা হইতে ঐ শব্দ হয় তাহা কেহ নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

গজনিস্থান।

কাবোলের অন্তর্বর্ত্তি গজন বা গজনস্থানের সিংহাসনাধীন পূর্ব্বে কান্দহার খোরাসান কাবোল রাজ্য ছিল, ঐ রাজ্যের রাজধানী গজনেন নগরের সিংহাসনে বিখ্যাত সুলতান মহামুদ ও সুলতান শাহাবদ্দিন প্রভৃতি যবনেশ্বরেরা রাজ্য করিয়াছেন, ইং ৯৯৭ সালে মাহমুদ গজনেনের সিংহাসনাভিষিক্ত হন, তদ্দ্বারা ১০০১ সাল অবধি ১০২৪ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বার হিন্দুস্থান বিলুণ্ঠিত ও উপদ্রুত হয়, তিনি ১০০৮ সালে নাগর কোট নামক স্থানের দেবালয় ও ভীমেশ শিব মন্দির ও ১০১১ সালে স্থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের দেবালয় ও ১০১৭ সালে মুক্তিধাম মথুরার যাবতীয় দেবমন্দির ও ১০২৪ সালে গুজরাটের স্বয়ম্ভু সোমনাথাখ্য শিবলিঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রচুরার্থ হরণ করত উক্ত নগর বর্দ্ধিষ্ণু করেন, চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত সোমনাথের বিখ্যাত পুরদ্বার লইয়া স্বনগরের সিংহদ্বারে গ্রথিত করিয়াছিলেন, জেনেরল নট সাহেব কাবোল জয়ের চিহ্ন স্বরূপ নগর ভগ্ন করিয়া ঐ দ্বার হিন্দুস্থানে লইয়া আইসেন। ঐ নগরের সান্নিধ্য পর্ব্বতে এক ক্ষুদ্র হ্রদ আছে তন্মধ্যে অপবিত্র বস্তু নিঃক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ঝড় বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ হয়।

এতন্নগরীয় পূর্ব্বতন রাজা শাহাবদ্দিন সাল উৎপন্ন করণার্থে কাশ্মীর হইতে বাপযন্ত্র বেমা ও অন্যান্য সাল নির্ম্মাণোপযোগি দ্রব্যাদি আনাইয়াছিলেন, ঐ কালে কোন অশুভ ঘটনা হওয়াতে তাঁহার মনে ঐ উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যায়।

কান্দহার।

কান্দহার রাজ্য দৈর্ঘ্যে কিলাত বনজারা হইতে গৌরীস্থান পর্য্যন্ত ১৫০ ক্রোশ ও সিন্ধু হইতে করাস্থান পর্য্যন্ত ১৩০ ক্রোশ পরিসর, তাহার পূর্ব্ব ভাগে সিন্ধুনদ, পশ্চিমে কাবোলের করাস্থান, উত্তরে গৌরী-স্থান এবং দক্ষিণে সিউয়ি দেশ, এই রাজ্যের রাজধানীর নাম কান্দহার, ঐ নগরের অদূরে এক বৃহৎ প্রাচীন নগরের ভগ্নাট্টালিকা প্রভৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়, ঐ স্থান গৌর বংশীয় রাজাগণের রাজধানী ছিল, কান্দহার নগরের পঞ্চ ক্রোশান্তরে আজদার নামক পর্ব্বতে এক আশ্চর্য্য গহ্বর আছে তন্মধ্যে বায়ু সঞ্চার নাই অথচ তাহাতে দীপালোক নীত হইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইয়া যায় এই রাজ্য মধ্যে কিলাতের আট ক্রোশান্তরে এক উচ্চ পর্ব্বত গহ্বরে দুইটা স্তম্ভ আছে তাহার মস্ত-কোপরি উৎস দ্বারে জল নিঃসৃত হইয়া নিম্নে পতিত হয় তজ্জলে হরমস্ত ও বরকত মস্ত নামিকা দুইটা তটিনী সম্ভূতা হইয়াছে এই দেশে কাবোলের স্থায় শীতের আতিশয্য নাই পৌষ ও মাঘ মাস ব্যতিরেক অন্য সময়ে মান্দ্য শীত অনুভূত হয়, এতদ্দেশোৎপন্ন গোধূম দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তথায় অন্যং নানা প্রকার স্বাদুফল ও বিবিধ বর্ণ পুষ্প উৎপন্ন হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে রাজ্যখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

——oo——

বৃত্তখণ্ড।

—০০০—

আদি বৃত্তান্ত।

পঞ্জাবের শীক জাতিরা এতদ্রূপে আপনার দিগকে সূর্য্য বংশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, যে ভগবান্ রামচন্দ্র আপন গর্ব্ভিণী ভার্য্যা সীতা দেবীকে বিজন বনে বিসর্জ্জন দিবার কারণ আপন বৈমাত্রেয় লক্ষ্মণের প্রতি আজ্ঞা দেন কিন্তু তিনি অকৃতাপরাধা ভ্রাতৃবধূকে বনে দেওয়া অকর্ত্তব্য বোধে বাল্মীকি নামক তপস্বির তপোবনে বিসর্জ্জন দিয়া আইসেন ঐ স্থান অমৃতসর নগর হইতে তিন ক্রোশান্তরিত অধুনা রামতীর্থ নামে বিখ্যাত. ঐ স্থানে রামপত্নী সীতা লব ও কুশ নামে প্রসিদ্ধ যুগ্ম পুত্র প্রসূতা হন, কালক্রমে উভয় ভ্রাতা পরাক্রমী ও আঢ্য হইয়া তদ্দেশাধিকার করিয়াছিলেন, লবের দ্বারা লাবর নগর ও কুশের দ্বারা কুশর নগর স্থাপিত হয়, তাহা এক্ষণে লাহোর ও কশোর নামে খ্যাত হইয়াছে। উক্ত উভয় নগরে লব কুশের সন্তানেরা বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই বংশের মনুষ্যেরা পঞ্জাবের নানা স্থানে বাস [illegible] তদ্বংশীয় কালুরায় নামক রাজা লাহোরাধিকারী ও তাঁহার ভ্রাতা কল্পত রায় কশোরের সিংহাসনাভিষিক্ত হন, কিয়দ্দিবসানন্তর কল্পত রায় বলক্রমে লাহোরাধিকার করত কালুরায়কে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তিনি পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ রাজ্যের রাজা অমৃত রায়ের শরণাপন্ন হইয়া রহেন। ঐ রাজা মৃত্যুর পূর্ব্বে কালুরায়কে কন্যা ও রাজ্য দান করেন, ঐ ভার্য্যা গর্ব্ভে সুধীরায় নামক সর্ব্বগুণোপেত এক পুত্র উৎপন্ন হয়, ঐ পুত্র ক্রমান্বয়ে মহাবীর্য্যবান্ হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পঞ্জাবাক্রমণ পূর্ব্বক আপন পিতৃব্যকে পরাভূত করিয়া রাজ্যের সিংহাসন গ্রহণ করত পরাভূত রাজাকে পরিবারের সহিত দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন, ঐ রাজা অন্যগতি রহিত হইয়া সপরিবারে মুক্তিধাম কাশী বাস করিয়া রহেন,

এক দিবস বেদাধ্যয়ন কালে জ্ঞাত হইলেন যে মনুষ্য স্বদেহে দ্বেষ বৈষম্য ও নির্দয়তারূপ পাপ সত্ত্বে কদাচ পরম কারুণিক জগদীশ্বরের করুণা প্রাপ্ত হইতে পারে না এতদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে বিবেকের উদয় হইয়া চিন্তা করিলেন যে আমি ক্রোধ ও হিংসার বশম্বদ হইয়া আপন ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া অন্যায়ে তদ্ধনাপহরণ করিলাম, ভ্রাতা লোকান্তরগামী হইয়াছেন, একক্ষণে অপরাধ মার্জ্জনা বিষয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীর সদয়তা ও কৃপা ব্যতিরেকে আমার গত্যন্তর নাই, এই চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্জাবে আগত হইয়া সুধীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে সুধীরায় তাঁহাকে আদরের সহিত নিকটে রাখিয়া তাঁহার স্থানে বেদ শ্রবণ করিতেং তাঁহার মনে জ্ঞান নৈরাশ্যের উদয় হয় এবং পিতৃব্যের পদাবনত হইয়া কহেন আপনি গুরু রাজ্যাধিকারী হইয়া সুখ সম্ভোগ করুন আমি বন যাত্রা করিব, একথায় কল্পতরায় কহিলেন হে বৎস ইহা উচিত হইতে পারে না আমি তোমার সুচরিত্রতায় পরিতোষ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করি যে পঞ্জাব মধ্যে তোমার বংশাবলী বর্দ্ধিষ্ণু রূপে রাজ্যভোগ করুক এবং আমার সন্তানেরা তাহারদিগের পরম পথ প্রদর্শক গুরু রূপে বিখ্যাত হউক, অনন্তর সুধীরায় বন গমন করিবায় কল্পতরায় কিয়ৎকাল রাজ্য করিয়াছিলেন তিনি পৌনঃপুন্য বেদাধ্যয়ন করাতে কল্পত বেদী উপাধি অন্বিত হন, তদবধি তদ্বংশ সম্ভূত পুরুষেরা বেদী নামে প্রসিদ্ধ এবং সুধীর সন্তানেরা সুধী উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছেন এতৎ প্রমাণতঃ শীক জাতিরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশজ নিশ্চয় করিয়াছেন।

গুরু নানকের জীবন চরিত্র।

হিজিরী ৮৯২ ও ইংরাজী ১৪৬৮ সালে বিক্রমাদিত্যের ১৫২৫ সম্বতে রাজা নিজামি লুধির ৩২ বর্ষ রাজত্বকালে, রাজ্য লাহোরের অন্তর্গত ভাটি নামক জনপদের মধ্যে রাইপুর বা তাল ওয়ান্দি নামক ক্ষুদ্র গ্রামবাসি কাল বেদির ঔরসে নানক নামক বিখ্যাত শীক জাতির আদি সংস্থাপকের জন্ম পরিগ্রহ হয়, কথিত আছে তাঁহার পিতা অনপত্যতা হেতুক সংসারবন্ধনে সস্ত্রীক হইয়া বনবাস করেন এমত কালে এক জন

সন্ন্যাসির প্রসাদ ভোজন করিয়া নানকের মাতা অন্তরপত্না হন এবং বনমাঝে নানকের উৎপত্তি হইলে কালুবেদী ভার্য্যা পুত্র সহিত পুনর্ব্বার স্বধামে আগত হন, নানক পঞ্চম বর্ষ সময়ে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হন, অধ্যয়ন ব্যতিরেকে বাণীকণ্ঠবৎ বেদাদি শাস্ত্র বক্তা হইয়াছিলেন, বাল্যাবধি তাঁহাকে বিষয়ে অনাসক্ত জানিয়া সংসারাবৃত্তি প্রবৃত্তি জনন কারণ তাঁহার জনক এক সময়ে লবণ ক্রয়ার্থ তাঁহার হস্তে অর্থার্পণ করেন, নানক পথিমধ্যে দিনত্রয়াবধি বুভুক্ষিত উদাসীন দীনগণকে তত্তাবদ্ধন দান করত জনকের ভয়ে কহেন যে মায়াময় অনিত্য সংসারে অর্থলাভার্থ লুব্ধচিত্ত জনক আমাকে লবণ ক্রয় কারণ পাঠাইয়াছিলেন তদ্ধনে উপাস্য সন্ন্যাসিগণের প্রাণরক্ষা রূপ অনন্ত অনাত্ম লবণ ক্রয় করিলাম, তদবধি তাঁহার পিতা তাঁহাকে আর কখন ধনের আদান প্রদানীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন নাই, এক দিবস নানকের ভগিনী নানকীর পতি জয়রামের ভবনে নানক বিনস্ক রূপে মায়া দ্বারা কিরূপে বিশ্ব বিরচন হইল ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন, এমত কালে তাঁহাকে স্বর্গীয় দূত প্রত্যাদেশ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিয়া যান, যবনেরা কহে ফকির বেশধারী হইয়া তন্নিকট খাজা খেজার নানক ঈশ্বর দূত আসিয়াছিলেন তদ্দিনাবধি তিনি জ্ঞানান্বেষী হইয়া নানা দেশে বিশেষতঃ আরব দেশস্থ মক্কায় গমন করিয়াছিলেন এবং অদ্বৈতবাদ বিস্তার দ্বারা যবনধর্ম্মিগণকে স্বমতাবলম্বী করেন, হিন্দু যবন জাতি মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে যে দ্বেষ বৈষম্য আছে তাহা নিবারণ পূর্ব্বক তাবল্লোকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানালোক উদয় করাইতে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, তাঁহার শিষ্যেরা কহে যে তিনি জলশূন্য দেশে সরোবর সৃষ্টি করিয়াছেন ও তদাজ্ঞায় পর্ব্বতের দূরাবসরণ ও উৎকট ব্যাধিযুক্ত গণেরা মুক্ত হইয়াছে, এক সময়ে তিনি জগদীশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, সিদ্ধাশ্রমের ঋষিরা তন্নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হন, দিল্লীশ্বর বাবরের সভায় তিনি পরম পূজ্য ছিলেন, নানক দিগ্ ভ্রমণের পর গৃহাগত হইয়া সন্ন্যাসির বেশ পরিত্যাগ করত আদিগ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যস্থ পবিত্র জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্ম শিক্ষায় পরিপূর্ণ, নানক বহু সহস্র

হিন্দু ও যবনগণকে স্বমতাবলম্বী করত আপনার পুত্র লক্ষ্মীদাস ও শ্রীচাঁদকে স্বপদে স্থাপিত না করিয়া আত্ম শিষ্য অঙ্গদকে আপন পরিচ্ছদ বেশ ভূষণ অর্পণ পূর্ব্বক ৭১ বর্ষ বয়ঃক্রমে মুলতান ভ্রমণ করিয়া পরে কীর্ত্তি নগরে ঐরাবতী নদীতীরে প্রায় পঞ্চ সহস্র হিন্দু ও যবন শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ৯৬৩ সালে ইং ১৫৩৯ সালে আখবর শাহার প্রথম বর্ষীয় রাজত্বকালে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করত যোগাবলম্বনে মানব লীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার মরণের পর উভয় জাতীয় শিষ্যগণের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বিষয়ে যুদ্ধ ঘটনা হয় অর্থাৎ হিন্দুরা তদ্দেহ দাহ করিতে বাঞ্ছিত ও যবন শিষ্যেরা ঐ মৃত কায় সমাধিস্থ করণে প্রস্তুত এমত কালে নানক রূপে এক জন সমাগত হইয়া কহিলেন তোমরা প্রথমতঃ আমাকে শব দৃষ্টি করাও পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যুক্তি দান করিব, অনন্তর মৃত দেহের আচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলন করাতে শব দৃষ্ট ও প্রাপ্ত হইল না, ইহাতে শিষ্যেরা বিস্ময়াপন্ন হয়, পরে মীমাংসক ঐ বস্ত্র দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া উভয় দলকে দান করত অন্তর্হিত হন। ঐ স্থানে অদ্যাপি নানকের সমাজ গৃহ বর্ত্তমান আছে তথায় বর্ষে বহু সহস্র যাত্রির যোগ হয়, গুরু নানক ৬০ বর্ষ ৫ মাস ৭ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কার্য্য যজন যাজন পূর্ব্বক লোকান্তরিত হন।

---

২ গুরু অঙ্গদের চরিত্র।

লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত বিপাশা নদী তীরস্থ খন্তুর গ্রামের ক্ষত্রিয়-বংশে অঙ্গদের জন্ম হয়, তাঁহার আদি নাম লীনারায়, কথিত আছে অরণ্য ভ্রমণ সময়ে এক মৃত দেহ দৃষ্টি করিয়া নানক আত্ম শিষ্য বুধ ও লীনাকে ঐ শব ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা দেন, বুধ ঘৃণা করিয়া ঐ কার্য্যে অস্বীকৃত হইল কিন্তু লীনা গুরুবাক্য দৃঢ়তর করিয়া কহিল যে প্রথমতঃ শবের কোন অঙ্গ ভোজন করিব, গুরু তাহাকে পদাঙ্গুষ্ঠ ভোজন করিতে কহিলেন, লীনা সাহস পূর্ব্বক শবের নিকট যাইবামাত্র মৃত দেহ অদর্শন হয়, এতদ্দ্বারা নানক তাহাকে দৃঢ় বিশ্বাসী ও ইষ্টনিষ্ঠ জানিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন যে তুমি আমার নিজাঙ্গ, অদ্যাবধি তব নাম অঙ্গদ থাকিল। অঙ্গদ গুরু পদাভিষিক্ত হইলে বারম্বার নানক

পুত্র দ্বয়ের সহিত বিবাদ ঘটনায় পরিশেষে কুদব নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য মধ্যে অমরদাস নামক ব্যক্তি অত্যন্ত গুরু-ভক্ত ছিল একারণ অঙ্গদ আত্ম পুত্র দাসুজী ও দত্তজীকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে আত্মপদে অভিষিক্ত করত বাদশাহ আখবরের ১৩ বর্ষ সময়ে ১৬০৯ সম্বতে হিজিরি ৯৭৬ ইং ১৫৫২ সালে ৪ মার্চে লোকা-ন্তরিত হন, তিনি ১২ বর্ষ ৬ মাস ৯ দিন গুরুপদাভিষিক্ত ছিলেন।

---

৩ গুরু অমর দাসের চরিত্র।

গুরু অমরদাস ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে পরম পূজ্য হইয়া অল্প কালের মধ্যে মহা ধনাঢ্য হন, পূর্ব্বে নানক পুত্র ধর্ম্মচন্দ্র যে উদাসীন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া ধর্ম্মালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র মোহন ও কন্যা মোহিনী যিনি ভানী নামে বিখ্যাতা, ঐ কন্যার লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সুধী বংশীয় রামদাস নামক এক বালক তাঁহার শিষ্য হইয়া ঐ কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, গুরু অমরদাস মৃত্যুর পূর্ব্বে জামাতাকে আত্ম পদাভিষিক্ত করিয়া ১৬৩২ সম্বতে হিজিরি ৯৯৯ ইং ১৫৭৬ সালে ১৪ মে দিবসে গোবিন্দওয়াল স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। এই গুরু ২২ বর্ষ ৫ মাস ১১ দিন পূজ্য পদাভিষিক্ত ছিলেন। কোন২ গ্রন্থকর্ত্তা কহেন ঐ গুরু ১৫৭৪ সালে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

---

৪ গুরু রামদাস।

গুরু রামদাস অবধি সুধী বংশেরা পূজ্যাসনাধিকারী হইলেন, এই গুরু স্বকীয় সাধুত্ব সত্যবাদিত্ব পাণ্ডিত্য ও পরোপকারিতা গুণে বিখ্যাত হন, আখবর বাদশাহ তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে চক নামক গ্রাম দেবোত্তর দেন ঐ গ্রামে তিনি অমৃতসর নামে পুষ্ক-রিণী খনন করাইয়া নানকের ধর্ম্মালয় স্থাপন করত গ্রাম বর্দ্ধিষ্ণু ও আত্ম নামানুরূপ রামদাস পুর নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন, তিনি আদি গ্রন্থের কএক অধ্যায় ও এক নূতন পুস্তক রচনা করেন, তাঁহার ভার্য্যা ভানীর গর্ব্ভে তিন পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ মহাদেব সন্ন্যাসী, মধ্যম পৃথী

দাস বিষয়াসক্ত হন, তৃতীয় অর্জ্জুন পিতার পুজাসন গ্রহণ করিলেন গুরু রামদাস ১৬৩৯ সম্বতে হিজিরি ১০০৬ ইং ১৫৮২ সালে ৩ মাসে ধর্ম্মারোহণ করেন। এই গুরু কেবল ৭ বৎসর পূজ্যাসনে অভিষিক্ত ছিলেন।

---

৫ গুরু অর্জ্জুন।

গুরু অর্জ্জুন আদিগ্রন্থের রচনায় ও তাহা টীকাটিপ্পনী দ্বারা উজ্জ্বল করায় সর্ব্বত্র যশস্বী হইলেন, শুনা যায় আদিগ্রন্থ দ্বাদশ জনের দ্বারা বিরচিত হয়, তাহার আভ্যারম্ভক নানক ও সমাপ্ত কারিণী এক পণ্ডিতা রমণী, গ্রন্থ ত্রিনবতি অধ্যায়ে বিভক্ত। ঐ কালে দানীচন্দ্র নামক এক পণ্ডিত স্বরচিত কএক অধ্যায় তাহাতে সংযোগ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার লিখন নানকের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হওনে অর্জ্জুন তাহাতে অসম্মত হইলে তদ্দ্বারা ঐ পণ্ডিতের সহিত অরিতার সম্ভব হয়, এই গুরু ধনে মানে মহৈশ্বর্য্য শালী ছিলেন, তৎপুত্র হরগোবিন্দের সহিত চণ্ডুরায় নামক লাহোরের প্রধান মন্ত্রী এক লক্ষ মুদ্রা পণ স্বীকার করিয়া আত্ম কন্যার বিবাহ দেওনে বাঞ্ছিত হন, গুরু তাহাতে অস্বীকার হইবায় মন্ত্রির সহিত প্রবল বিপক্ষতা ঘটনা হয়, এমত কালে দিল্লীর বাদশাহ সাজাহান কাশ্মীর দর্শনার্থ যাত্রা করিয়া লাহোর নগরে উপস্থিত হইলে তন্নিকট উক্ত মন্ত্রী গুরুর বিরুদ্ধে অনেকানেক দুষ্য বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করাতে তৎ কর্ত্তৃক গুরু অমৃতসর হইতে আকর্ষিত হন, অনন্তর বাদশাহ তাঁহার সুধাময় বচন ও সুরূপ সন্দর্শন পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে তাহাকে বিদায় দেন, তাঁহার গমন কালে বিদ্বেষি চণ্ডুরায় তাঁহাকে ভয় দর্শনার্থ জানাইল যে কল্য দরবারে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইবে এই হেতুক তিনি সম্ভ্রমভয়ে রাবী নদীনীরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কোন২ গ্রন্থকারেরা কহেন যে তিনি কারাগারে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মরিয়াছেন যেরূপ হউক তাঁহার লাহোর নগরেই ১২৬৪ সম্বতে হিজিরি ১০৩১ ইং ১৬০৭ সালে মৃত্যুযোগ ঘটনা হয়। তিনি ২৪ বৎসর ৯ মাস ১ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬ গুরু হরগোবিন্দ।

পিতৃ মরণে হরগোবিন্দ জাজ্বল্যমান ক্রোধ শোক সন্তপ্ত হইয়া নানকের পূজ্যাসন গ্রহণ করত উভয় করে যুগ্ম করবাল ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে একান্তে পিতৃ দ্রোহিদিগের ছিন্ন গলরক্ত গলিত ধারায় ধরাতল আরক্তীকৃত করিব ও তভীয় অস্ত্রাঘাতে মহম্মদের কীর্ত্তি লোপকারী হইব। তৎ সময়ে লাহোর সিংহাসনে বাদশাহ সাজাহানের পুত্র দারা শীকো রাজ্য করিতেছিলেন তাঁহার শাসন দৌর্ব্বল্য বশতঃ অল্প দিনের মধ্যে হরগোবিন্দ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া শিষ্য গণকে অস্ত্রদীক্ষা রণশিক্ষা করাইয়া প্রথমতঃ পিতৃ দ্রোহিগণকে বিনষ্ট করিলেন, অনন্তর তাঁহার প্রতি কোপিত হইয়া বাদশাহ সাত সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য অমৃতসরে প্রেরণ করেন, তাহারা অভিনব অত্রধারি নামক শিষ্য দ্বারা পরাভূত হইয়া পলাইয়া যায়, হরগোবিন্দও যুদ্ধ জয় করিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত পলায়ন পূর্ব্বক বাটিণ্ডার অরণ্যে আশ্রয় লইলেন। ঐ স্থান ইদানীং গুরু কোট নামে বিখ্যাত। তদনন্তর বাদশাহ দ্বিতীয় বার কনয়ার বেগ ও লাল বেগের অধীনে গুরুকে ধৃত করণ জন্য সৈন্য পাঠাইলেন তাহারাও তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইল।

তৃতীয়বার দিল্লী হইতে পাণ্ডি খাঁ পাঠানের সহিত বহু সহস্র সৈন্য পঞ্জাবে আসিয়া হরগোবিন্দের সহিত গুরুতর যুদ্ধারম্ভ করিল কিন্তু যবন সেনাপতি রণস্থলে হরগোবিন্দের হস্তে নিহত হইবায় নায়ক শূন্য সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, পরে হরগোবিন্দ আপন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শতদ্রু নদতীরে হীরতপুর নামক পর্ব্বতীয় নগরে কাল যাপন করিয়াছিলেন তিনি শিষ্যগণকে যুদ্ধ কৌশল ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আরাধনা শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

হরগোবিন্দের তিন ভার্য্যার গর্ভে গুরুদত্ত সুরত সিংহ বা সূর্য্যমল, অনিরায়, অটলরায় ও তেগ বাহাদুর এই পঞ্চপুত্র সম্ভব হয় তন্মধ্যে অনিরায় ও অটলরায় বংশ রক্ষা না করিয়া লোকান্তরিত এবং জ্যেষ্ঠ গুরুদত্ত যবনের যুদ্ধে নিহত হন, তৎপুত্র হররায়কে গুরু সিংহাসনাভিষিক্ত করিয়া ১৬৯৬ সম্বতে, হিজিরি ১০৬৩ ও ইং ১৬৩৯ সালের ১০ মার্চে হীরতপুর নগরে জীবন যাত্রা সমাধান করিলেন। কোনহ

গ্রন্থকর্ত্তা কহেন ইং ১৬৪৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, অদ্যাপি উক্ত নগরে তাঁহার সমাধি গৃহ বর্ত্তমান আছে তিনি ৩১ বর্ষ ৬ মাস ২ দিন ধর্ম্ম রাজ্য করিয়াছেন।

---

৭ গুরু হর রায়।

গুরু হর রায় ধর্ম্ম সিংহাসনাভিষিক্ত পিতৃব্য তেগ বাহাদুরের সহিত অনৈক্য হইয়াছিলেন ঐ কালে দারা নামক শাহজাদা আপন ভ্রাতা অওরঙ্গজেবের দ্বারা তাড়িত হইয়া পঞ্জাবে আইসেন, গুরু হর রায় আত্ম সৈন্য দ্বারা দারার আনুকূল্য করিয়াছিলেন পরে অওরঙ্গজেব দারাকে নিহত করত সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া হর রায়কে আকর্ষণ করিলেন, শীক গুরু আত্ম শঙ্কায় স্বয়ং দিল্লী গমন না করিয়া অনুনয় বিনয়ের সহিত পত্র লিখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রায়কে দিল্লী পাঠাইয়া দেন, বাদশাহ রাম রায়ের সদ্বক্তৃতার দ্বারা সম্প্রীত হইয়া তাঁহাকে আত্ম নিকটে রাখিলেন, তাঁহার দিল্লী নগরে অবস্থান সময়ে ১৭২০ সম্বতে হিজিরি ১০৭৭ ও ইং ১৬৬৩ সালে ৯ আক্টোবরে গুরু হর রায়ের মৃত্যু হয়, তিনি ৩৩ বর্ষ ৬ মাস ১৪ দিন ধর্ম্ম রাজ্য করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণকে আত্মপদে নিয়োগ পূর্ব্বক লোকান্তর গত হন।

---

৮ গুরু হরেকৃষ্ণ।

হরেকৃষ্ণের সিংহাসনাভিষেক ও হর রায়ের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করত রামরায় দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করাতে হরেকৃষ্ণকে দিল্লী আকর্ষণার্থ আজ্ঞাপত্র প্রেরিত হয়, তিনি স্বাভাবিক ভীরুতা প্রযুক্ত কত দিবস প্রতিক্রিয়া করিয়াছিলেন পরিশেষে দিল্লী আগত হইয়া ঐ নগরের বসন্ত রোগে জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন পিতৃব্য তেগ বাহাদুরের প্রতি ধর্ম্মাসন গ্রহণের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক ১৭২৩ সম্বতে হিজিরি ১১০০ ও ইং ১৬৬৬ সালে ১৪ মার্চ্চে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তিনি ২ বর্ষ ৫ মাস ৯ দিবস ধর্ম্ম রাজ্য করিয়াছিলেন।

৯ গুরু তেগ বাহাদুর।

তেগ বাহাদুর আপন মাতার সহিত বিপাশা নদীতীরে বকলা গ্রামে উদাসীনের ন্যায় নিরীহ রূপে কাল যাপন করিতেন, তিনি প্রথমতঃ নানকের ধর্ম্মপদ গ্রহণে অনিচ্ছু ছিলেন পরে জ্ঞাতিগণের অনুরোধে বিশেষতঃ মখন শাহার বাক্য ক্রমে তৎপদাভিষিক্ত হইয়া কিছু দিন পরে সুধী বংশীয়দিগের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হন, ঐ কালে রামরায় তন্নামে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করণার্থ রাজাজ্ঞার সহিত সৈন্য পাঠাইয়া দেন, তিনি ভীত হইয়া কলু দেশীয় রাজাশ্রয়ে দেবীমোক্ষ নামক স্থানে মখবাল নামক গ্রাম বসাইয়া তথায় বাস করেন, ও কিয়দ্দিবস পরে ধৃত হইয়া দিল্লীর কারাগারে প্রেরিত হন, দুই বৎসরের পর রাজা জয়সিংহের উত্তর সাধকতায় মুক্ত হইয়া সপরিবারে ঐ রাজার সহিত পাটনায় আসিয়া তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করত স্বজাতিকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন, পরে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বদেশ মধ্যে আগত হইয়া বাস করিলেন তথাপি দুরাত্মা রামরায় নিবৃত্ত না হইয়া তদ্বিরুদ্ধে বারম্বার বাদশাহের নিকট নানা প্রকার ক্রোধোৎপাদক গ্লানি বাক্য কহাতে পরিশেষে বাদশাহ অবিচার পূর্ব্বক তেগ বাহাদুরকে আনাইয়া সভা মধ্যে তাঁহার শিরশ্ছেদ করাইলেন, কেহ২ বলে তিনি সাংসারিক ক্লেশাসহিষ্ণু হইয়া চাতুর্য্য দ্বারা স্বকীয় শিরশ্ছেদন করাইয়াছিলেন, হিজিরি ১১০৪ ও ইংরাজী ১৬৮০ সালে আলমগীর বাদশাহের ৩৫ বর্ষীয় রাজ্য সময়ে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়। গুরু ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ সপ্ত মাস একবিংশতি দিবস সজীব ছিলেন।

---

১০ গুরু গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ পাটনা নগরে জন্ম পরিগ্রহন ও পঞ্জাবদেশে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ সময়ে পিতৃ মরণে কাতর হইয়া কিয়ৎ সংখ্যক পিতৃ শিষ্যকে ও তাঁহার মাতা গুজারীকে লইয়া মদ্রদেশে পুনরাগত হন, এবং বান্ধবগণের সাহায্যে পৈতৃক স্থান মকাবল আনন্দপুরে বাস করিয়া কেশগড় তীর্থে দুর্গা মন্দিরে সনিয়ম

শুদ্ধাচারে শ্মশ্রুধারী হইয়া তপস্যারম্ভ করেন, এবং বারাণসী হইতে দুই জন যাজ্ঞিক বিপ্রকে আনাইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করাইয়াছিলেন জনশ্রুতি আছে এবং শীক গ্রন্থকারেরাও লিখিয়াছেন যে তাঁহার প্রতি ভগবতীর প্রত্যাদেশ হইয়াছিল এবং তিনি ভগবতীর করাঙ্কিত করবাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ঐ অস্ত্র অদ্যাপি শীক রাজের গৃহে প্রপূজিত হয়।

তাহার পর গুরু গোবিন্দ নানকের লিপির তাৎপর্য্য রূপান্তর ও অর্থান্তর করত শিষ্যগণকে গোমাংস ভিন্ন অন্য আহারীয় পশু মাংস ও বস্ত্র ব্যবহার করণের, ও যাবজ্জীবন দেহ মধ্যে লৌহ ধারণের বিধি প্রদান এবং যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করাইতে লাগিলেন, গুরু গোবিন্দের মতানুসারে শীক জাতিরা তদবধি শ্মশ্রু নীলবস্ত্র ও লৌহধারী হয়, তদনন্তর তিনি বর্ণ বিচার উঠাইয়া দেন, অনন্তর তন্নিকট বহু সহস্র শীক লোকেরা একত্রিত হইলে তিনি পাধুলি করণ বা শীক করণীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার ভার্য্যার দ্বারা দধি মিছরি শর্করা গুড় ইক্ষুরস জল মিশ্রিত করাইয়া সকলকে পান করাইলেন ও তাহারদিগের খালসা নাম বিখ্যাত করিলেন তদবধি শীক জাতিরা সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হয়, তৎকৃত পাধুলী ব্যবস্থা দূর প্রচারিতা হইলে চণ্ডাল হড্ডিপ চর্ম্মকার প্রভৃতি সহস্র২ নীচ লোক তন্নিকট শীক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যে তিনি বহু সহস্র শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া রামরায়ের বংশ বিধ্বংস পূর্ব্বক যবন জাতির সহিত ধর্ম্ম্য যুদ্ধ করণার্থ অমৃতসর নগরে গুরুমাতা নামিকা সভা স্থাপন করিলেন।

গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও যবন জাতির শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি প্রথমত দয়াসিংহ, সাবিত সিংহ, হিম্মত সিংহ, ধর্ম্ম সিংহ, মথম সিংহ, দেওয়ান সিংহ, রাম সিংহ সহা সিংহ, তিবল সিংহ ও ফতে সিংহ এই দশ জাতীয় দশ ব্যক্তিকে শিষ্য করেন পরে তাহারদিগের দ্বারা বহু সহস্র লোক তন্মতাবলম্বী হয়।

গোবিন্দ সিংহের যুদ্ধারম্ভ।

এবম্প্রকারে গোবিন্দ অন্যূন বিংশতি সহস্র মনুষ্যকে অস্ত্র ধারণ করাইয়া ধর্ম্ম্য যুদ্ধে দীক্ষিত করিলেন এক দিবস দক্ষিণ রাজ্য হইতে

তাঁহার এক জন শিষ্য এক শ্বেত হস্তী, এক বহু মূল্যের অস্ত্র ও এক শুভ্র বর্ণীয় শ্যেন পক্ষী উপঢৌকন প্রদান করিলেক পরে ঐ আশ্চর্য্য দ্রব্যের সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কলোরের রাজা ভীমচন্দ্র ও হিন্দোরের রাজা হরিচন্দ্র উক্ত হস্ত্যাদি চাহিয়া পাঠাইলেন তাহা না দিবায় তাঁহারা উভয়ে অন্যূন পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া তদ্বিরুদ্ধে আগত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে গোবিন্দ অনির্ব্বচনীয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে রাজা হরিচন্দ্রকে নিহত করাতে রাজ সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইয়া যায়।

এই যুদ্ধের পর গোবিন্দ সিংহ স্বসৈন্য সহিত শতদ্রু তীরস্থ মকাবল নগর ও তচ্চতুর্দ্দিগ অধিকার পূর্ব্বক আনন্দ গড়, ফতেগড়, লৌগড় এবং মোগল গড় নামক দুর্গ চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে রূপর নগর পর্য্যন্ত অধিকৃত করিলেন, তাঁহার অত্যাচারে পর্ব্বতীয় রাজারা বারম্বার উপক্রুত হইয়া অওরঙ্গজেব বাদশাহের নিটক অভিযোগ করেন এবং মকাবলের পশ্চিম কালুর নগরের রাজা তদ্দ্বারা হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া স্বয়ং অভিযোগার্থ দিল্লী গমন করিলেন ঐ কালে বাদশাহ মহা রাষ্ট্রীয়দিগের সহিত দক্ষিণের যুদ্ধে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত শীকেরদের প্রতিকারার্থ স্বয়ং না আসিয়া লাহোরের গবরণর জবরদস্ত খাঁ ও সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা সোমশ খাঁর প্রতি আজ্ঞা পত্র পাঠাইয়া দেন।

ইতঃপূর্ব্বে রামরায়ের আত্মীয় রাজা হরিচন্দ্র রায়ের প্রার্থনায় বাদশাহ তাঁহার সহিত হায়াত খাঁ সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা উভয়ে গোবিন্দ হস্তে নিহত হন, ঐ যুদ্ধ বিবরণ বিচিত্র নাটক গ্রন্থে বিস্তার রূপে লিখিত আছে, অনন্তর রাজাজ্ঞা ক্রমে সরহিন্দ ও লাহোরাধ্যক্ষেরা পর্ব্বতীয় রাজাদিগের সহিত সমবেত হইয়া গোবিন্দের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন ও তৎপশ্চাৎ কালুরের অভিযোক্তা রাজা বাদশাহের নিকট হইতে খোয়াজ খাঁ ও নাদের খাঁর সহিত রাজসৈন্য লইয়া পঞ্জাবে পঁহুছিলেন ইত্যবসরে শাহজাদা বাহাদুরশাহা কাবোল যাত্রা কালে পঞ্জাবে আসিয়া গোবিন্দকে আহ্বান করাতে গুরু গোবিন্দ

স্বয়ং না আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তন্নিকট পাঠাইয়া দেন, ঐ সময়ে পঞ্জাব দেশ কুরুক্ষেত্রের ন্যায় রণক্ষেত্র হইয়াছিল।

তদনন্তর অগ্রগামী পর্ব্বতীয় রাজাদিগের ও বাদশাহের সৈন্যেরা দেলয়ার ও সোমশ এবং রষ্টম খাঁর অধীনে মকাবল নগর আক্রমণ করিলেন, প্রথম যুদ্ধে দেলয়ার খাঁর পুত্রের সহিত অনেকানেক সেনাপতিকে নিহত করত শীকেরা আনন্দ গড়ে আশ্রয় পূর্ব্বক সপ্ত মাস পর্য্যন্ত বারম্বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশেষে দুর্গ মধ্যে একদা দুর্ভিক্ষ ও মারক উপস্থিত হইবায় অনেকানেক শীক সৈন্যেরা পলায়ন করিয়া নানাস্থানা হয়, গোবিন্দ সমভিব্যাহারি সৈন্য লইয়া দ্বিতীয় দুর্গে পলায়ন করিলেন, পশ্চাৎ বিপক্ষেরা ঐ স্থান বেষ্টন করাতে তিনি নানাস্থানীয় স্বপক্ষীয় রাজাগণের আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই তাহাতে অগ্রসর হইলেন না এমতে নিরুপায় হইয়া রাত্রিযোগে চত্বারিংশৎ সেনার সহিত চম্পাকর নগরে পলায়ন পূর্ব্বক তত্রস্থ রাজদুর্গে অবস্থিতি করিলেন পশ্চাৎ২ যবন সৈন্যেরা ধাবিত হইয়া নগর বেষ্টন করত অগ্রে বার্ত্তিক দ্বারা গোবিন্দকে কহিয়া পাঠাইল যদি তিনি যবন ধর্ম্মাবলম্বী হন তবে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইবে না, শীক গুরু তাহাতে অসম্মত ভাবে অত্যল্প লোকের সহিত অসংখ্য বিপক্ষের মধ্যে পতিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে শত২ তুর্কীয়, আফগানীয় ও পর্ব্বতীয় সেনাগণকে এবং নাদের খাঁকে নিহত এবং খোয়াজ মহম্মদকে আহত করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে গোবিন্দের পুত্র জুঝার ও অজিত সিংহ উভয়ে অতি সাহসে অসীম শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়া নিহত হন, পরে গুরু গোবিন্দ পুত্রশোকে বিকলাঙ্গ ও অতুল্য যুদ্ধে জয় প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইয়া যুদ্ধাবশিষ্ট পঞ্চ জন সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন, এতদনন্তরে তাঁহার চরিত্র লেখক শীক ও যবন গ্রন্থকারেরা পরস্পর মত ভিন্ন হইয়া কেহ২ কহেন গুরু গোবিন্দের চম্পাকর নগরে আগমন পূর্ব্বে তন্মাতা গুজারী তাঁহার তরুণ তনয় ফতে সিংহ ও জোরযার সিংহকে লইয়া সরহিন্দ নগরে পলাইয়া যান তথাকার রাজকার্য্যী কলোযশরাও নির্দ্দয়তা রূপে গোবিন্দের পুত্র দ্বয়কে ধৃত করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে গাড়িয়া ফেলেন তদ্দৃষ্টে গুজারী শোকাঘাতে বিনষ্টা হন। গোবিন্দ চম্পা-

কক্ষ হইতে পলায়নের পর শোক রোগ ক্ষুৎ পিপাসায় আর্ত্ত হইয়া মগত্তসর স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার জীবিত সংবাদ প্রাপ্তে তন্নিকট পুনর্ব্বার দ্বাদশ সহস্র শীক সেনা উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা তিনি সরহিন্দের গবরণরকে যুদ্ধে পরাভূত করত বহু শত যবন সেনাকে নিহত করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে তাঁহার বারম্বার বীরত্ব সংবাদ শ্রবণে আওরঙ্গজেব বাদশাহ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বসৈন্য সহিত আহ্বান করত লোকান্তরিত হন, তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহা গোবিন্দকে সেনাপতিত্ব পদাভিষিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহার প্রচুর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তথাপি তিনি মিত্র পুত্র কলত্র শোকে বিমোহিত ও ইহ সুখে বিগত স্পৃহ হইয়া অল্পকাল সজীব ছিলেন, আকস্মিক ক্রোধ বশত এক জন যবনকে হনন করত গোবিন্দের হৃদয়ে অনুতাপ উদয় হয়, অনন্তর তিনি হত সৈনিকের পুত্র হস্তে নিহত হইবার মানসে স্বেচ্ছাধীন তৎকর্ত্তৃক আহত হন এবং তাহাতেও মৃত্যু ঘটনা না হইলে পরিশেষে জলচ্চিতানলে দেহার্পণ পূর্ব্বক ১৭৬৫ সম্বতে হিজিরি ১১৩২ ও ইংরাজী ১৭০৮ সালে দক্ষিণ রাজ্যের অন্তঃপাতি নাদসর বা অকল নগরে প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত সেনা ৩০ বৎসর ১১ মাস গুরু পদাভিষিক্ত থাকিয়া বাহাদুর শাহা বাদশাহের রাজত্ব সময়কালে দেহান্তরিত হন। কেহ২ কহেন গোবিন্দের মকাবল দুর্গ হইতে পলায়ন কালে তাঁহার মাতা ও স্ত্রী এবং প্রাগুক্ত দুই পুত্র সরহিন্দ নিবাসি ফৌজদার খাঁর হস্তে ধৃত ও ব্যাপাদিত হন, গুরু চম্পাকর নগর হইতে যুদ্ধের পর পলায়িত হইয়া পরিতাপে উন্মত্তবৎ নানাদিক্‌ ভ্রমন করতঃ পাটনা নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কেহ কহে তিনি অরণ্য আশ্রয় করিয়া বান্দা নামক এক জন বৈরাগিকে স্বমতাবলম্বী করত সরহিন্দ নগর বিনাশার্থ তাঁহাকে পরাক্রম প্রদান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন, এই মতত্রয় মধ্যে প্রথম গ্রন্থকারের বাক্য সত্যজ্ঞান করা যায় যে হেতু তাঁহার মৃত্যু চিহ্ন সমাধি গৃহ অদ্যাপি দক্ষিণ রাজ্যের অকল নগরে বিরাজমান আছে তথায় বর্ষের সমাজ দর্শনার্থি শীক জাতির মেলা হয় ঐ স্থান দক্ষিণ হয়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত। শীক গ্রন্থকারেরা প্রাগুক্ত দশ জন গুরুকে দশাবতার জ্ঞানে তাঁহারদিগের

আশ্চর্য্য চরিত্র ও অসম্ভব কার্য্য বিবরণ লিখিয়াছেন তত্তাবৎ লিপ্যা- রূঢ় হইলে প্রত্যেক জনের জীবন বৃত্তান্তে একং বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে এ কারণ অগণ্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে হইল।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদঃ

সমাপ্তঃ।

বান্দা বৈরাগির চরিত্র।

কথিত আছে যে গুরু গোবিন্দ আপন মৃত্যু ঘটনার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বান্দা নামক এক জন মায়াধর ঐন্দ্রজালিকী বিদ্যা তৎপর মহা ধনুর্দ্ধর বৈরাগিকে স্বমতাবলম্বী করত মরণ কালে তাহাকে আপন ধনু ও পঞ্চবাণ অর্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বচন সহিত কহিলেন হে বৎস আমার পিতৃ ও পুত্রহত্যা দিগের যথোচিত প্রতিকার করিবা মৃত্যুভয় ও পরস্ত্রী গমন করিবা না যত দিন এই আজ্ঞা পালন করিবা তত দিন তোমার মৃত্যু কি দৈহিক অমঙ্গল ঘটনা হইবে না, বৈরাগী গুরুর আশীর্ব্বাদ সহিত ধনুর্ব্বাণ ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করত তাঁহার স্বর্গারোহণের পর দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যে নানা স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল এমত কালে পঞ্জাবস্থ শীক জাতিরা গুরু শূন্য হইয়া তৎপদ গ্রহণার্থ বান্দাকে আহ্বান করিলেন, এবং পঞ্জাব আগমন কালে তাহার সহিত নানা স্থানীয় পর্ব্বতারণ্য বাসি দস্যু ও শীক জাতিরা মিলিত হইল, সরহিন্দ নগরে গোবিন্দের পুত্রাদি বিনষ্ট হইয়াছিলেন একারণ বান্দার কোপানল প্রথমত ঐ নগরের উপর পতিত হয়, যবনেরা তুমুল যুদ্ধ করিয়াও তাহার গত্যবরোধ করিতে পারিল না, পরে বান্দা খাণ্ডবারণ্য দাহের ন্যায় চারি দিগে অগ্নি দিয়া স্ত্রী বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি ও পশ্বাদি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া গোবিন্দের পুত্রহত্যা কর্ত্তা বজঃ খাঁ ও, ফৌজদার খাঁ ও উজীর খাঁকে ধৃত করত তাহারদিগের সজীব গাত্র মাংস ক্রমশঃ ছেদন পূর্ব্বক পশ্বাদিকে ভক্ষণ করাইয়াছিল ও তাহাতেও কোন শান্তি না হইয়া যবন জাতির ধর্ম্মালয় ও গোর

[illegible] ভগ্ন করত কাষ্ঠ ইষ্টক শতদ্রু নদের জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত নগর সমভূমি করিয়া দেয়, তদ্দিনাবধি ঐ নগর অরণ্যময় হইয়াছে তথাচ শীক জাতির কোপ শান্তি হয় নাই ঐ নগরীয় পথে চলিষ্ণু শীকেরা অদ্যাপিও একং খান ইষ্টক জলে নিক্ষেপ করিয়া যায়, তদনন্তর বান্দা [illegible] জলন্দর দোয়াবের মধ্যে অগ্রোয়ি দ্বারা সহস্র [illegible] বিনষ্ট করতঃ পশ্চাৎ কশৌর ও লাহোর নগরস্থ যাবতীয় যবন দিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ক্ষত্রিয় কুলান্তক পরশুরামের ন্যায় যবন বধার্থ প্রতিজ্ঞায় জন্ম প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শতদ্রু নদ অবধি যমুনা নদী পর্য্যন্ত তাবদ্দেশ [illegible] প্রায় একদা উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহার দুরাত্মতার বার্ত্তা [illegible] অনন্তর যমুনা পার হইয়া বৈরাগী সাহারণ পুর [illegible] ও লুণ্ঠন করিতেং আগত হইলে ঐ কালে বহু সহস্র [illegible] দিল্লী হইতে আসিয়া তাহার গতি রোধ করিয়াছিল কিছু কাল পরে বাহাদুর শাহা বাদশাহের মরণ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার বান্দার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, পরিশেষে ফরকশের বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে স্থিরতর হইয়া আবদুল সমদ খাঁ সেনাপতিকে বহু সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সহিত পঞ্জাবে পাঠাইয়া দেন, ঐ সেনাপতির সহিত বান্দা বারম্বার যুদ্ধ করতঃ লোঘাড় নামক এক পর্ব্বতীয় দুর্গ আশ্রয় করিয়া [illegible] রক্ষা পাইয়াছিল কাল ক্রমে তাহাতে ভোজ্যাভাব হইলে [illegible] অনুচরেরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তাহার পর [illegible] কিয়ৎকাল যুদ্ধ দ্বারা দুর্গাধিকার পূর্ব্বক বান্দাকে বদ্ধ করিয়া দিল্লী পাঠাইয়া দেয় তথায় যবনেরা তাহাকে নির্দ্দয়তা রূপে [illegible] করিয়াছিল, কিন্তু বান্দার শিষ্যানুশিষ্য যে সকল বান্দাই [illegible] শ্রেণী শীক জাতিরা অদ্যাপি মূলতান তাতা ও সিন্ধুতীরে [illegible] করিয়া আছে. তাহারা বান্দা বৈরাগির দিল্লী নগরে যবন হস্তে [illegible] বৃত্তান্ত নিতান্ত অসত্য রূপে প্রতিপন্ন করিয়া কহে যে তিনি যুদ্ধে [illegible] হইয়া আপন পুত্র অজিত ও জওয়াহরকে লইয়া আবর নগরে [illegible] করিয়াছিলেন যবনেরা আপন প্রভুর নিকট প্রভুত্ব বাড়াইবার নিমিত্ত বান্দা নামধারি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিল্লী পাঠাইয়াছিল ।

বান্দার মরণের পর দিল্লীশ্বর ফরক্কশের শাহা একদা তাবৎ শীক জাতিকে বিনাশার্থ আবদুল সোমসেদ খাঁকে আজ্ঞা দেন তাহাতে যবনেরা বহু সংখ্যক শীক জাতিকে বিনাশ করাতে অবশিষ্ট লোকেরা পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া দোয়াববাবির ও মুঞ্জাদেশের অরণ্যে ও কিশ তাওয়ার দেশের পর্ব্বত মধ্যে পলাইয়া রহে, তদবধি ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারদিগের কোন উচ্চবাচ্য শ্রবণ করা যায় নাই যৎকালে নাদের শাহা বাদশাহ হিন্দুস্থানাগমনোন্মুখ হইলেন তৎকালে পঞ্জাবের সধন নির্দ্ধন প্রজাগণ ধন প্রাণ লইয়া পর্ব্বতারণ্যে পলাইয়া যায়, ঐ সময় নির্দ্দয় শীকেরা পলায়িত গণের ধন সমূহ লুণ্ঠন করিয়া তদ্দেশে পর্ব্বতের নিকট রাবী নদীতীরে এক মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে ছিল, যে কালে উক্ত শাহা হিন্দুস্থান লুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রচুর ধন আত্মসাৎ করিয়া কাবোল যাত্রা করিলেন ঐ সময়ে শীকেরা রাত্রিযোগে তাঁহার শিবির আক্রমণ পূর্ব্বক বহু ধন লুঠিয়া লয়, তাহার পর দিল্লী সিংহাসনের ক্ষীণতায় ও নাদের শাহার মৃত্যু ঘটনায় তাহারা সাহসী হইয়া দস্যু বৃত্তিকে ধর্ম্মজ্ঞান পূর্ব্বক পঞ্জাবের নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া অমৃতসর নগর পুনরধিকার করিলেক।

ইং ১৭৪৬ সালে শীকেরা লাহোরীয় গবরণর মীর মান্নুর রাজকীয় শাসনের ক্ষীণতা দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাবী ও শতদ্রু নদের মধ্যে জলন্দর দেশ অধিকার করিয়াছিল, মীর মান্নু উহারদিগের দমনার্থ আদিনাবেগ নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন, তিনি আনন্দপুর মাকাবল স্থানে উহারদিগকে পরাভব করতঃ মুলোৎপাটন না করিয়া বরং গোপনে সম্প্রীতি রাখিয়াছিলেন তদ্দ্বারা শীকেরা স্থানভ্রষ্ট না হইয়া স্ববৃত্তি ত্যাগ করতঃ কিছু কাল সাম্য ভাবে ছিল।

মীর মান্নুর লোকান্তর গমনের পর তাহারদিগের সৌভাগ্য বশত দিল্লী হইতে শীক মিত্র আদিনাবেগ শাসন কর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত হইয়া লাহোরে আসিয়া নাগর্য্য ও রাজকার্য্য সুধার্য্য পূর্ব্বক শীক জাতিকে আফগান দেশ বিলুণ্ঠন করণ কারণ প্ররোচনা দিবাতে তাহারা নানা দলে বিভক্ত দস্যুপালের ন্যায় পতিত হইয়া কাবোলের নানা প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়াছিল; তাহাতে আমদ শাহা আবদালি সক্রোধ হইয়া

শীক জাতির ও আদিনাবেগের প্রতিকারার্থ হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তৎকালে রামগড়ের কাপুর সিংহ প্রভৃতি শীক সরদারেরা আদিনাবেগের সহিত একত্র ভাবে আফগানীয়ের সহ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া ভীষণ সংগ্রামে তাহারদিগের বহুশত সৈন্য নিহত করিয়া পরিণামে পরাভূত হয়, তাহার পর হিন্দুস্থান লুণ্ঠন করিয়া আমদ শাহা আবেদালির স্বদেশ যাত্রা কালীন শীকেরা তাঁহার লুণ্ঠিতার্থ লুঠিয়া লইবায় তাহারদিগের প্রতিকারার্থ জাহান খাঁকে ও তাঁহার পুত্র তৈমুর খাঁকে বহু সহস্র সৈন্য সহিত লাহোরে রাখিয়া যান, উক্ত তৈমুর খাঁ প্রথমতঃ অমৃতসর নগরে পতিত হইয়া তত্রস্থ শীক সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নগর ভঙ্গ করত লাহোরে আইসেন, শীক জাতিরা এই ব্যাপারে ঘোরতর কুপিত হইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র লোক একত্রিত ভাবে উজির জাহান খাঁকে সম্মুখ সংগ্রামে আহত করিয়া লাহোরাক্রমণ করিলেক ঐ সময়ে যত বার আফগানীয়েরা শীকদিগের উপর ধাবমান হইল তত বার শীকসৈন্য দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, পরে তৈমুর খাঁ হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

ঐ সময়ে শীক জাতির প্রধানাধ্যক্ষ যশা সিংহ লাহোরাধিকার করিয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন কিন্তু আফগান জাতির পুনরাক্রমণ শঙ্কায় শীক সরদারেরা পত্র দ্বারা যবন বান্ধব আদিনাবেগকে পরামর্শ দেন তিনি মহারাষ্ট্রীয়গণকে সহায় করিয়া আগত হইলে লাহোরাধিপত্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। ইতিপূর্ব্বে দিল্লীশ্বর নানা বিগ্রহ ব্যসনে বীর্য্যহীন হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষের নানা দিগ্‌ বিজয় করত রোহেল খণ্ডের নিকট অবস্থিত করিতেছিলেন, এমত কালে আদিনাবেগের আহ্বান পত্রানুসারে সেনাপতি রঘুনাথরাও, সাহেবপাতেল ও মোল্লাররাও অবিলম্বে স্বীয় স্বীয় সৈন্য সহিত পঞ্জাব প্রবিষ্ট হইয়া অল্পকালের মধ্যে সমগ্র রাজ্য অধিকার করত আদিনাবেগকে লাহোরের কর্ত্তৃত্ব পদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন।

কর্কটী বা অশ্বতরীর গর্ভ গ্রহনবৎ শীকেরা নিমন্ত্রন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় দিগকে আনাইয়া আপনারাই বিপদাপন্ন হয় যেহেতু মহারাষ্ট্রীয়েরা রাষ্ট্র লুণ্ঠন হত্যা করণ ব্যাপারে শীক জাতির অপেক্ষাও কৃতিকুশল,

তাঁহারা শীক জাতির দুর্গ নগর ও ধন লুঠিয়া লন কেবল ধর্ম্মালয়ের প্রতি ব্যাঘাত জন্মান নাই।

মহারাষ্ট্রীয়েরা মূলতান ও অটক পর্য্যন্ত তাবদ্দেশ বিলুণ্ঠন করিয়াছিলেন এমত কালে দক্ষিণ রাজ্যে বিবাদ সঞ্চার হইবায় উক্ত সেনাপতিরা দেশ যাত্রা করাতে শীকেরা আদিনাবেগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় একারণ তিনি একদা তাহারদিগকে নির্ম্মূল করণ মানসে চারি সহস্র কুঠারধারি সূত্রধর দিগকে বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শীক জাতির দুর্গ ও আশ্রয়ারণ্য সহিত উচ্ছিন্ন করিতে পাঠাইয়া দেন, তৎসমকালে নন্দসিংহ, যশাসিংহ, মালাসিংহ, তারাসিংহ এবং অমর সিংহ প্রভৃতি প্রধান২ শীক সরদারেরা অমৃতসরের নিকটে রামগড় নামক মৃণ্ময় দুর্গে লুকাইয়া ছিলেন, ইতিমধ্যে যবন সেনাপতি মীর অজীজ ঐ স্থানে আক্রমণ করাতে শীক জাতির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হয় ঐ যুদ্ধে মহাশূর জয়সিংহ একেশ্বর সমর প্রান্তরে সহস্র২ বিপক্ষ কটকে পরিবেষ্টিত হইয়া বহু জন যবনকে সমরশায়ী করিয়া অশ্ব সহিত দুর্গ মধ্যে চলিয়া যান, পরিশেষে বারম্বার যুদ্ধে শীক সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতারণ্যে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিলেন, তদবধি আদিনাবেগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শীকেরা পঞ্জাব মধ্যে অবস্থান করিতে পারে নাই ইং ১৭৫৯ সালে উক্ত অধ্যক্ষের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর তাহারা পুনর্ব্বার নতশির উদ্ধীকৃত করতঃ নানাস্থান হইতে একত্রিত হইয়া অমৃতসর ও লাহোর নগর অধিকার পূর্ব্বক অল্প কালের মধ্যে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিল। ইং ১৭৬২ সালে আমদ শাহা আবেদালি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পঞ্জাব হইতে স্বদেশ গমন ও আদিনাবেগের মৃত্যু বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করতঃ পানিপত্ত কর্ণালের মহা যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় সেনাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক দিল্লী অধিকার করিয়া ১৭৬৩ সালের প্রারম্ভে পঞ্জাবে প্রত্যাগত হইয়া অমৃতসর নগরের যাবতীয় দেবালয় অট্টালিকা সমভূমি করিয়া দেন, নগর রক্ষার্থ শীকেরা দুই দিবস পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করিয়া শেষ নিস্তেজ হয়, তাহার পর শীকেরা সরহিন্দ নগরের সমীপে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছিল কিন্তু

তাহারা সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে না হইতে আবেদালি তাহার দিগের প্রতি আক্রমণ করাতে ব্যাপক কাল পর্য্যন্ত রণোন্মত্ত উভয় সৈন্যের যুদ্ধ জয় পরাজয় নিশ্চয় হয় নাই, পরে শীক পক্ষে প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য রণস্থলে নিহত ও আহত হওয়াতে অবশিষ্ট লোকেরা অরণ্যে পলাইয়া যায়।

আমদশাহা আবেদালির ইং ১৭৬৪ সালে স্বদেশ গমনের পর পুনর্ব্বার শীকেরা পঞ্জাবাধিকার করিয়া লয়, কিন্তু আবেদালির মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত পঞ্জাবের স্বামিত্ব করিতে পারে নাই উহারা অবিশ্রান্ত রূপে আফগান জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, আবেদালির মরণের পর শীক জাতির ধূর্ত্ততায় ও রণদক্ষতায় এবং যুদ্ধশ্রম সহিষ্ণুতায় আফগানীদের ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল বিশেষত আবেদালির পুত্র তৈমুর শাহা বোখারা ও সিন্ধু দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের সহিত দীর্ঘ কাল বিবাদে প্রবৃত্ত থাকাতে পঞ্জাবের প্রতি নেত্রক্ষেপ করিতে না পারায় শীক জাতিরা ভিন্ন২ দলবদ্ধ হইয়া দক্ষিণ সীমায় মূলতান ও উত্তরে কোট কাঙ্গরা ও বম্বর রাজ্য পূর্ব্বভাগে যমুনা নদীর পরপার শাহারণ পুর ও পশ্চিমে আটক নগর পর্য্যন্ত তাবদ্দেশাধিকার পূর্ব্বক পঞ্জাবের স্বাধীন স্বত্বাধিকারী হয়, তাহার পর পঞ্জাব রাজ্য তাহারদিগের হস্ত হইতে যবনেরা আর লইতে পারে নাই কেবল শতদ্রুর দক্ষিণ তীরস্থ রাজ্য কিছুকাল গড় গোয়ালিয়রের রাজা দৌলাৎরাও সিন্ধীয়ার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল এবং তাঁহার বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ সেনাপতি জেনেরল পিরণ সমগ্র পঞ্জাব গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু অচির কালের মধ্যে ঐ রাজার সহিত বৃটিস গবর্ণমেন্টের যুদ্ধ ঘটনা প্রযুক্ত সেনাপতির পঞ্জাব গ্রহণীয় উদ্যম ভঙ্গ হইবায় শীকেরা স্বাধীনত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিতেছে।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তঃ।

শীক জাতির বংশাবলী।

দিল্লী ও কাবোল [illegible] শাসনের অবসানকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে শীক জাতিরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া যমুনা নদীতীরাবধি সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ অধিকার করত নানাস্থানে বাস করিয়া রহে ও ভিন্নং উপাধিতে বিখ্যাত হয়, যমুনা ও শতদ্রু নদের অন্তর্দ্বীপ বাসি শীকেরা ফুলয় সিংহ নামে কথিত, শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যদেশ জলন্দর বাসি শীকেরা দোয়াব সিংহ নামে বিখ্যাত, বিপাশা ও ঐরাবতী নদীর অন্তঃদ্বীপ বাসিরা মাঞ্জা বা মাঝা সিংহ আখ্যাত, ঐরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদী মধ্যদেশীয়েরা দর্পি সিংহ নামে প্রসিদ্ধ, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর অন্তর্দ্বীপ বাসি শীকেরা গুজরাট সিংহ বা গুজারওয়ালা উপাধিতে কথিত, সিন্ধু তীরবাসি শীকেরা সিন্ধু সিংহ ও মূলতান দেশ বাসিরা নাকাই সিংহ আখ্যায় কথিত হয়। শীকেরা পূর্ব্বে নানা জাতিতে বিভক্ত ছিল পরে নানকের ধর্ম্মাবলম্বন দ্বারা শীক বা সিংহ উপাধি ধারণ করত এক জাতি হইয়াছে।

ভাঙ্গি বংশের বিবরণ।

অমৃতসর নগর হইতে চতুঃক্রোশান্তরিত পঞ্জয়ার গ্রামের জাটবংশীয় ঝণ্ডা সিংহ নামে এক ব্যক্তি বান্দা বৈরাগির দ্বারা শীক ধর্ম্মাবলম্বন করত স্বজাতীয় ভীম সিংহ, মালা সিংহ ও জগৎ সিংহকে শীক ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জগৎ সিংহের সিদ্ধি পানের আতিশয্য প্রযুক্ত ঐ বংশ ভাঙ্গি নামে প্রসিদ্ধ হয়। ঝণ্ডা সিংহ শিষ্যদিগকে লইয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা দিনযাপন করিতেন তাঁহার মরণের পর ভীম সিংহ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া বহু শত শীক দস্যু সংযোগ দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু হন তাঁহার মরণানন্তর তচ্ছিষ্য হরি সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া আমদ শাহা আবেদালির সহিত যুদ্ধ করিয়া ও লাহোরাধ্যক্ষের তোপাদি হরণ পূর্ব্বক জম্বু রাজ্য জয় করত আহবে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার পর ঝণ্ডা সিংহ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া লাহোর ও মুলতান অধিকৃত করিয়া মহা আঢ্য হইলেন, ইং ১৭৭[illegible] সালে তৎ

কর্ত্তৃক শিয়ালকোট ও গুজরাট দেশ অধিকৃত হইয়াছিল, তিনি অমৃত-সর নগরে ভাঙ্গিগড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সরদার জয় সিংহ ও চরৎ সিংহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন, ঐ যুদ্ধে জয় সিংহের উপ-দেশে ঝণ্ডা সিংহের সেনারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিল, ঝণ্ডা সিং-হের মরণের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গণ্ডা সিংহ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া অমৃতসর নগরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন উক্ত সিংহ পাঠানকোটের খাসা সিংহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া আকস্মিক রোগোপলক্ষে লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র দশা সিংহ পিতৃ পদাভিষিক্ত হইয়া গুজ্জার সিংহকে আপন মন্ত্রিত্ব পদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, উক্ত সিংহের লোকান্তর পর তৎপুত্র গোলাপ সিংহ সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া চরৎ সিংহের পুত্র এবং রণজিৎ সিংহের পিতা মহা সিংহের সহিত মহা যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রণজিৎ সিংহের লাহোরাধিকার কালে উক্ত সিংহ প্রায় ষষ্টি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া দৈহিক পীড়ায় উপদ্রুত হইয়া অমৃতসর নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, এই অবধি ভাঙ্গি বংশের অবসান হইয়া যায় এবং তাঁহারদিগের অধিকৃত প্রবিণ দুর্গ দেশাদি সমুদায় রণজিৎ সিংহের করায়ত্ত হয়।

ফয়জুল্লাপুরীয় শীক বংশের বিবরণ।

অমৃতসরের সান্নিধ্য ফয়জুল্লাপুরবাসি জাঠবংশজ কাপুর সিংহ খান্দা বৈরাগি দ্বারা শীক ধর্ম্মাবলম্বী হন, ঐ বৈরাগির অবসানের পর এই রণদক্ষ সাহসী সেনাপতি স্বকীয় শৌর্য্য বীর্য্য দ্বারা নবাব কাপুর সিংহ নামে বিখ্যাত হইয়া দোরানী আমদ শাহা আবেদালির সহিত সংগ্রামে পতিত হন, তাঁহার তিন শিষ্য খোষাল সিংহ, দীনা সিংহ, এবং শীতল সিংহ বহু সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করত জলন্দর দেশাধিকার পূর্ব্বক শতক্রর পরপার পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, খোষাল সিংহের দুই সন্তান সুধ ও বুধ সিংহ। সুধ সিংহ পিতৃ পদাভিষিক্ত হইয়া আলুওয়ালা সরদারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার মরণের পর বুধ সিংহ মহা পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, ১৮১১ সালে তিনি

মহারাজ রণজিৎ সিংহ দ্বারা পরাজিত ও শতদ্রু নদের পরপারে আগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন তদবধি ফয়জুল্লাপুরীয় শীক বংশের অবসান হইয়াছে।

রামগড়ীয় শীক বংশের বিবরণ।

রাজা বৈরাগির মরণের পর তচ্ছিষ্য জাঠবংশীয় খোষাল সিংহ অন্যান্য সর্দারের ন্যায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা কালযাপন করিতেন তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তচ্ছিষ্য নন্দজাট তৎপদাভিষিক্ত হইয়া গুরুর অনুবৃত্তি করণে প্রবৃত্ত হয়, নন্দের অনেকানেক শিষ্য মধ্যে সূত্রধর জাত্যুদ্ভব যশা সিংহ, মালা সিংহ এবং তারা সিংহ তিন সহোদর নন্দ সিংহের সৈন্য মধ্যে পরাক্রম সাহস দ্বারা খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, ঐ শূরগণ সহ লাহোরাধ্যক্ষ আদিনাবেগের পরম মিত্রতা ছিল, কিন্তু জয় সিংহ ঘনিয়ার ও অমর সিংহের কাঙ্গার সহিত মিত্রতা ঘটনায় উক্ত অধ্যক্ষের সহিত সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হয়, অমৃতসরের নিকট রামরৌরি অথবা রামগড়ি নামক দুর্গের মধ্যে তাঁহারদিগের বাসস্থান ছিল, নন্দ সিংহের মরণের পর যশা সিংহ ভ্রাতাদিগের সহিত রামগড়ের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হয়েন, পরে আমদ শাহার কাবোল গমনের পর বিটালা ও কালানুর প্রদেশ তাঁহারদিগের অধিকৃত হয়, পরে যশা সিংহ স্বভ্রাতা মালা সিংহকে বিটালা নগর ও তারা সিংহকে কালানুর নগর ও তৎসংসৃষ্ট রাজ্য প্রদান করিলেন, কিছু দিন পরে সরদার জয় সিংহ ঘনিয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইবায় উভয় পক্ষীয় বহু সৈন্য রণভূমে পতিত হইলে পর জয় সিংহ ঘনিয়ার পুত্র গুরুবক্স সিংহ পরাক্রম পূর্ব্বক মালা সিংহ ও তারা সিংহকে পরাভূত করিয়া বিটালা ও কালানুর রাজ্য কাড়িয়া লন, এমতে জয় সিংহ আপন পুত্রের বীরত্বে মহা পরাক্রমশালী হইয়া পঞ্জাবের অধিকাংশ দেশাধিকার করিয়া শেষে রামগড় বেষ্টন করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যশা সিংহ জয় সিংহের গমনের পর পুনর্ব্বার কালানুর আক্রমণ করিয়া পরাভব পাইয়া আইসেন কিন্তু অবিশ্রান্তরূপে জয় সিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল জয় সিংহের জয়যুক্ত পুত্রের মৃত্যু

হওয়াতে কিছুকাল তাঁহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, অনন্তর মালা সিংহ ও তারা সিংহ লোকান্তরিত হইলে যশা সিংহ ক্ষীণতাকে প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তর গমন করেন, তৎপুত্র যোধ সিংহ ও বীর সিংহ রামগড়ে বাস করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারদিগের ক্ষীণতা দর্শন করিয়া তারা সিংহের পুত্র দেওয়ান সিংহ অধিকাংশ রাজ্য বলক্রমে কাড়িয়া লন পরে মহারাজ রণজিৎ সিংহ যুদ্ধ দ্বারা দেওয়ান সিংহ ও বীর সিংহ প্রভৃতিকে পরাজয় পূর্ব্বক তিন দিবসের মধ্যে রামগড় ও তদধীন দেড়শত ক্ষুদ্র বৃহদ্দুর্গাধিকার করিয়াছিলেন তদবধি রামগড়ীয় সরদারের পরাক্রম অবসান হইয়াছে।

গুজরাট অধ্যক্ষের বিবরণ।

ভাঙ্গিবংশের অন্তর্গত গুরু বক্স সিংহ ভীম সিংহের সহযোগে কিঞ্চিৎরাজ্যলাভ করিয়াছিলেন তৎপৌত্র গুজ্জার সিংহ আপন পিতৃপিতামহের মরণের পর হরি সিংহের সহিত এক যোগে পঞ্জাবাধিকার কালে যুদ্ধ দ্বারা যে ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন তন্নাম গুজারওয়ালা নামে বিখ্যাত হয়, গেন্দা সিংহ ভাঙ্গির মরণের পর মাঞ্জা দেশের মধ্যে পরাক্রমশালী ও আঢ্য স্বরূপে তৎপুত্র দশা সিংহের মন্ত্রী হইয়াছিলেন পশ্চাৎ স্বাধীন হইয়া চন্দ্রভাগা নদী তীরস্থ ইশলাম গড় গুরাগড় এবং মলয়াব ও দৌলাৎ পুর প্রভৃতি সমগ্র গুজরাট দেশ এবং বম্বর পর্য্যন্ত পর্ব্বতীয় নগর অধিকার করেন, তৎপুত্র সাহেব সিংহকে রণজিৎ সিংহের পিতামহ চরৎ সিংহ রাজকুমারী নাম্নী কন্যা দান করিয়াছিলেন ঐ সাহেব সিংহের সহিত মহা সিংহের কৃচিৎ যুদ্ধ কৃচিৎ প্রণয় হইত পরে রণজিৎ সিংহ দ্বারা ঐ অধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া পর্ব্বতারণ্যে পলাইয়া যান তদবধি এই বংশের পরাক্রম লুপ্ত হইয়াছে।

ঘনিয়া নামক শীক অধ্যক্ষের বিবরণ।

বান্দা বৈরাগির শিষ্য অমর সিংহ নামক অধ্যক্ষ দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে কালযাপন করিতেন তাঁহার অনেকানেক সধর্ম্মি মধ্যে গেন্দা সিংহ,

জয় সিংহ ও হকিৎ সিংহ ঘনিয়া নামে বিখ্যাত হন, যোদ্ধাপতি জয় সিংহ রামগড়ের শাকাধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইয়া কশোর নগর লুণ্ঠন দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি প্রচুরার্থ লাভ করিয়া ও তাহার পর বিটালা নগর লুটিয়া দোয়াববাদি দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কালক্রমে যবন জাতির ক্ষীণতা সময়ে উক্ত অধ্যক্ষেরা প্রত্যেকে ভিন্নং রাজ্যাধিকার করত স্বাধীনের ন্যায় ভিন্নং স্থানে বাস করিয়া থাকেন, জয় সিংহ পঞ্জাব দেশীয় যবনাধ্যক্ষদিগকে বারম্বার অভিমর্ষণ ও হনন করাতে স্বজাতি মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ও ধনমানে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছিলেন পরিশেষে গুরু বক্স নামক তাঁহার রণজয়ী পুত্র রামগড়ের যশা সিংহের সহিত ভীষণ সংগ্রামে নিহত হওয়াতে শোকানলে দগ্ধাঙ্গ হইয়া জয়মল ও তারা সিংহকে লইয়া বিটালা নগর গমন করিলেন, গুরু বক্সের ভার্য্যা সুধাকুমারী যশা সিংহের ভয়ে ভীতা হইয়া বিটালা নগর ত্যাগ করত পলাইয়া যান, পরে যশা সিংহ প্রবল হইয়া জয় সিংহের অধিকাংশ রাজ্য অধিকার করিয়া লন এমত কালে জয় সিংহের পূর্ব্ব বিপক্ষ রাজা শঙ্করচন্দ্র স্বসৈন্য সহিত আগত হইয়া জয় সিংহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, একাদিক্রমে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া জয় সিংহ কোটকাঙ্গারা নামক বিখ্যাত দুর্গ যাহা ইতিপূর্ব্বে শঙ্করচন্দ্রের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া দিবাতে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়।

পরে রামগড়ের অধ্যক্ষ যশা সিংহের প্রতীকারার্থে অনেকানেক অধ্যক্ষ বিশেষত মহা সিংহের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, মহা সিংহ ইং ১৭৮৮ সালে নিহত হইলে জয় সিংহ খিন্নমান হইয়া ১৭৯২ সালে আপন পৌত্রী মাতাবকুমারীর সহিত রণজিৎ সিংহের বিবাহ দিয়া লোকান্তরিত হন, তদনন্তর তৎপুত্র নিধান সিংহ ও ভাগ সিংহ আপন মাতা রাজকুমারীর সহিত হাজিপুরে বাস করিয়া থাকেন। রণজিৎ সিংহের শ্বশ্রু সুধাকুমারী স্বতন্ত্রা হইয়া জামাতার সহযোগে ও অন্যান্য অধ্যক্ষের আনুকূল্যে রামগড়ের অধ্যক্ষের উপর বারম্বার অত্যাচার করিয়াছিলেন শেষ রণজিৎ সিংহের দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট পূরণ হয়।

কালান্তরে রণজিৎ সিংহ ধনিয়া বংশীয় অধ্যক্ষদিগের অধিকৃত তাবদধিকার গ্রহণ করিয়া তাঁহারদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনার্থ বৃত্তি দান করিতেন এবম্প্রকারে উক্ত বংশীয় শীকদিগের পরাক্রম লুপ্ত হইয়া যায়।

আলুওয়ালা অধ্যক্ষের বিবরণ।

মাঞ্জা দেশের অন্তর্গত আলু নামক গ্রাম নিবাসী তুলসী জাত্যুৎপন্ন যশা সিংহ কলাল নামক ব্যক্তি শীক ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ফয়জুল্ল পুরের কপুর সিংহ সরদারের দাসত্বে প্রবর্ত্ত হন, উক্ত সিংহের মরণের পর যশা সিংহ সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বাধীন দস্যু হইয়া প্রবমত দেশ লুণ্ঠন করত পরে রাজত্ব করণ মানসে আলু গ্রাম ও শ্রীআল অধিকার করিয়া ক্রমে ফতেহাবাদ, সিলিয়ানা, গোবিন্দওয়াল, ভূপাল তরণতারণ পর্য্যন্ত দেশাধিকার করিয়া লন, পরে শতদ্রুর পরপার মাসিয়া জাগারুণ প্রভৃতি পরগনা করায়ত্ত করত জলন্দর দেশের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত ও বাদশাহ উপাধিতে আখ্যাত হইয়াছিলেন, ঐ সরদার হিন্দু ও যবন জাতির প্রতি তুল্য কারুণ্যময়, তিনি একবার ব্যবহৃত বস্ত্র দ্বিতীয়বার পরিধান করিতেন না ভৃত্যগণকে প্রদত্ত হইত অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার বদান্যতার যশোগুণ শ্রবণ করা যায়, অপুত্র বিরহ প্রযুক্ত তন্মরণে তাঁহার ভ্রাতা ভাগ সিংহ রাজ্যাধিকারী হন তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎপুত্র ফতে সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রণজিৎ সিংহের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিলেন, তদবসানে তৎপুত্র নেহাল সিংহ রাজ্য সিংহাসনাভিষিক্ত হন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিংহ রণজিৎ সিংহের পুত্র শের সিংহের সহিত ১৮৪১ সালে রাবী নদীতে জল ভ্রমণ কালে নৌকা সহিত জলমগ্ন হন, তদবধি ঐ বংশের পরাক্রম অবসান হইয়া যায়।

সঙ্কর চকিয়া অধ্যক্ষের বিবরণ।

মাঞ্জা রাজ্য বা দোয়াব্বারি মধ্যে সঙ্কর চক গ্রামে চরৎ সিংহ নামক জাট বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি শীক ধর্ম্মাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষিকার্য্য দ্বারা দিনযাপন করিতেন কথিত আছে এক জন সন্ন্যাসী তাঁহাকে

বাল্য কালাবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন, চরৎ সিংহের দূরবস্থা দূরীকরণার্থ ঐ সন্ন্যাসী তাঁহাকে দস্যুবৃত্তি করণের প্রবৃত্তি দেন, তদনুজ্ঞাক্রমে চরৎ সিংহ পঞ্চ জন অশ্বারোহি সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ কুকার্য্যের অনুগামী হন, কালাত্যয়ে তাঁহার দলবল প্রবল হইলে বল দ্বারা স্বকীয় জন্ম ভূমি সক্কর চক অধিকার করিয়া লন্ তৎপরে পণ্ডান খাঁ প্রভৃতি ভূখণ্ড ও লবণের আকর অধিকৃত করত আঢ্য হইয়া সক্কর চকিয়া অধ্যক্ষ নামে লব্ধখ্যাতি হইলেন, উক্ত সিংহ ভাঙ্গি বংশীয় গুজার সিংহের পুত্র সাহেব সিংহের সহিত রাজকুমারী নাম্নী স্বাত্ম কুমারীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তদনন্তর ভাঙ্গি বংশীয় ঝন্দা সিংহের সহিত ঘনিয়া মিছিল জয় সিংহের যুদ্ধ সময়ে ১৭৬৭ সালে তাঁহার করবৃত বন্দুক বিদীর্ণ হইয়া ২৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ হয়, ঐ যুদ্ধে তিনি জয় সিংহের পক্ষ ছিলেন।

মহা সিংহের বিবরণ।

ইং ১৭৬০ সালে চরৎ সিংহের ঔরসে সক্কর চকিয়া গ্রামে মহা সিংহের জন্ম হয়, চরৎ সিংহের মৃত্যু সময়ে তিনি সপ্তমবর্ষীয় বালক ছিলেন, তিনি স্বজননীর ও জনকের প্রধান ভৃত্যের প্রতিপালনে সম্বর্দ্ধিত হইয়া যৌবনাবস্থায় মহাধনুষ্মান এবং ব্যায়াম মল্লযুদ্ধ অশ্ব চালনাদি যুদ্ধকার্য্যে কৃতী কুশল হইয়া পিতৃ বৃত্তি দস্যুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়ে রাজ্য লাভের প্রবৃত্তিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ষট্‌সহস্র রণদক্ষ অশ্বারোহি সেনার অধীশ্বর হইয়া বার্ষিক আট লক্ষ মুদ্রোৎপাদক ভূপ্রদেশ অধিকার করিয়া পঞ্জাবের গণ্য ভূপাল গণের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন, ইং ১৭৮০ সালে মহা সিংহ মহা যুদ্ধে জয়ী হইয়া যে দিবস শুলতান গড় নামক দুর্গাধিকার করিলেন ঐ দিবস তাঁহার পুত্রোৎপত্তি হয়, একদা উভয় আনন্দে আশ্লিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধজয় সূচক পুত্রের নাম রণজিৎ সিংহ রাখিলেন, তদনন্তর তাঁহার রণ খ্যাতি এমত দূরবিস্তৃতা হয় যে পঞ্জাবের প্রধানাধ্যক্ষ জয় সিংহ ঘনিয়া আপন পুত্র গুরু বকস সিংহের কন্যার সহিত তৎপুত্র রণজিতের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া উক্ত সিংহের সাহায্যাবলম্বন

করেন, পরে উক্ত সিংহ আপন ভাগিনীপতি গুজারওয়ালা সাহেব সিং-হের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া কখন জয়ী কখন পরাজিত হন, কথিত আছে শাদারা নগরের সংগ্রাম তাঁহার সহোদরার মধ্যস্থতায় নিবারণ হইয়াছিল, তিনি আত্ম পরাক্রমে গুজারওয়ালা স্থানাধিকার পূর্ব্বক ঐ নগর রাজধানী করিয়াছিলেন। উক্ত সিংহ অতিসার রোগে দ্বাত্রিংশদ্বর্ষে ইং ১৭৯২ সালে গুজারওয়ালা নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কোনং গ্রন্থকর্ত্তা কহেন রণজিৎ সিংহের অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইং ১৭৮৮ সালে ২৮ বর্ষ বয়সে মহা সিংহের মৃত্যু হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ
সমাপ্তঃ।

—০°০—

মহারাজ রণজিৎ সিংহের জীবন চরিত্র।

ইং ১৭৮০ সালের ২ নবম্বরে গুজাওয়ালা নগরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের জন্ম পরিগ্রহ হয়, বাল্যকালে পিতৃহীনতা প্রযুক্ত বিদ্যাধ্যয়নে বিমুখ ও বসন্ত রোগে কাণ চক্ষু হন, মহাসিংহের মরণের পর রাজা জয় সিংহ ঘনিয়া তাঁহাকে বিটালা নগরে আনাইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক আপন পৌত্রী মাতাব কুমারীর সহিত বিবাহ দেন, খ্যাত আছে ঐ কন্যা সুধাকুমারীর গর্ব্ভজাতা নহেন, মহা সিংহের সহিত [illegible] করণ কারণ সুধাকুমারী দাসী কন্যাকে স্বকন্যা বলিয়া তৎপুত্র রণজিৎ সিংহের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের অপ্রাপ্ত বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার পৈতৃক বিভব ও রাজ্য দেওয়ান লোক-পতি সিংহের দ্বারা রক্ষিত হয়, তিনি ষোড়শ বর্ষ সময়ে আপন স্বশ্রূ চতুরা রণপরায়ণা সুধাকুমারীর কুমন্ত্রণাদিষ্ট হইয়া উক্ত দেওয়ানকে পদচ্যুত করত স্তোভ লোভ ধনদানে সেনানী ও সেনা নিচয়কে বশী-ভূত করিয়া স্বজননীকে কারাবদ্ধ করেন, তিনি সেই স্থানে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কথিত আছে সুধাকুমারীর কুমন্ত্রণা এই [illegible]

র্শের মূল সূত্র প্রায় একদা মাতৃভক্তি ও বৎসবাৎসল্যানুরক্তি পুত্র ও জননীর হৃদয় হইতে উচ্ছেদ করিয়াছিল, উক্ত সিংহের উদ্বাহের পর প্রতি নিয়ত স্বস্ত্র মন্দিরে স্নেহানুবন্ধে কালযাপন করাতে তাঁহার মাতৃ পক্ষীয়েরা কহিতেন তিনি সুধাকুমারীর সুধাময় অবৈধ স্নেহে বদ্ধ হইয়া আপন মাতাকে হতাদর করিতেছেন, পক্ষান্তরে সুধাকুমারী কহিতেন জামাতার মাতা দেওয়ান লোকপতি সিংহের সহিত অনুচিত প্রণয়ে মুগ্ধা হইয়া পুত্র বাৎসল্য ত্যাগ করিয়াছেন এতদ্বিষয়ের সত্যাসত্যতা জগজ্জাগরূক জগদীশ্বর জানেন, ফলতঃ উক্তা উভয় রাণী যৌবনাবস্থায় বৈধব্যগ্রস্তা হইয়া সম্পদ্মদগর্ব্বিতা স্বাধীনা ও স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, ইহাতে প্রাগুক্ত কুকার্য্য ঘটনা অত্যাশ্চর্য্য নহে।

ইং ১৭৯৫ ও ৯৭ সালের মধ্যে পঞ্জাব রাজ্য বারদ্বয় কাবোলের রাজা শাহ জমনের দ্বারা আক্রান্ত ও উপদ্রুত হয়, তাঁহার কাবোল গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লাহোর নগরের নিকট শীক অধ্যক্ষেরা একত্র হইয়া রাত্রিযোগে শিবির আক্রমণ পূর্ব্বক অর্থ সহিত আহার্য্য দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লয় ঐ কালে রণজিৎ সিংহ অর্থ ও ভোজ্য দ্রব্যের সাহায্য করাতে তিনি শীক রাজের নিকটে মহোপকৃত ও বাধিত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

ইং ১৭৯৮ সালে উক্ত বাদশাহ পুনর্ব্বার স্বসৈন্য সহিত পঞ্জাবাগত হইয়া শীক জাতির অতুল্য যুদ্ধে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, তাহারা সম্মুখ সমরে আগত না হইয়া ছলে কৌশলে দস্যুবৎ দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইত, কোন২ স্থানে পশ্চাৎগামী সৈন্যগণকে সংহার করিত, কখন২ ভারবাহি উষ্ট্র অশ্ব চারণ ভূমি হইতে হরণ পূর্ব্বক পলায়িত হইত, এতদ্দ্বারা তিনি অদম্য শীক জাতিকে শাসন করিয়া পঞ্জাব রাজ্য করায়ত্ত করণে অক্ষম আপনাকে অশক্ত বুঝিয়া রণজিৎ সিংহের স্থানে পাথেয় লক্ষ মুদ্রা লইয়া তাঁহাকে লাহোর নগর ও তদধীন দেশ প্রভৃতি দান পূর্ব্বক স্বদেশে চলিয়া যান, তদনন্তর ইং১৭৯৯ সালে মহারাজ লাহোরাধিকারী হইলে দ্বেষ বৈষম্য বশত যুক্ত যশস্বী যশা সিংহ, সাহেব সিংহ, যোধ সিংহ ও কসৌরের নেজামুদ্দিন খাঁ প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা প্রায় ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া লাহোরাভিমুখে যাত্রা করেন, মহারাজ স্বসৈন্য ও

রাণী সুধাকুমারীর সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত হইলেন কিন্তু সৌভাগ্য বশত যশা সিংহ আকস্মিক পীড়াক্রান্ত হইবায় সৈন্যেরা লাহোর পরিত্যাগ করত স্ব স্ব অধ্যক্ষের সহিত নানা দিগে চলিয়া যায়, তদনন্তর সুধাকুমারী যশা সিংহের পুত্র যোধ সিংহের সহিত বিটালা নগরের নিকট যুদ্ধ করত জয়যুক্তা হইয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহকে জম্বূ দেশ জয় করণার্থ পাঠাইয়া দেন।

রণজিৎ সিংহ জম্বূ দেশে গমন পূর্ব্বক মেরুয়াল ও যশোরওয়াল নগরাধিকার করাতে উক্ত নগরাধ্যক্ষেরা এবং জম্বূ রাজ তন্নিকট আগত হইয়া অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক বহু সহস্র মুদ্রা দর্শনী ও উপঢৌকন দ্রব্যাদি প্রদান করত বিদায় করিলেন, তিনি আগমন কালে শিয়ালকোট অধিকৃত করিয়া আপন পিতৃ মাতুল দল সিংহকে কারাবদ্ধ করেন ও কিশোরী সিংহ সুখী হস্ত হইতে দেলয়ার অধিকার পূর্ব্বক লাহোরে আইলেন, তাহার দিগ্বিজয় কালে তৎপত্নী মাতাবকুমারী সের সিংহ ও তারা সিংহ নামক যুগ্ম তনয় প্রসূতা হন ইহাতে শীক রাজ স্বভার্য্যার দুশ্চর্য্যাবধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া উক্ত উভয় পুত্রকে জারজাত বলিয়া উপেক্ষা করিলেন।

ইং ১৮০০ সালে তাঁহার দ্বিতীয়া জায়াগর্ভে খড়্গ সিংহ নামক পুত্রোৎপত্তি হয় ঐ বৎসর গবর্ণমেণ্টের উকীল হিন্দুস্থান হইতে তাঁহার সহিত সন্ধি করণার্থ লাহোরে উপস্থিত হন, ১৮০১ সালে সাহেব সিংহ ভাঙ্গি গুজারওয়ালা নগরে অত্যাচার করিয়াছিল তৎপ্রতীকারার্থ শীকরাজ তথায় গমন করিলে রাণী সুধাকুমারীর মধ্যস্থতায় বিরোধ নিবৃত্তি হয় তদনন্তর কশৌরাধ্যক্ষ নেজামউদ্দিন খাঁর প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া বহুযত্নেও কশৌরের দৃঢ়তর দুর্গাধিকার করিতে পারেন নাই কেবল কশৌরের শাখানগর অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া আইলেন। ১৮০২ সালে সুধাকুমারীর সহিত রাজা শঙ্করচন্দ্রের যুদ্ধ ঘটনা হইবায় মহারাজ স্বজন সহায়তা জন্য সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক উক্ত রাজাকে পরাজয় করিয়া এবং নুরপুরের রাজ্যাধিকার নসহর ও তদধীন দেশ অধিকৃত করত সুধাকুমারীকে প্রদান পূর্ব্বক চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া পিণ্ড পত্তন নগরাধিকার করিয়া আলুওয়ালা ফতে সিংহকে [illegible] করি-

লেন, তাহার পর বন্দনাগক দুর্গ দুই মাস পর্য্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা করস্থ করিয়া খুনী দেশীয় ভূম্যধিকারি গণকে বশীভূত করেন।

ইং ১৮০৩ সালে মহারাজ বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মূলতান নগরে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ যবন গবরণর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সৈন্য ব্যয় ও কর স্বরূপ বহু মুদ্রা প্রদান করাতে তিনি লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন এমতকালে ভাগ সিংহ্ ভাজির মৃত্যু ঘটনায় তৎপুত্র পিতৃ পদাভিষিক্ত হইয়া রাণী সুধাকুমারীর সহিত যুদ্ধারম্ভ করাতে উক্তা রাণী শীক রাজের আনুকূল্য যাচঞা করিলেন এমতে মহারাজ ত্বরিত গমনে জলন্দরে উপস্থিত হইয়া বিটালা ও সুজানপুর নগর উপদ্রব দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করত পরিশেষে রাণীর সহিত তাঁহার দেবর পুত্রের সন্ধি ধার্য্য করিয়া দেন, ঐ বৎসর মহারাজ, সৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক শতদ্রু ও যমুনা নদী পার হইয়া গঙ্গাস্নান করিতে আইলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজা শঙ্করচন্দ্রের রাজ্য হুশিয়ারপুর ও পরগণা বজয়ারা নিজাধিকার ভুক্ত এবং পরগণা ফগয়ারা অধিকার করত আলুওয়ালা হস্তে সিংহকে প্রদান করিয়া যান।

ইং ১৮০৪ সালে সিন্ধু নদের পূর্ব্ব প্রদেশীয় ও ঐরাবতী নদীর পারস্থ শীক সরদারেরা মহারাজের পরাক্রম প্রবাহে নিমগ্ন হন এবং যবনাধ্যক্ষেরা কাবল দরবারের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক করদান দ্বারা অনুগ্রহ ক্রয় করিয়া লন।

ইং ১৮০৫ সালে শ্রীযুত জেনেরল লেক সাহেবের দ্বারা তাড়িত ও নির্জিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বিশারদ সেনাপতি যশমন্তরাও হোলকর ও আমীর খাঁ স্বস্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হন, তৎপশ্চাদ্ধাবিত হইয়া উক্ত সাহেব বিপাশা নদী তীরস্থ জালালাবাদে উপস্থিত হইলে মহারাজ মধ্যস্থ হইয়া উক্ত সাহেবের সহিত মহারাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ দ্বয়ের সন্ধি করাইয়া দেন। তৎকালে উক্ত অধ্যক্ষের স্থানে ইংরাজ জাতির যুদ্ধ কৌশল শ্রবণ করিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রীতি করণার্থ তদবধি তাঁহার আন্তরিক সঙ্কল্প হয়।

ইং ১৮০৬ সালে মহারাজ স্বসৈন্য ও কিয়ৎ সংখ্যক হোলকরের সৈন্য লইয়া শতদ্রু নদের পরপারে আসিয়া লুধিয়ানা ফিরোজপুর

ও মলঙ্কা দোয়াব এবং পাটিয়ালা পর্য্যন্ত অধিকৃত করত বহুধন আ
সাৎ করিয়া লাহোরে গমন করেন।

ইং ১৮০৭ সালে মহারাজ অমৃতসর নগরে বহু সৈন্য সংগ্র
পূর্ব্বক রাণী সুধাকুমারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কশৌর নগরাক্র
করিলেন তৎকালে দুর্গাধ্যক্ষ নেজামত উদ্দীনের পুত্র কোটবুদ্দী
পরাক্রম পূর্ব্বক দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা শীক সেনাকে নিস্তে
করিয়া দেন পরে মায়াময়ী সুধাকুমারীর উৎকোচ প্রোরোচনায় দুং
দুই সেনাপতি মুক্ত হইয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিবাতে শীক সেনারা প্রবি
হইয়া নির্দ্দয়তা রূপে নগর লুণ্ঠন ও যবন হনন করিয়াছিল।

অতঃপর মহারাজের দ্বিতীয় উদ্যমে দেহালপুর ও সমগ্র কশে
রাজ্য করায়ত্ত হইলে সুধাকুমারীকে স্বধামে বিদায় পূর্ব্বক মুলতা
যাত্রা করিলেন ও তন্নগর লুণ্ঠন করত বহু অর্থলাভ এবং নবাব
মজপ্ফর খাঁর স্থানে সপ্তং সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়া লাহো
আগত হইলেন।

ইং ১৮০৮ সালে মহারাজ শতদ্রু পরপার জাগারুণ প্রদেশ অধি
কৃত করিয়া বাইকাকোটের ফতে সিংহ, নাবার যশমন্ত সিংহ, শাহ
বাদের রাজা করম সিংহ, পাটিয়ালার রাজা সাহেব সিংহ, ভগবা
সিংহ জুরিয়া; অম্বালার সাহেব সিংহ মানি, মাক্ষিরার গুপ্ত সিংহ
এবং রূপরের অধ্যক্ষের স্থানে রাজকর ও দর্শনী মুদ্রা এবং প্রচু
উপঢৌকন লইয়া আগমন কালে নারায়ণ গড় অধিকার করিয়া আ
বান্ধব ফতে সিংহ আলুওয়ালাকে প্রদান পূর্ব্বক লাহোরে আইলেন
ঐ বৎসর মৃত তারা সিংহের ভার্য্যার হস্ত হইতে রাউন প্রদেশ গ্রহ
করত দেওয়ান মক্ষম চাঁদকে জায়গীর দান করিয়া সুধাকুমারীকে
সঙ্গে লইয়া জানুআরি মাসে পাঠান কোট যাত্রা করিলেন ও তথা
হইতে বিটালা, বিশলি, শেয়ালকোট প্রভৃতি নবাধিকার দৃঢ়রূপে
বশীভূত করিয়া দোয়াব সিন্ধু সাগর ও দোয়াব জিরত বশীভূত করিতে
দল সিংহকে পাঠাইয়া দেন এবং স্বয়ং জয়মল সিংহের রাজ্য লুণ্ঠন
করিয়া ভূরি অর্থ সহিত লাহোরে আইলেন, ঐ বৎসর দেওয়ান মক্ষম
চাঁদের ও বোধ সিংহের দ্বারা হরিকি মামুদ কোট ও কসির কোট

ভূক্তি দুর্গাধিকৃত এবং এক দল হয়ারূঢ় সৈন্য দ্বারা হরসন মনিহার দেশ অধিকার ভুক্ত হয়, তদনন্তর গোবিন্দ গড় নামক [illegible] দৃঢ়তর রূপে পুনর্নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে ধন সমূহ [illegible] [illegible] বৎসর মহারাজের প্রতাপানল পঞ্জাব রাজ্য মধ্যে এমত [illegible] ন হইয়াছিল যে বিনা যুদ্ধে অনেকানেক রাজগণ নানা স্থান [illegible] গত হইয়া অবনত রূপে তাঁহার শরণাগত হইলেন ঐ অনল হিন্দু স্থানে পতিত হইয়া দিগ্দাহ না হয় এই বিবেচনায় বৃটিস গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবকেশরীর সহিত সন্ধি নির্ণয়ার্থ শ্রীযুত মেটকাফ সাহেবকে ইং ১৮০৯ সালের মধ্যে লাহোর পাঠাইয়া দেন তিনি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়া অমৃতসর নগরে অবস্থান করিলেন তদনন্তর উজীর দেওয়ান চন্দের দেওয়ান ভবানী দাস সপরিবারে পেশওয়ার হইতে আগত হইয়া মহারাজের অধীনে কর্ম্মাভিষিক্ত হন, ঐ বর্ষে দেওয়ান মহকম চন্দের দ্বারা বন্ধর রাজ্য ও রেচানাবাদ দোয়াবের মধ্যবর্ত্তি হালওয়াল প্রদেশ অধিকৃত হয়।

মহারাজের নিরবকাশ বশত শ্রীযুত মেং মেটকাফ সাহেব স্বসৈন্য সহিত দুই মাস পর্য্যন্ত অমৃতসর নগর প্রান্তরে তাম্বু স্থাপন করত বাস করিতে বাধ্য হন এমত কালে মহরম পর্ব্ব উপস্থিত হইলে তৎসমভিব্যাহারি যবন সেপাহীরা তাজিয়া নির্ম্মাণ করত উৎসব করাতে অমৃতসর নগরস্থ আকালিক অন্যূন দুই সহস্র সৈন্য উক্ত সাহেবের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, সাহেব অগত্যা আত্ম রক্ষার্থ সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দেন এবং পাঁচ শত বৃটিস সৈন্য দ্বারা আকালিকেরা ক্ষণকালের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ক্ষত বিক্ষত পরাভূত ও তাড়িত হইয়া নগর মধ্যে আইসে, মহারাজ গোবিন্দগড় হইতে বিবাদ বিসম্বাদ সংবাদ শ্রবণ করত স্বয়ং আসিয়া সাহেবকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আকালিকের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান ও বৃটিস সৈন্যের পুরস্কার করিলেন এবং বৃটিস সৈন্যের সাহস শূরত্ব ও শিক্ষা নৈপুণ্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তদ্দিনাবধি আত্ম সৈন্যকে বৃটিস সেনার ন্যায় যুদ্ধ শিক্ষা করাইবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে গাঢ় সঙ্কল্পের উদয় হয়।

ইং ১৮০৯ সালের ২৫ এপ্রেল বাসরে অমৃতসর নগরে উক্ত সাহেবের দ্বারা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা সন্ধি নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বক পরস্পর সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রণয়ানুবন্ধি দৃঢ়ীকৃত করত লুধিয়ানা নগরে বৃটিস সৈন্য স্থাপনের ও শতদ্রু নদের পরপার হইতে স্বসৈন্য উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা দেন তদ্দিনাবধি শতদ্রুর পরপারস্থ যাবতীয় রাজ্য বৃটিস গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সুরক্ষিত হয়, তদনন্তর মেং মেটকাফ সাহেব মার্য্যাদিক বিবিধ পুরস্কারে শীক রাজের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া দিল্লী আসিলে মেং সর ডেবিড অচটর লোনি সাহেব লুধিয়ানা নগরে সৈন্য সহিত দেশরক্ষার্থ শিবির স্থাপন করিলেন এবং উক্ত নগরের সম্মুখবর্ত্তি শতদ্রু নদের দক্ষিণ তীরে ফল্যোর নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার অধ্যক্ষতা পদে দেওয়ান মক্ষম চাঁদকে নিযোজিত করিয়া মহারাজ লাহোরে প্রত্যাগত হইলেন।

ইং ১৮০৯ সালে মহারাজ রণজিৎ সিংহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া সাহেব সিংহ ভাঙ্গিকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাট দেশ অধিকার পূর্ব্বক রাজা শঙ্করচন্দ্রের সাহায্যার্থ রাণী সুধাকুমারীর সহিত এক যোগে নাগরকোটে উপস্থিত হইয়া নেপালীয় অমর সিংহ তাপাকে পরাভূত করিয়া কোট কাঙ্গরা নামক দুর্গ ও তদধীন প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন, গোরখা সেনাপতি শীক রাজের দ্বারা তাড়িত ও পরাভূত হইয়া পরিশেষে অর্থদান করত মিত্রতা পূর্ব্বক নেপালে চলিয়া যান, ঐ যুদ্ধে মহারাজের এক সহস্র প্রধান যোদ্ধা নিহত হয়, অনন্তর লাহোরাগমন কালে ভক্ত সিংহের ভার্য্যার অধিকার হরিআনা নগর গ্রহণ করেন, ঐ বৎসর তাঁহার অপ্রিয়া পত্নী শের সিংহের মাতা মাতাবকুমারী পরলোকান্তরিতা হন।

ইং ১৮১০ সালে অজীরাবাদাধ্যক্ষ যোধ সিংহের মৃত্যু হইলে উক্ত নগর এবং তদধীন দেশ মহারাজের অধিকৃত এবং শিউরাল ও খোসাবের অধ্যক্ষেরা তাঁহার বশতাপন্ন হন। ঐ বৎসর শীত ঋতুর প্রারম্ভে মহারাজ স্বয়ং গমন পূর্ব্বক পিণ্ডা দাদন খাঁ নামক রাজ্যাধিকার করেন এমতকালে কাবোলের পরিত্যক্ত রাজা শাহসুজা মহারাজের নিকটে আসিয়া আশ্রিত হইয়া মূলতান রাজ্য গ্রহণ করিতে কহিলেন, তাহাকে

মহারাজ স্বয়ং মূলতান গমন পূর্ব্বক দুই মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ দ্বারা যবন সেনা নিঃশেষ করিয়া সমগ্র দেশাধিকার করিলেন, ঐ বৎসর হিম্মৎ সিংহের মন্ত্রী যশস্বন্ত সিংহ মহারাজের মন্ত্রিত্বে এবং জমাদার খোষাল সিংহ পুরাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন, খোষাল সিংহের অনভিমতে কোন মনুষ্য মহারাজ সমীপে যাইতে পারিত না, এই শ্লাঘ্য পদ প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই উক্ত সিংহ মহা ধনাঢ্য হইলেন।

ইং ১৮১১ সালে শাহাসুজা মহারাজের আনুকূল্য দ্বারা অনেক দল সৈন্য সহিত কাশ্মীর পেশোয়র অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন, ঐ বৎসর দেওয়ান মক্কমচাঁদের দ্বারা মূলতান ও নাঙ্গা দেশের মধ্য রাজ্য কুকিদেশ ও জলন্দর নগর এবং মৃত রাজা জয় সিংহের পুত্র নিধান সিংহের রাজধানী হাজীপুর ও সাইন প্রদেশ অধিকৃত হয়, তদবধি রাজা জয় সিংহের ভার্য্যা রাজকুমারী স্বপুত্র নিধান সিংহের সহিত শীক রাজ্যের বৃত্তি ভোক্তা হইলেন।

ইং ১৮১২ সালের মাঘ মাসের মধ্যে মহাসমারোহ পূর্ব্বক রাজা জয়মল মলিয়ার কন্যার সহিত কুমার খড়্গ সিংহের বিবাহ নির্ব্বাহ হয়, তদুপলক্ষে শ্রীযুত অকটর লোনি সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া লাহোরে সমাগত হন, ঐ বৎসর দেওয়ান মক্কমচাঁদের দ্বারা পরাভূত হইয়া কলু রাজ্যেরও মন্দি দেশের রাজারা লাহোরের বশতাপন্ন ও করদায়ী হন, এতদনন্তর বম্বরের অধ্যক্ষ সুলতান মহম্মদ অবাধ্য হইয়া ভাই রাম সিংহের অধীনস্থ বহু শত শীক সেনাকে নিহত করিয়া পরে মক্কম চাঁদের দ্বারা পরাভূত ও ধৃত হন।

ঐ বৎসর পেশোয়ার হইতে ফতে খাঁ কাশ্মীর আক্রমণার্থ সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া মহারাজের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করাতে লাহোর হইতে দেওয়ান মক্কমচাঁদ গমন করিলেন তৎকালে শাহসুজার ভার্য্যা তাঁহাকে কহেন কাশ্মীরের আতা মহম্মদ তাঁহার স্বামিকে ধৃত করিয়াছে যদি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দেন তবে কোহিনুর নামক অমূল্য হীরক তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে, অনন্তর দেওয়ান মক্কমচাঁদ ফতে খাঁর সহিত কাশ্মীর দেশ বিলুণ্ঠন করত শাহসুজাকে বিমোচন করিয়া লাহোরে উপস্থিত হইলে উক্ত শাহ হীরক প্রদানে

অস্বীকৃত হন, তাহাতে মহারাজ কুপিত হইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত উক্ত শাহের সপরিবারকে নিরাহারে রাখিয়া কোহিনুর অর্থাৎ জ্যোতিঃ শিখর মহার্ঘমনি আত্মসাৎ করিয়া লন, কথিত আছে তৈমুরলং ঐ বরিষ্ঠ অমূল্য বস্তু হিন্দুস্থানে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর শাহ্‌-সুজা পলায়ন পূর্ব্বক রণজিতাধিকারে আগত হইলেন।

ইং ১৮১৩ সালে পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষের উদয় হয় ঐ সময়ে ফতে খাঁর দ্বারা অটক নগর আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারাজ মক্কমচাঁদকে সঙ্গে লইয়া উক্ত স্থানে গমন করত তুমুল সংগ্রামে পাঠানসৈন্যকে পরাজয় পূর্ব্বক মহাপীঠ জ্বালামুখী গমন করত ভক্তিভাবে পূজারাধনা করিয়া লাহোরাগত হন।

ইং ১৮১৪ সালে মহারাজ বহু সহস্র সৈন্য সহিত কাশ্মীর যাত্রা করিয়া রাজোয়ারি নগরে অবস্থিতি করত সেনাপতিগণকে সৈন্য সহিত কাশ্মীরে পাঠাইয়া দেন, তাহারা পিরপিঞ্জল নামক পর্ব্বতীয় পথোত্তীর্ণ হইয়া কাশ্মীরে পদার্পণ করিবামাত্র আকস্মিক হিম বর্ষণে ও পর্ব্বত হইতে তুষার সংঘাত পতনে পর্ব্বতীয় পথ রোধ হয়, দৈবাপহৃত শীক সেনারা শীতার্ত্ত সময়ে বিপক্ষাক্রান্ত ভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, ঐ কালে কাশ্মীরাধ্যক্ষ আজিম খাঁ অন্যান্য অধ্যক্ষের সহযোগে নানা স্থানে শীকসেনা হনন করিয়াছিলেন, পরিশেষে ভাইরাম সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিরা কাশ্মীরাধ্যক্ষের নিকট অবনত হইয়া প্রাণরক্ষা করত স্বদেশে আইসেন, এই উদ্যমে শীক জাতির বহু সহস্র শূরবর বিপক্ষ হস্তে ও হিমানীতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হন এবং দেওয়ান মক্কমচাঁদ রোগোপলক্ষে শতদ্রুতীরস্থ ফিলোর নগরে ঐ বৎসরে প্রাণত্যাগ করেন ইং ১৮১৫ সালে অটক হইতে শীক-সৈন্যেরা পেসোয়ারে গমন পূর্ব্বক নগর লুট করিয়াছিল ঐ যুদ্ধে কএক জন বিখ্যাত শীক সেনাপতি বিনষ্ট হন, ঐ বৎসর মহারাজের আজ্ঞাধীন রামদয়াল ও দল সিংহ মহাযুদ্ধের পর রাজোয়ারী নগর অগ্নি ও অস্ত্র দ্বারা নিঃশেষে বিনষ্ট করত তাহার পর রোটা নগর অধিকার করিয়া লন।

পাঠাইয়া দেন, এবং স্বয়ং মূলতানের সম্মোবক্ত করত দেওয়ান মোহন মলকে তদ্দেশের গবর্নরী পদাভিষিক্ত করিয়া আইসেন, এই বৎসর কচ বখরার যুদ্ধে ভাই রামদয়াল প্রভৃতি শীক সরদারেরা নিহত হন।

ই. ১৮২০ সালে হরিসিংহ নালুয়া কাশ্মীরাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন, এবং দেওয়ান চাঁদ ও মতিরাম সিংহ পঞ্চপুলি ও বন্নুর দেশের ভূম্যধিকারি গণের প্রতিকারার্থ চলিয়া যান।

ইং ১৮২১ সালের ফিব্রুআরি মাসে কুমার খড়্গ সিংহের পুত্র নৌনেহাল সিংহের জন্ম হয় ঐ বৎসর কুমার খড়্গ সিংহ ও ফতে সিংহ আলুওয়ালার দ্বারা মনখিরির নবাব পরাভূত হইয়া লাহোরের অধীন হন, এই বৎসর মহারাজ কুমার খড়্গ সিংহ ও লক্ষ্মী সিংহের পরামর্শে তাঁহার সৌভাগ্য সোপান স্বরূপা সুচতুরা বৃদ্ধ শ্বশ্রূ রানী সদা কুমারীকে অসম্ভ্রমে কারাবদ্ধ করিয়া তাঁহার সর্বস্ব রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া লন।

ইং ১৮২২ সালে ফ্রেঞ্চ সেনাপতি মনসিয়র এলার্ড ও বেঞ্চুরা ও মনসিয়র কোর্ট সাহেবেরা সেনানীত্ব পদে প্রত্যেক মাসিক পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত হইয়া সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন ঐ বৎসর লাহোর নগর বেষ্টন করিয়া অত্যুচ্চ ও প্রগাঢ় ভিত্তিযুক্ত প্রাচীর নির্মাণারম্ভ হয়, পশ্চিমবর্ষে শের সিংহ পেশোয়র রাজ্যাধিকার জন্য আদিষ্ট হইয়া অষ্ট সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য সহিত সিন্ধুপার জাহান গিরকা দুর্গাধিকার করিলেন, তৎ সংবাদ পাইয়া আজিম খাঁ দোস্ত মহাম্মদ খাঁ, ইয়ার মহাম্মদ খাঁ ও জবর খাঁ প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা কাবোল হইতে পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া পেশোয়রাভিমুখে আগমন করাতে মহারাজ সসৈন্যে শের সিংহের পশ্চাৎ পেশোয়রে উপস্থিত হইলেন যবনদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রামে ফুলা সিংহ নামক মহাশয় হস্তিপৃষ্ঠে নিহত হন, এই গুরুতর সংগ্রামে দীর্ঘকাল উভয়পক্ষে জয় পরাজয়ের নিশ্চয় ছিল না, পশ্চাৎ অন্যূন দশ সহস্র আফগানীয় সৈন্য হত হইলে যবনাধ্যক্ষেরা পলাইয়া যান, তদবধি পেশোয়র রাজ্য মহারাজের নিষ্কণ্টক অধিকার হইয়াছে। — —

ইং ১৮২৩ সালে অমৃতসর নগরে অগ্নুজেক রামানন্দ নামক [illegible] কের মরণে অস্বামিক আটলক্ষ মুদ্রা মহারাজের লাভ হয় তৎকালে লাহোরের প্রাচীর নির্ম্মাণ সমাধা করিলেন ঐ প্রাচীর দীর্ঘে [illegible] ফিট ও প্রস্থে ২১ ফিট।

ইং ১৮২৪ সালে রাজা শঙ্করচন্দ্রের মৃত্যু ও সিপ্রিওয়ালা গোবিন্দ চাঁদের কন্যার সহিত মন্ত্রি ধ্যান সিংহের পরিণয় ও দেওয়ান মতি-রামের সহিত মহারাজের বিচ্ছেদ ঘটনা হয়, ঐ বৎসর মহারাজ অটক নগর হইতে পেসোয়র যাত্রাকালে নাগারোহণে যে স্থানে সিন্ধু নদ পারোত্তীর্ণ হইলেন সেই স্থানে তৎ পশ্চাৎ অনেকানেক [illegible] হস্তি সহিত পার হইতে নদ নীরে নিমগ্ন হন।

ইং ১৮২৫। ২৬ সালে মহারাজ ইসফজী, বান্নু, টঙ্ক, লক্ষী ও [illegible] দেশ অধিকৃত ও সুশাসিত করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর বৃটিস সৈন্য দ্বারা ভরতপুরের দুর্গ বেষ্টিত হইলে রাজা দুর্জন সাল প্রত্যহ লক্ষ মুদ্রা সৈন্য ব্যয় প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া মহারাজার সহায়তা যাচ্ঞা করিলায় সের সিংহ ব্যতিরেকে যাবতীয় অমাত্য ও সচিববর্গ এবং কুমার খড়্গ সিংহ প্রভৃতি আনুকূল্য করণার্থ পরামর্শ দিয়া ছিলেন তথাপি মহারাজ অঙ্গীকৃত সন্ধি পত্রের বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই।

ইং ১৮২৭ সালে মহম্মদের শিষ্য সৈদ আমদ শাহা নামক এক ব্যক্তি নানা স্থানীয় যবন জাতির নিকট আপন সিদ্ধ পুরুষত্ব দর্শাইয়া বহু সহস্র যবন জাতিকে ধর্ম্ম্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া পেসোয়র অধিকার করিলেন, পরে ১৮৩১ সালে উক্ত শাহা সের সিংহের দ্বারা বিনষ্ট হয় অনন্তর বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুতা বৃদ্ধি করণার্থ ১৮৩১ সালে শ্রীযুত লার্ড এমহেরেষ্ট ও শ্রীযুত লার্ড কম্বরমের সাহেবের [illegible] সহিত শীকরাজ উকীল পাঠাইয়া দেন। এবম্প্রকারে মহারাজ অসীম সৌভাগ্য সহকারে স্বকীয় প্রচণ্ড প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপদণ্ডে মর্দ্দিতারাতিকুলাকুলার্ণব সম্ভূত সমর বিজয় লক্ষ্মী প্রসাদাৎ ক্রমে ২ বৰ্দ্ধিষ্ণু হইয়া সমকালবর্ত্তি বিক্রম বিশিষ্ট বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রীতি বর্দ্ধনাভিলাষে ১৮৩১ সালের ২০ অক্টোবরে

অতুলৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক রূপর নগরে ভারতবর্ষের গবরণর শ্রীযুত লার্ড বেণ্টীঙ্ক বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক পরস্পর প্রিয়ালাপে প্রীত হইয়া পূর্ব্বসন্ধি দৃঢ়ীকরণ পুরঃসর সিন্ধু নদের দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনের আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। মহারাজের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও আশ্চর্য্য বদান্যতা ও বিদ্যা শিক্ষা ব্যতিরেকে বাক্‌পটুতা এবং শাম দান ভেদ দণ্ড উপায় চতুষ্টয়ের দ্বারা সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ে চতুরতা দর্শনে গবরণর বাহাদুর সমভিব্যাহারি গণ সহিত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন তত্তাবদ্বিবরণ গবর্ণমেণ্টের তাৎকালিক সেক্রেটরী শ্রীযুত এচ টি প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তৃক প্রিন্সেপ্স রণজিৎ সিংহ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

ইং১৮৩৭ সালের ফাল্গুন মাসের শেষার্দ্ধে মহারাজ আতারিওয়ালা শ্যাম সিংহের কন্যার সহিত আত্ম পৌত্র নৌনেহাল সিংহের বিবাহ দেন ঐ বিবাহে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনেরি ফেন সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া কর্ণাল হইতে লাহোরে আসিয়াছিলেন উক্ত সাহেব সমাদর সহিত সম্মানিত রূপে মার্য্যাদিক বসন ভূষণ অলঙ্কারে পুরস্কৃত হইয়া যান।

এই উদ্বাহের সৌষ্ঠব শোভা অনির্ব্বচনীয় ও ব্যয়ের বিবরণ অতি বাহুল্য কেবল বিবাহোৎসব দিদৃক্ষু অনাহূত জন গণকে একাদশ লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল, তদনুরূপ অন্যান্য ব্যাপারেও ব্যয় হয়, এই বৎসরে লাহোরে এক মহাপুরুষের সমাগম হইয়াছিল, কথিত আছে জেনেরল বেণ্টুরা সাহেব দ্বারা ঐ যোগির বহু দিবসাবধি নিরাহারে শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়া মস্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিতি সংবাদ শ্রবণ করত অবিশ্বাস পূর্ব্বক ঐ যোগিকে এক দৃঢ়তর কাষ্ঠময় সিন্ধুকে রাখিয়া এক উদ্যানীয় গৃহের মধ্যস্থল খনন করত তন্মধ্যে প্রোথিত করিয়া দ্বার বদ্ধ পুরঃসর বহু শত বিশ্বস্ত সৈন্য দ্বারা ঐ গৃহ চত্বারিংশৎ দিবস পর্য্যন্ত রক্ষিত করেন তদনন্তর মহারাজ ইংলণ্ডীয় ও স্বদেশীয় লোক সহিত ঐ গৃহদ্বার মুক্ত করত ভূমি হইতে কাষ্ঠপাত্র উঠাইয়া দৃষ্ট করিলেন মহাপুরুষ যোগাবলম্বন দ্বারা সজীব আছেন পরে ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বদরিকাশ্রমে পাঠাইয়া দেন।

ইং ১৮৩৮ সালে বৃটিস গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কাবোল রাজ্য আক্রমণ কালে শ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক মহারাজ মিত্রতা প্রকাশ করিয়া পরে অকস্মাত পীড়োপলক্ষে ১৮৩৯ সালের ৩০ জুন বাসরে বন্ধু বান্ধব সেনাধ্যক্ষ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিতীয় আগণ্ডলের ন্যায় তিন কোটি মুদ্রা দান করত এবং মহার্ঘ মনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রীত্যর্থে দান পূর্ব্বক ৫৯ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মরণের পর উক্ত মণির পুষ্প মূল্য লক্ষ মুদ্রা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়া রাজপুত্র ঐ মনিরাজ লইলেন মহারাজের মৃত দেহের সহিত চারি মহিষী ও সপ্ত উপমহিষী সহগামী হন। মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত বিস্তৃত রূপে লিখিত হইলে এক বৃহদাকার পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে, এতাবতা ক্ষোভের সহিত সংক্ষেপকার ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপ্যারূঢ় করত লেখনীকে নিবৃত্ত করিলাম।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে তুচর্থ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

মহারাজ খড়্গ সিংহের রাজ্য ও মৃত্যু প্রাপ্তির বিবরণ।

পিতৃ মরণানন্তর কুমার খড়্গ সিংহ রাজসিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া কিয়দ্দিনাবধি ধ্যান সিংহের পরাক্রম দর্শনে ভীত ভাবে বিবেচনা করিলেন যে এই মন্ত্রী যাবতীয় রাজকীয় অর্থ সামর্থ্য সৈন্য সামন্ত প্রধানাপ্রধান প্রজাবৃন্দকে স্বকীয় করায়ত্ত করিয়াছেন এবং তৎপুত্র হীরা সিংহ অমর সিংহ এবং তদ্ভ্রাতা গোলাপ সিংহ ও সচেত সিংহ প্রভৃতি এক এক জন পঞ্জাবের মধ্যে ধন মান ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য বীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়াছেন যেছাধীন সিংহাসনাধিকার করিতেও সমর্থ হইবেন ইহাঁর এমত্ত পরাক্রম রক্ষিত হইলে আপনাকে নাম মাত্র রাজোপাধি ধারণ করিয়া যাবজ্জীবন অতিকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে ইত্যা-

লোচনার পর অগ্রে জ্ঞাতিবর্গকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় প্রথমতঃ সমাদর সহিত কুমার কেহের সিংহকে নিকটে আনাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, এবং পিতার প্রাচীন মিত্র জমাদার খোসাল সিংহের ও স্বজাতি চেতসিংহ প্রভৃতি সরদারের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য চালন করিতে লাগিলেন এতদনন্তর রাজান্তঃপুরে ধ্যান সিংহ ও হীরা সিংহ ইচ্ছাধীন গতায়াত করিতেন তাহা নিবারণ করিলেন ইহাতে মন্ত্রী জ্ঞাতিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া তৎ প্রতিকারের কাল প্রতীক্ষায় থাকিলেন।

কিয়দ্দিবসানন্তর মন্ত্রী চতুরতা দ্বারা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে পঞ্জাবের সর্ব্বদেশে আত্মীয় লোক দ্বারা রাষ্ট্র করিলেন রাজা খড়্গ সিংহ ও চেতসিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজ্যার্পণ করত খালসা সৈন্যদল ভঙ্গ করিয়া দিবেন এবং আপনারা রাজকরের ষষ্ঠাংশ লইয়া স্থিতি স্থাপন করিবেন এতদর্থে গবরনর সাহেবের নিকট আহ্বান পত্র পাঠাইয়াছেন শীখ জাতিরা স্বত ইংরাজের দ্বেষী এবং তাহাদিগের পূর্ব্বাপর বল বিক্রমে বৃটিস সৈন্যের প্রতিযোগী সুতরাং অকস্মাৎ উক্ত সংবাদে তাবল্লোক রাজার প্রতি ক্রোধাকুল হইল, রাজা খড়্গ সিংহের পুত্র নৌনেহাল সিংহ পিতার সিংহাসনাভিষেক কালে পেশোয়রে ছিলেন জনকের রাজ্যলাভে তিনি সুখী না হইয়া বরং অবৈধ হিংসাকে হৃদয়ে স্থান দান করিলেন যেহেতু এক সময়ে বারাণসীস্থ এক জন জ্যোতির্জ্ঞ রাজা রণজিৎ সিংহ সমীপে নৌনেহাল সিংহের জন্মপত্রী দৃষ্টি পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন উক্ত সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাভিযান পূর্ব্বক বারাণসী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনাধীশ্বর হইবেন তদবধি তিনি আশালুব্ধ হইয়া পিতামহের মরণান্তে সিংহাসন গ্রহণে যত্নবান ছিলেন, সুতরাং অনপেক্ষিত রূপে আশাভঙ্গ হইলে অবশ্য হৃদয়ে পরিতাপের উদয় হয়। অনন্তর নৌনেহাল সিংহ ধ্যান সিংহের পত্র প্রাপ্তে লাহোরে আগমনার্থ যাত্রা করিলেন এবং মন্ত্রির মন্ত্রণাদিষ্ট রাজা গোলাপ সিংহ তাঁহার সহিত পথিমধ্যে স্বসৈন্যে সম্মিলিত হইলেন আগমন কালে নৌনেহাল সিংহ নানাস্থানে বিশ্বস্ত স্বানুচর ও প্রজাবৃন্দ বদনে ইংরাজের সহিত স্বজনকের অভিসন্ধি সংবাদ শ্রবণে সক্রোধমনে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজ কার্য্যের রূপান্তর দর্শনে

শব্দ বাক্যে প্রত্যয় করিলেন এবং মন্ত্রির কুমন্ত্রণা সমীরণে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এক রাত্রে ধ্যান সিংহ ও গোলাপ সিংহ যুবরাজ নৌনেহাল সিংহের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সরদার চেত সিংহকে হনন করত পরদিবস কোষাধ্যক্ষ মিশ্র [illegible] দিগকে কারাবন্ধন পূর্ব্বক তাহারদিগের ধন হরণ করিয়া যুবরাজকে সিংহাসনাভিষিক্ত করাইয়া তাঁহার খড়্গ সিংহকে অন্তঃপুরে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত অবরুদ্ধ করাইয়া স্বদেশীয় পার্ব্বতীয় প্রহরিগণকে দ্বারগারে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি খড়্গ সিংহের নিকটে রাজমহিষী [illegible] যাইতে দেন নাই, ধ্যান সিংহের এই রূপ প্রভুত্ব দর্শনে খড়্গ সিংহের সপক্ষ সরদারেরা প্রাণভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিলেন। তদনন্তর নৌনেহাল সিংহ নেপাল সিন্ধু ও কাবোল কান্দাহারের [illegible] দিগের নিকট হিন্দুস্থানাক্রমণার্থে প্ররোচনার সহিত প্রলোভ দর্শাইয়া পত্র পাঠাইয়া ছিল ঐ কালে তাঁহার হতভাগ্য পিতার আকস্মিক পরলোক গমনে ঐ উদ্যম ভঙ্গ হয়। শ্রুতি আছে ঐ মন্ত্রী [illegible] রাজকুমার লোক দ্বারা স্বজনককে বিষাক্ত ঔষধ ভক্ষণ করাইয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিলেন এবং পিতার মৃত দেহের সহিত আপন বিমাতা খড়্গ সিংহের ভগিনীকে বলক্রমে দাহ করাইয়াছিলেন, নৌনেহাল সিংহ জনকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিধিবৎ [illegible] করত সমারোহ পূর্ব্বক [illegible] হস্ত্যশ্ব সমভিব্যাহারে স্বয়ং গোলাপ সিংহের পুত্র উদ্দিম সিংহের সহিত নাগারোহণে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া নগর প্রবেশ করিতেছিলেন এমতকালে হস্তি সমূহের গাত্র ঘর্ষণ প্রতিঘাতে পুরদ্বার [illegible] হইয়া উপরিস্থ এক বৃহৎ প্রস্তর যুবরাজের মস্তকে পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সমভিব্যাহারি সহিত অবিলম্বে শমন সদনে গমন করিলেন।

হা ধিক্ এই অসার সংসার, সাগরবারি বুদ্বুদবৎ অনিত্য দেহ ক্ষণ বিধ্বংসী ও মানসিক আশা বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় রমণীয়া আশু বিনাশিনী, তথাপি আশাপাশ বদ্ধ হইয়া রাজ্য ধন লাভে লোলুপ চিত্ত লোকেরা কি কুকার্য্য না করিতেছে এই রাজপুত্র পিতৃ মাতৃ হত্যারূপ অত্যুৎকট পাপ পূর্ণ হইয়া অপূর্ণ মনোরথ সহিত অকালে কাল-

গ্রাসে প্রবিষ্ট হইলেন নতুবা অল্পকাল মধ্যে নেপাল ও আফগানের সহিত তিনি সমবেত হইয়া হিন্দুস্থান মধ্যে আহবানল প্রজ্জ্বলিত করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর মন্ত্রিরাজ যুবরাজের মৃত দেহ গোপন রূপে রাজপুর মধ্যে রাখিয়া কৌশল ক্রমে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ না করিয়া শের সিংহকে আহ্বান করিলেন পরে শের সিংহ লাহোরে আইলে নৌনেহাল সিংহের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হয়।

শের সিংহের রাজ্যলাভ ও মৃত্যু বৃত্তান্ত।

নৌনেহাল সিংহ স্বতঃ দুরাত্মা ও মিত্রদ্রোহ রূপ দোষ দূষিত হইয়া স্বাভাবিক হইলেও তাহার মৃত্যুতে তাবল্লোকে শোক বিলাপ করিয়াছে। কেননা এক্ষণে শীক জাতিকে এবং জম্বুরাজ ধ্যান সিংহ গোলাপ সিংহ ও সিন্ধানওয়ালা আতর সিংহ এবং অজিত সিংহকে শাসনাধীন রক্ষণে রাজবংশ্য মধ্যে তিনিই উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। অনন্তর মন্ত্রি ধ্যান সিংহের পোষকতায় কুমার শের সিংহ অনুচরগণের নিকট স্বকীয় আবাসস্থল ভাটীয়ালা নগর হইতে লাহোরে আগত হইয়া সিংহাসন অভিষিক্ত হইলেন, তাহাতে নৌনেহাল সিংহের মাতা চন্দ্রকুমারী অসন্তুষ্টা হইয়া সিন্ধানওয়ালা আতর সিংহ ও জম্বুরাজ গোলাপ সিংহকে আহ্বান করাতে তাঁহারা বহু সৈন্য সহিত অনতি বিলম্বে লাহোরে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের নিকট স্বপুত্রবধূর গর্ভ চিহ্ন সংবাদ প্রকাশ করিলেন, পরে গোলাপ সিংহ ধ্যান সিংহের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক পরাক্রমের পথাবলম্বী না হইয়া উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত কিছু কালের জন্য শের সিংহকে স্বস্থানে যাইতে পরামর্শ দেন তদনুসারে শের সিংহ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নিজালয়ে চলিয়া যান তৎপশ্চাৎ ধ্যান সিংহ ও স্বভ্রাতা রাজা গোলাপ সিংহ এবং আত্মপুত্র হীরা সিংহকে লাহোরে রাখিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। এতদনন্তরে রাণী চন্দ্রকুমারী রাজ্যাধিকারিণী হইয়া আতর সিংহকে প্রধান সচিবত্ব পদাভিষিক্ত করত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

শের সিংহের দ্বিতীয়বার রাজ্যপ্রাপ্তি বিবরণ।

রাজা শের সিংহ নিজালয়ে উপস্থিত হইয়া গোপনে সোপানে আত্ম পক্ষীয় ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে এবং ধ্যান সিংহকে পত্র লিখিয়া স্বকার্য্য সাধনের তাবদনুষ্ঠান স্থির করিয়া অন্যূন চারি মাসের পর ৫০০ শত হয়ারূঢ় সৈন্য সহিত লাহোর যাত্রা করিলেন, তিনি পুনশ্চ লাহোরের অদূরে মনস্যিয়র এবেটেবিলি সাহেবের বাগ হলের নিকট চুর্মিয়ারি স্থানে উপস্থিত হইলে তন্নিকটে অনেকানেক সৈন্যগণ নানা স্থান হইতে আসিতে লাগিল, তৎপরে ধকল সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও রাজা মচেত সিংহ এবং জেনরল বেন্টুরা সাহেব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য দ্বারা নগর বেষ্টিত করিলেন, রাণী ভীতা হইয়া নগরীয় দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন তদনন্তর উভয় পক্ষে তিন দিন পর্য্যন্ত গোলাগুলি যুদ্ধ হইলে রাজা ধ্যান সিংহ স্বদেশ হইতে শের সিংহের শিবিরে আগত হইলেন। অনন্তর দুর্গ মধ্যে রাজা গোলাপ সিংহ [illegible] ও খোয়াল সিংহ জমাদ্দারের পরামর্শে চারি দিবস যুদ্ধের পর রাণী পুরদ্বার মুক্ত করিতে আজ্ঞা দেন, এই যুদ্ধে দুর্গস্থ সৈন্য দ্বারা আক্রামক ৪৫০০ সৈন্য গোলাঘাতে নিহত হয়।

অনন্তর মহারাজ শের সিংহ স্বজনামাত্যগণ সহিত নগর প্রবেশ পূর্ব্বক ইং ১৮৪১ সালে পুনঃ সিংহাসনারূঢ় হইয়া মন্ত্রি ধ্যান সিংহকে প্রধান মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন ঐ সময়ে আতর সিংহ আত্ম ভ্রাতুষ্পুত্র অজিত সিংহকে লইয়া প্রাণ রক্ষার্থ বৃটিসাধিকারে পলাইয়া যান। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লীনা সিংহ কমল গড়ে ধৃত হইয়া লাহোরের কারাবাসে প্রেরিত হন, এই যুদ্ধ সময়ে রাজা গোলাপ সিংহ রাজ-কোষ হইতে অশীতিভার প্রস্তর মণ্ডিত স্বর্ণালঙ্কার ও ব্যবহার্য্য বস্ত্র-ও দুই শত পঞ্চাশৎ ভার স্বর্ণমুদ্রা এবং বিংশতি শকট পূর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ও আট শত ভার শাল রুমাল নানা প্রকার মহার্ঘ [illegible] স্বসৈন্য দ্বারা পরিরক্ষণ পূর্ব্বক জম্বু নগরে পাঠাইয়া [illegible] রাজা শের সিংহ রাণী চন্দ্রকুমারীকে বার্ষিক দুই লাক্ষ মুদ্রোৎপাদক জায়গীর দান করত সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন, রাণী প্রাপ্তাধিকার গোলাপ

সিংহের অধীনে থাকিলেন তদবধি সেই রাজ্য উক্ত রাজার অধিকার হইয়াছে।

পঞ্জাবরাজ্যীয় প্রাণনাশ ও সৈন্যগণের অবাধ্যতা বিবরণ।

তদনন্তর রাণী চন্দ্রকুমারী সিন্ধানওয়ালা অজিত সিংহকে আনাইয়া স্বকার্য্যের ভারার্পণ পূর্ব্বক গোপনে শের সিংহের বিরুদ্ধ চেষ্টায় অভিনিবিষ্টা হইলেন রাজা গোলাপ সিংহ ও ধ্যান সিংহ জম্মু নগরে যাত্রা করিলেন ঐ কালে দুরাচারিণী রাণীর তিন জন সঙ্গিনী শের সিংহের মন্ত্রণাদিষ্টা হইয়া এক রাত্রে রাণীকে প্রহারাঘাতে বিনষ্টা করিলেক, অজিত সিংহ পুনর্ব্বার বৃটিস অধিকারে পলাইয়া রহিলেন তদাপরে শের সিংহ সিন্ধানওয়ালা ও রাণীর সপক্ষ অন্যান্য সরদার দিগের বৃত্তিচ্ছেদ ও জায়গীর অধিকৃত করিয়া লইলেন। তাহাতে খালসা সৈন্যেরা বিরূপ হইয়া প্রথমত আপনারদিগের বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিল, শের সিংহ সম্মত না হইলে তাহারা একদা লাহোর লুণ্ঠন ও অন্যূন দুই সহস্র রাজভৃত্য হনন করিয়া এতাদৃশরূপে নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়াছিল ঐ কালে কাশ্মীর ও মুলতানের গবর্ণর ও পেসোয়ারের মধ্যে কর্ণেল ফর্ড সাহেব ও মন্দিদেশে লেপটেনণ্ট ফোলকেস সাহেব স্বীয়২ অধীনস্থ সৈন্য হস্তে নিহত হন, জেনরল কোর্ট সাহেব ও সেনাপতি বেণ্টুরা সাহেবের অধীনস্থ সৈন্যেরা স্ব স্ব স্বামির সর্ব্ব সম্পত্তি লুটিয়া লয় সাহেবেরা রাজপুরে লুক্কায়িত হইয়া রক্ষা পান, এতদ্রূপে সমগ্র পঞ্জাব রাজ্য সৈন্য দ্বারা নিষ্পীড়িত ও উপদ্রুত হয়, পরে রাজা ধ্যান সিংহ বহু কষ্টে সেনা দিগকে ভূরি অর্থ পারিতোষিক প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া শের সিংহকে নিরুপদ্রব করিলেন, কালান্তরে শের সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি আত্মীয়তা চিহ্ন প্রকাশ ও ধ্যান সিংহ প্রভৃতির অমতে জেনরল পোলাক সাহেবকে বৃটিস সৈন্য সহিত কাবোল গমনের পথ প্রদান এবং সুশাসিত রূপে রাজকার্য্য করাতে মন্ত্রির সহিত বিপক্ষতার উদয় হয় এতাবতা সিন্ধানওয়ালাকে স্বপক্ষ করণাভিলাষে কালসর্পকে আলিঙ্গনের ন্যায় লীনা সিংহকে কারামুক্ত করত স্বীয় মৃত্যুদ্বার

অস্ত্র ক্ষেপ করাতে তিনি "হ্যাদাদা" বলিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে অজিত সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন তৎপৃষ্ঠে বুধ সিংহ ও গঙ্গা সিংহ করধৃত করবাল নিষ্কোষ করিয়া হন্তাকে ও অন্যান্য তিন চারি ব্যক্তিকে বিনষ্ট করত আপনারাও বিপক্ষ হস্তে নিহত হন, তাহার পর জেনরল বেণ্টুরা সাহেব অল্প সৈন্য লইয়া কিয়ৎকাল অজিত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পলায়ন করিলেন। ঐ দিবস সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজা শের সিংহের পুত্র কুমার প্রতাপ সিংহ নগর বাহিরে বাজোচানাভ্যন্তরে শত২ দীন ক্ষীণ বিপ্রাদিকে ধন বস্ত্রাদি দান করিতেছিলেন (ঐ রাজপুত্রের ন্যায় সুশ্রী সুশীল সদন্তঃকরণ দীনবৎসল অন্য কেহ রাজবংশে জন্মেন নাই) অকস্মাৎ অজিত সিংহ সেই অরক্ষিত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে বিনষ্ট করত পিতা পুত্রের মুণ্ড লইয়া নগর প্রবেশ করিলেন, পথিমধ্যে অল্পলোক সহিত ধ্যান সিংহের সাক্ষাৎ পাইয়া মুণ্ডশির দর্শন করাইলেন, তাহাতে মন্ত্রী প্রতাপ সিংহের মরণে খিদ্যমান হইয়া অজিত সিংহের প্রতি দোষার্পণ করিলেন অনন্তর অজিত সিংহ মন্ত্রিকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজপুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন এক্ষণে রাজা কে হইবে তাহাতে মন্ত্রী দলিপ সিংহের নামোল্লেখ করাতে ক্রোধাকুল হইয়া গুরু গৌরমুখ সিংহের আজ্ঞাক্রমে পিস্তলাঘাতে তাঁহার প্রাণ নাশ করিয়া তাঁহার মৃতদেহ তৎপুত্র হীরা সিংহের নিকট, নগর বাহিরে পাঠাইয়া রাজপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্ত দশ মহিষী দাস দাসী ও সদ্যোজাত বালক পর্য্যন্ত নিহত করিয়া নগরের দ্বারাবরোধ পূর্ব্বক সসৈন্য লইয়া রাজপুরে অবস্থান করিলেন। কি আশ্চর্য্য দৈব কার্য্য, স্ত্রীহত্যারূপ পাপাশ্রিত হইয়া অল্পকালের মধ্যে মহারাজ শের সিংহ পুত্র মিত্র কলত্র সচিব সমভিব্যাহারে যমালয়ে যাত্রা করিলেন।

হীরা সিংহ ও অজিত সিংহের মৃত্যু বিবরণ।

মহারাজের মরণের পর মন্ত্রিপুত্র হীরা সিংহ জেনরল এবেটেবিলি সাহেবের নিকট সৈন্যাধ্যক্ষগণ সহিত আনন্দ হৃদয়ে রাজ মৃত্যু বিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন এমতকালে লাল সিংহ মিশ্র দ্বারা

[illegible] সংবাদ শুনিয়া নিরানন্দের সহিত শোকসন্তপ্ত বদনে [illegible] বক্তৃকে আপন পিতৃব্য রাজা সচেত সিংহ ও অধ্যক্ষদিগের সমীপে কহিলেন আমি পিতৃ মরণে ম্রিয়মাণ হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে অথবা পিতৃ হন্তাদিগকে হনন করিয়া মদীয় হৃদয়ানল তাপ নির্বাণ করুন এই কথায় সচেত সিংহ ও জেনরল বেন্টুরার সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সুসজ্জ হয় পরে খালসা সৈন্যদিগকে অর্থ দানের প্রলোভ দর্শাইয়া হীরা সিংহ নগর বেষ্টন করিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রায় কিশোরী সিংহ সচেত সিংহের সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রমে রায়েল মসজিদ অধিকৃত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন ঐ দিবসীয় রাত্রে হীরা সিংহ কিশোরী সিংহের হস্তে সাম্ঘাতিক আহত হন, তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৮৪৩ সালের ১৬ সেপটেম্বর উক্ত সিংহ নগর প্রাচীরে তোপের সংযোগ পূর্ব্বক অসীম সাহসে অল্প সৈন্য সহিত নগর প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষ সেনাকে ছিন্নভিন্ন করত দ্বার মুক্ত করিলেন, এ কালে সমস্ত সেনাগণ নগর প্রবিষ্ট হইয়া দাবানলে বন দাহনের ন্যায় বিপক্ষ সৈন্য মর্দ্দন ও নগর লুণ্ঠন করিলেক, পরে অজিত সিংহ নিরুপায় হইয়া রজ্জু সোপান দ্বারা দুর্গের নির্জ্জন স্থানীয় প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু ঐ কালে এক জন যবন সেনা তাঁহার শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক হীরা সিংহের নিকট মস্তক আনিয়া দিবাতে দশ সহস্র মুদ্রা সহিত অবিলম্বে পুরস্কৃত হয়, পরে জয়যুক্ত মন্ত্রিপুত্র পিতৃহন্তা অজিত সিংহ ও লীনা সিংহের মৃত দেহ নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া শ্মশানে নিক্ষেপ করিলেন, তাঁহারদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও হয় নাই। তদনন্তর হীরা সিংহ রাজকোষ হইতে সৈন্যদিগকে ভূরি অর্থদানে বশীভূত করত তদ্দ্বারা নানা স্থানীয় বিপক্ষ মারণে উদ্যম করিলেন এবং অভয় দান পূর্ব্বক দলিপ সিংহকে তাঁহার মাতার সহিত রাজান্তঃপুরে আনাইয়া আপনি মন্ত্রিত্ব পদ ধারণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মাগণ রাজ দ্রোহিতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা পাপ বশতঃ অচিরাৎ সমুচিত দণ্ডিত হইয়া পারলৌকিক অনন্ত নরকানলে নিঃক্ষিপ্ত হইল।

হীরা সিংহের একাধিপত্য ও সুচেত সিংহের মৃত্যু বিবরণ।

মহারাজ শের সিংহের মরণের পূর্ব্বে আতর সিংহ সিন্ধানওয়ালা নিক্কালয়ে গিয়াছিলেন পরে তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু সংবাদে ভীত হইয়া সপরিবারে ফিরোজপুরে পলাইয়া যান, হীরা সিংহ ১৮৪৪ সালের ২ ফিব্রুআরি বাসরে সমারোহ পূর্ব্বক পঞ্চবর্ষীয় বালক দলিপ সিংহকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিয়া তৎপশ্চাৎ লাল সিংহ মিশ্রকে ও পণ্ডিত জালাকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিলেন, তাঁহার পর তাহার পরম বান্ধব ইউরোপীয় সেনানীদিগকে পঞ্জাব হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, জমাদার খোষাল সিংহের জায়গীর ও নগদ্বৃত্তি নিজের ভোগ্যাপত্নী পুত্র কাশ্মীর ও পেশোয়ার সিংহের জায়গীর শিয়ালকোট নগর ও তদধীন দেশ কাড়িয়া লইলেন (যে সকল লোক লাহোর অধিকৃত হন ঐ বৎসর রাজকুমারের জন্ম হইয়াছিল একারণ তদীয় পেশোয়ার সিংহ এবং কাশ্মীর অধিকার করণ বাক্যে জন্ম গ্রহণ প্রযুক্ত কাশ্মীর সিংহ নাম রক্ষিত হয়,) এবং সেকালে বিশেষ রাজকুমারেরা রাজা সুচেত সিংহের শরণাপন্ন হন, ঐ সময়ে রাজা গোলাপ সিংহের সহিত লাহোর গবর্ণমেণ্টের বিবাদ ঘটনা হইল, তৎপ্রযুক্ত সুচেত সিংহ লাহোরে আসিয়া উক্ত উভয় বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে মনস্থ করিলেন ইতিমধ্যে খালসা সৈন্য সহিত হীরা সিংহের কলহ ঘটনা হওয়াতে তত্রস্থ অধ্যক্ষেরা রাজা সুচেত সিংহকে মন্ত্রিত্ব পদাভিষিক্ত করাইবার মানসায় তন্নিকট আহ্বান পত্র পাঠাইয়া দেন এতদুভয় কারণে উক্ত রাজা কয়েক দল সৈন্য সহিত লাহোর যাত্রা করিলেন আগমন কালে রাজা গোলাপ সিংহের নিষেধ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, উক্ত রাজার অপ্রত্যাশিত আগমন বার্ত্তায় হীরা সিংহ ভীত হইয়া ধন দানে অবাধ্য সেনাগণকে বশীভূত করিলেন, এবং পণ্ডিত জালার পরামর্শে ঐ রাজার প্রাণ নষ্ট করণীয় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, এমতকালে সুচেত সিংহ রাবী নদীর পরপারে শাহদেরা স্থানে সৈন্য সমূহ পরিত্যাগ করত কেবল চতুর্দ্দশ জন অমাত্য সহিত ১৮৪৪ সালের ২৬ মার্চ্চ বিকালে লাহোর নগরে প্রবিষ্ট

মুদ্রা ফিরোজপুরে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ন্যস্ত করিলেন এবং প্রতিকারার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন মচেত সিংহের মরণের পর তাঁহার সৈন্যেরা কিয়ৎ দিন পর্য্যন্ত রাবী নদীর পরপারে অবস্থিতি করিয়া পরে গোলাপ সিংহের পত্রানুসারে জম্বূনগরে উঠিয়া যায়।

কাশ্মীর সিংহ ও গুরু ভাই বীর সিংহের
মৃত্যু বিবরণ।

রাজা মচেত সিংহের মরণের পর তাঁহার ভার্য্যা হীরা সিংহের প্রতিকারার্থ প্রতিহিংসা প্রবাহে পতিতা হইয়া অর্থ দ্বারা কাশ্মীর ও পেশোয়ার সিংহের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন এবং নানকের আর্য্য পদাভিষিক্ত গুরু ভাই বীর সিংহ রাজপুত্র দিগকে রাজ্য প্রদানের আশা দান করত সৈন্যদিগকে পত্র লিখিলেন এবং সিন্ধান ওয়ালা আতর সিংহ আপন সৈন্য লইয়া তাঁহারদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন, ঐ কালে লাহোর সৈন্যগণের পঞ্চাইত অর্থাৎ সভা হইয়া তদ্দ্বারা পেশোয়ার সিংহকে নজিরত প্রদানের পরামর্শ স্থৈর্য্য হয় এবং তথা হইতে অমৃত সর নগরে ভাই বীর সিংহের নিকট আহ্বান পত্র যায়, তদনুসারে উভয় রাজকুমার ও আতর সিংহ এবং গুরু স্বয়ং তিন সহস্র সৈন্য সহিত লাহোর যাত্রা করিলেন এতদ্দ্রবণে হীরা সিংহ পুনরায় বহু অর্থ প্রদান পূর্ব্বক সৈন্যগণকে বশীভূত করত বিপক্ষগণের প্রাণান্তিক দণ্ড প্রদানার্থ মিয়ানলাব সিংহ প্রভৃতির সহিত প্রায় দশ সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দেন, এতদুভয় সৈন্যে হরিকি পত্তনের নিকট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে আতর সিংহ হস্ত্যারোহণে শতদ্রুপার হইতে যত্ন করিলেন কিন্তু করিবর কোন ক্রমেই তীর হইতে বারি মধ্যে অবরোহণ করিল না পরে অশ্বারোহণ করিয়াও এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া পুনর্ব্বার ঐ সিংহ যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হন, শীক সেনার গোলাঘাতে এক ছিন্ন পদ হইয়া অনুচর দিগকে কহিলেন, পাপ শীকরাজ্যে দুরাত্মাগণের বিশ্বাসে বঞ্চিত হই-

য়া আকালিক কালের করাল বদনে প্রবিষ্ট হইলাম এতদ্রূপে দুরাত্মা আহ্বান পূর্ব্বক সচেত সিংহকে বধ করিয়াছে, যেন আমার মৃত দেহ গুরু দ্রোহি পঞ্জাব ভূমিতে সৎকৃত ও সমাধিস্থ না হয়, নদীস্রোতে নিঃক্ষেপ করিবা, ক্ষণ পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদ্দেহ শতদ্রুতে নিক্ষিপ্ত হইল. আতর সিংহও বিপক্ষ হস্তে ছিন্ন শিরা হইলেন, পেশোয়ার সিংহ লাহোরে শরণাগত হইবার মানসে পলায়ন করিলেন, কাশ্মীর সিংহ মৃত হইয়াছিলেন পরে মিয়ান লাব সিংহ তাঁহাকে হনন করিলেক, যে সৈন্য দলের গোলাঘাতে গুরু বীর সিংহ নিহত হইলেন, ঐদিনাবধি তদ্দল গুরুমার নামে আখ্যাত হয় ও তাহারদিগের সহিত অপর শীক জাতিরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রকারে ১৮৪৪ সালের ৭ মে বাসরে শতদ্রু তীরে উক্ত অধ্যক্ষত্রয় নিহত হইলেন, এই যুদ্ধ দ্বারা উভয় পক্ষে প্রায় দুই সহস্র সেনা নিহত ও আহত হয়।

হীরা সিংহের মৃত্যু বিবরণ।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে পরাভূত পেশোয়ার সিংহ পলাইত হইয়া লাহোর গমন করত রাজমাতার ও হীরা সিংহের নিকট শরণাগত হইলে মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্ব জায়গীর শেয়ালকোট রাজ্য পুনরর্পণ করত বিদায় দিলেন, তিনি পথিমধ্যে আত্ম ভ্রাতার মৃত্যু বিবরণ শ্রবণে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ ফিরোজপুরে বৃটিসাশ্রয়ে অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর হীরা সিংহ সার্ব্বত্রিক শত্রু হনন পুরঃসর মহা পরাক্রম প্রকাশ করত রাজত্ব করিতে লাগিলেন, ঐ কালে মহারাজ দলিপ সিংহের মাতুল জওয়াহর সিংহকে বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া কারাবদ্ধ করিলেন, ইতিমধ্যে ৭ জুন শীত্তোপালকে জমাদার খোষাল সিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রুক সিংহকে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তেজঃসিংহ যিনি তৎকালে পেশোয়ারের গবরনর ছিলেন তাহাঁকে পদচ্যুত করিবায় তাঁহারদিগের সহিত শত্রুতার সঞ্চার হয়, অসৎসঙ্গ দোষে অপরিমিত লোভ বশত ক্রমশ রাজকোষ শোষণ ও পরধনাপহরণ করাতে একদা তাবল্লোক তাঁহার

বিপক্ষ হইল, পরে জওয়াহর সিংহ সৈন্যগণকে বহুধন প্রদানাঙ্গীকার করাতে তাহারদিগের পোষকতায় কারামুক্ত হইয়া রাজমাতার উত্তর সাধকতায় সেনানীত্ব পদে অভিষিক্ত হন ঐ সময়ে হীরা সিংহ সময় প্রবাহের বিপরীত গতি দর্শনে জম্বু দেশ হইতে দুইদল পর্ব্বতীয় সৈন্য আনাইয়া আত্ম রক্ষা করিতে লাগিলেন, সর্ব্বদা সুরক্ষিত হইয়া রাজ দরবারে যাতায়াত করিতেন, ইতি পূর্ব্বে তিনি যে লাল সিংহ মিশ্রকে সামান্যাবস্থা হইতে প্রধান পদস্থ করত রাজোপাধি দিয়াছিলেন ঐ মিশ্র সময়ানুসারে জওয়াহর সিংহের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক রাত্রে তাঁহার বিপক্ষগণ সৈন্য সমূহকে বশীভূত করত নগরমধ্যে তাঁহার বাসস্থল আক্রমণ করিলেন, ঐ কালে উক্ত সিংহ বুদ্ধি পূর্ব্বক স্বকীয় অধিকাংশ সৈন্য দ্বারা শীক সৈন্যের গন্তবরোধ করত অন্যূন ছয়শত সৈন্য ও অমাত্যগণের সহিত গোপনে নগর হইতে পলায়ন করেন শীক সরদারেরা কিঞ্চিৎকাল যুদ্ধ করত উক্ত সিংহের পলায়ন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া সরদার শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা আতর সিংহ কালীওয়ালা ও খোষাল সিংহের পুত্র কৃষ্ণ সিংহ এবং জওয়াহর সিংহ স্বীয়২ সৈন্যসহ তৎপশ্চাদ্ধাবিত হন, লাহোর হইতে প্রায় আটক্রোশান্তরে পলায়িত সৈন্য সহিত ধাবিত সৈন্যের সাক্ষাৎ হইলে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল ইত্যবসরে হীরা সিংহ, পণ্ডিতজালা, মিয়ানলাব সিংহ ও দেওয়ান দেবানন্দ নানা দিগে পলাইয়া যান, পরে শীক সৈন্যেরা জয়যুক্ত হইয়া তাঁহারদিগকে নানাস্থানে হনন করিয়া প্রত্যেকের মস্তক জওয়াহর সিংহের নিকট আনিয়া দেন, গোলাব সিংহের পুত্র মিয়ান শোভন সিংহকে ধৃত করত লাহোরে লইয়া আইসে, ঐ স্থানে তিনিও নিহত হন, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে অন্যূন দেড় সহস্র সৈন্য বধ হয়। এবম্প্রকারে হীরা সিংহ গুরু, মিত্র, পিতৃব্য ও রাজদ্রোহিতা পাপে পরিপূর্ণ হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করত অমাত্যগণ সহিত জমাদ্দারের বুইলি নামক স্থানে ১৮৪৪ সালের ২১ ডিসেম্বরে পাপানুরূপ মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যমালয়ে যাত্রা করিলেন।

জওয়াহর সিংহের কর্তৃত্ব প্রাপ্তি ও মৃত্যু বিবরণ।

হীরা সিংহের মরণানন্তর সৈন্যগণের মধ্যে পঞ্চাইত হইয়া রাজা গোলাব সিংহকে মন্ত্রিত্বাভিষেক করণ মন্তব্য হয়, পরে রাজমাতার ও লাল সিংহ মিশ্রের পোষকতায় জওয়াহর সিংহ প্রধান সচিবত্বে নিয়োজিত হইয়া বিবেচনা করিলেন এক্ষণে রাজ পরাক্রম কেবল সৈন্যের হস্তগত হইয়াছে তাহারা ইচ্ছামত বাহুবলে বারম্বার রাজা ও মন্ত্রি হনন এবং পুনঃস্থাপন করিতেছে তাহারদিগের পরাক্রম অবসান ব্যতিরেকে কদাচ শ্রেয়ঃ নাই, কিন্তু কোন প্রবল বলবর্দ্ধিত রাজার সহিত যুদ্ধ ঘটনা না হইলে সৈন্য ক্ষীণ হইতে পারেনা এই বিবেচনায় প্রথমত রাজা গোলাব সিংহের সহিত বিবাদারম্ভ করিয়া তদ্বিরুদ্ধে বহু সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তাহাতে গোলাব সিংহ ভীত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ ও দুর্গ সজ্জীভূত করিতে লাগিলেন পরে শীক সৈন্যগণ জম্বু নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি সমাদর পূর্ব্বক তাহারদিগকে বস্ত্রাহারধন দানে বশীভূত করত রাজকর স্বরূপে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন, এমতে শীক সৈন্যেরা সন্তোষ চিত্তে অর্থ লইয়া লাহোর যাত্রা করিল, পথিমধ্যে নিশীথ সময়ে গোলাব সিংহের দ্বারা উপদিষ্ট পর্ব্বতীয় সৈন্যেরা শীক সেনার শিবিরাক্রমণ পূর্ব্বক তাবদর্থ হরণ করত পলাইয়া যায়, এতদ্দ্বারা শীক সৈন্যেরা গোলাব সিংহের প্রতারণা নিশ্চয় করিয়া লাহোরে সংবাদ পাঠাইয়া দেয় তাহাতে জওয়াহর পুনর্ব্বার বহুদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু খালসা সেনাদিগের সহিত উক্ত রাজার পূর্ব্বাবধি প্রণয় ও জওয়াহর সিংহের প্রতি মনোগত আক্রোশ সজীব থাকিতে খালসা সৈন্যেরা ঐ রাজার প্রদত্ত দান মানে সন্তোষ হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব পদ প্রদানার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া লাহোর প্রত্যাগত হয়, যে সৈন্য হস্তে উক্ত রাজার উভয় ভ্রাতা, ও পুত্রদ্বয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বধ হইয়াছে তাহারদিগের বাক্যে লোভের বশতাধীন প্রচুরৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধ জ্ঞান বৃদ্ধ রাজা লাহোরে আগত হইলেন, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে বহুদল সৈন্য আনয়ন করিয়াছিলেন তিনি ১৮৪৫ সালের

এপ্রেল মাসের প্রথমার্দ্ধে লাহোরে উপস্থিত হইলে রাজমাতা সৈ
গণের আশঙ্কায় তাঁহাকে পদাভিষিক্ত করণে সম্মতা হইয়াও গতিক্রি
দ্বারা কালহরণ করিতে লাগিলেন, পরে তাঁহাকে ২৩ এপ্রেলে সভ
আহ্বান করিয়া সচেত সিংহের স্থানে একত্রিংশৎ ও হীরা সিংহে
স্থানে সার্দ্ধদ্বিচত্বারিংশৎ লক্ষ সরকারের প্রাপ্য মুদ্রা এবং একাদ
লক্ষ মুদ্রা উজীরী পদের নজর অর্থাৎ দর্শনী চাহিলেন, রাজা প্রথম
তাহা স্বীকার পাইয়া নগরীয় নিজাবাসে আসিয়া বিবেচনা করিলে
পঞ্চ সপ্ততি লক্ষ মুদ্রা রাণীকে প্রদান করিয়া সৈন্যগণকেও অঙ্গী
কৃত স্বর্ণবলয় ও স্বর্ণ কণ্ঠা প্রদানেও প্রায় ত্রিংশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় বিশে
যত বহু বিপক্ষ মধ্যে জীবনের নিশ্চয় নাই, তাহার পর জওয়াহ
সিংহ গোপনে গুপ্ত ঘাতির দ্বারা তাঁহার প্রাণ নাশ করণের উদ্যো
করিতে লাগিলেন, এবম্প্রকারে ঐ রাজা কৌশলক্রমে লাহোর হইতে
স্বরাজ্যে গমন করিলেন, এতদনন্তর জওয়াহর সিংহ ফিরোজপুর হই
তে সচেত সিংহের গচ্ছিতার্থ প্রাপ্তীচ্ছায় বৃটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট
পত্র পাঠাইয়া দেন, তাহা প্রাপ্ত না হইবায় সৈন্যদিগকে বৃটিসাধিকার
আক্রমণার্থ প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন, অনন্তর আগষ্ট মাসের প্রথমে
রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও অভদ্রতা দর্শনে সৈন্যগণ পুনর্ব্বার পঞ্চাইৎ
করিয়া মন্ত্রির পদ প্রদানার্থ লীনা সিংহ মিজিতিয়াকে মনোনীত
করিলেক কিন্তু উক্ত সরদার সচেত সিংহের মৃত্যুর পর রাজকীয়
ব্যাপারের অভদ্রতা দর্শনে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে পাপ পঞ্জাব রাজ্য পরি-
ত্যাগ করত চলিয়া যান, তৎকালে তাঁহার বারাণসী ক্ষেত্রে অবস্থান
প্রযুক্ত বিলম্বসাধ্য বিবেচনায় সৈন্যেরা পেশোয়ার সিংহকে আহ্বান
করিল তিনি ফিরোজপুর হইতে ৫ সেপ্টেম্বরে লাহোর যাত্রা করিলে-
ন, এই সন্ধান পাইয়া জওয়াহর সিংহ সরদার শ্যাম সিংহ আতারিওয়া-
লাকে পত্র দ্বারা উক্ত রাজকুমারকে পথিমধ্যে বিনষ্ট করিতে উপদেশ
দেন, তদনুসারে উক্ত সরদার আপন সৈন্য সহিত রাজপুত্রের প্রতি
আক্রমণ করত ক্ষণিক যুদ্ধের পর তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। খালসা
সৈন্যেরা তৎসংবাদ প্রাপ্তে ক্রোধাকুল হইয়া প্রথমত তাহারদিগের
প্রাপ্য বক্রি বেতন চাহিলেক ও জওয়াহর সিংহকে কহিয়া পাঠা-

তিনি সচিবত্ব গ্রহণ কালে তাহারদিগের প্রত্যেক জনকে স্বর্ণ
দণ্ড ও কণ্ঠা প্রদানীয় যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করুন
নচেৎ তাহারা অবাধ্যতারূপে রাজ্য উচ্ছিন্ন করিবেক, এতৎসংবাদে
মহারাজ্ঞী ত্রাসিতা হইয়া তাহারদিগের সান্ত্বনা ও প্রবোধোদয়ার্থ
ফকীরনুরউদ্দিন ও লালসিংহ এবং দেওয়ান দীননাথ প্রভৃতিকে
প্রেরণ করিলেন, সৈন্যেরা তাঁহারদিগকে শিবিরমধ্যে বদ্ধ করিয়া
কহিয়া পাঠাইল অভিলষিত ধনদান না করিলে তাঁহারদিগকে প-
রিত্যাগ করিবেক না, অথবা রাজমাতা রাজকুমারকে ও স্বভ্রাতা
জওয়াহির সিংহকে সমভিব্যাহারে আনিয়া তাহারদিগের নিকট ধন
দানের অঙ্গীকার করিলে ক্ষান্ত হইবে, লালসিংহ দুই দিন পরে রাজ
বাটীতে আসিয়া রাণীর নিকট কহিলেন আপনার ও জওয়াহির
সিংহের গমন করণে কোন শঙ্কা নাই সৈন্যের অধিকাংশ লোক বশী-
ভূত হইয়াছে, তৃতীয় দিবসে দেওয়ান দীননাথ আগত হইয়া ঐ রূপ
কহিলেন, তদনন্তর ২০ সেপ্টেম্বরে ফকীরনুরউদ্দিন আগত হইয়া
সৈন্যদিগের বশীভূততা বিজ্ঞাপন করাতে রাণীর ও জওয়াহির সিংহের
দৃঢ় প্রত্যয় হইল। ২১ সেপ্টেম্বর বিকালে রাণী নরযানে ও শিশুরাজ
কুমার দলিপ সিংহ জওয়াহির সিংহের সহিত হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ
করিয়া বহুশত ছত্র দণ্ডধারি অশ্বারোহি পদাতিক ও অমাত্যবর্গে বে-
ষ্টিত হইয়া মিয়ান মীর স্থানে উপস্থিত হইলেন এমত কালে সৈন্যগণ
শ্রেণী পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া রাজা দলিপ সিংহের চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়
মান হইল, রাজমাতা পটগৃহে প্রবিষ্টা হইলেন, এবং রাজ সমভি-
ব্যাহারি সেনাগণ ও কুঞ্জর হয়ারোহি অমাত্যগণ নানাদিগে চলিয়া
গেল, পরে সৈন্যগণের আজ্ঞাক্রমে রাজ হস্তিপক হস্তিকে বসাইয়া রা
জকুমারকে তাহারদিগের হস্তে অর্পণ পুরঃসর পুনর্ব্বার হস্তি দণ্ডায়মান
করাইল, সৈন্যেরা রাজকুমারকে দূরান্তরিত করত জওয়াহির সিংহের
প্রতি গুলি নিঃক্ষেপ করিল, উক্ত সিংহ আপন মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া
ক্রন্দন পূর্ব্বক কাকুতি বিনতি সহিত সৈন্যগণকে বিতরণার্থ যে অর্থ
আর অলঙ্কার আনিয়াছিলেন তত্তাবদর্পণ করিলেন তথাপি তাহার
দিগের নির্দ্দয় হৃদয় মধ্যে দয়ার উদয় হইল না, ক্ষণকালের মধ্যে

শতং গুলি নিঃক্ষেপ করত তাঁহাকে হনন পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যা হারি রত্ন সিংহ ও ভ্রাতা বাইয়ের শিরশ্ছেদ করিয়া রাজমাতারে দলিপ সিংহের সহিত পরদিবস দিবা দশদণ্ড পর্য্যন্ত বদ্ধ রাখিয়া পরিত্যাগ করিল, পরে পৃথ্বী সিংহ নামক একজন অধ্যক্ষ সৈন্যগণরে প্রত্যেক অষ্টাদশ মুদ্রা ও সুখ স্বর্ণকর ভূষণ প্রদানীয় অঙ্গীকারে বাধ করিয়া আড়াই দিবস উজিরী পদস্থ ছিলেন এমত কালে লালসিংহ তাহারদিগকে তদধিক ধনদানের অঙ্গীকারে মুগ্ধ করত মন্ত্রি পদ গ্রহণ করিলেন এই ষড়যন্ত্র ব্যাপারে লালসিংহ প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা লিপ্ত ছিলেন। এস্থলে শাস্ত্র বাক্য প্রত্যক্ষ হইতেছে যথা পাপাশ্রয়ে মনুষ্যের ইহ পারলৌকিক শ্রেয়ো হইতে পারেনা যেহেতু অত্যুৎকট পাপ কি পুণ্য ইহলোকে তিন বর্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ কিম্বা দিন ত্রয়ে ফল প্রদান করিয়া থাকে এতদ্বিষয়ের ভূরিং উদাহরণ পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে ইদানীন্তন আধুনিক দৃষ্টান্তে প্রাগুক্ত সত্য বিবরণ সামান্যে গণিত হইতে পারে না দেখ রণজিৎসিংহের মরণের পর সপ্তবর্ষের মধ্যে হিংসালোভের বশতাপন্ন হইয়া জিঘাংসা দোষে রাজকুল অমাত্যবর্গ সহিত নির্ম্মূল হইলেন।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে বৃত্তখণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তঃ।

যুদ্ধখণ্ড।

শীক সৈন্যের বৃটিসাধিকার আক্রমণ বিবরণ।

জওয়াহর সিংহের মরণে তাঁহার ভার্য্যা চতুষ্টয় মৃত দেহের সহিত সহগমন করিলেন কথিত আছে চিতারোহণ পূর্ব্বে রোরুদ্যমান বদনে কহিলেন যে সকল সৈন্য সেনানী গণ অকারণ অস্মদাদির ও স্বামির অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে তাহারদিগের সেই পাপ পুঞ্জ আত্ম নাশের কারণ হইবে ও তাহারদিগের মৃত দেহ অগ্নিদ্বারা সৎকৃত

রিবেক না এবং পশ্বাদিরাও ভোজন করিবে না, সেই পতিব্রতাদিগের অভিসম্পাত বাক্য অচির কাল মধ্যেই ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ হইল, যেহেতু জওয়াহির সিংহের মৃত্যু পরে একদা রাজসৈন্যগণের অন্তঃকরণে যুদ্ধোৎসাহের উদয় হয়, তাহা সেনাপতি সমূহের ও সচিবগণের সদুপদেশে শাম্য হইল না ক্রমশ তাহারদিগের প্রতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, রাজমাতা ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী লাল সিংহ সৈন্যদিগের প্রগাঢ় যুদ্ধাভিমত নিবারণ করণে স্বকীয় সামর্থ্যাভাব প্রযুক্ত সংপ্রতি তাহারদিগের অনুকূল কার্য্যের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন ঐরূপ সেনাপতি সকল রাজঘাতি সেনাগণের আশঙ্কায় ভয়ার্ত্ত হইয়া মনের অপ্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেন, কোনং শীকাধ্যক্ষ খালসা সৈন্যের পাতনার্থ মানসিক যত্ন যাপ্য রাখিয়া মৌখিক বাক্য দ্বারা তাহারদিগকে ঝটিতি বৃটিসাধিকার আক্রমণের প্রবৃত্তি দান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা গোলাব সিংহ পত্র দ্বারা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করণের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, তাহার অনন্তর প্রাপ্তে তিনি যুদ্ধোদ্যম নিবারণার্থ যত্ন না করিয়া বরং সহায়তা করণীয় অঙ্গীকার পূর্ব্বক শীক সেনার উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন ইতঃ পূর্ব্বে শীক সৈন্য দ্বারা তাঁহার পূজ্য ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রাদি স্বজন গণের প্রাণনাশ হওয়াতে তিনি শীক রাজ্যের সহিত সৈন্যের পরাক্রম বিভঙ্গ করণে আন্তরিক যত্নবান্ ছিলেন কিন্তু স্বশক্তির অনায়ত্ত কার্য্য জ্ঞানে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেন নাই সুতরাং অভিলষিত লাভের অযাচিত ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে পরমানন্দিত হইয়া খালসা সৈন্যের অশুভধ্যানে অহরহ কাল যাপন করিতে থাকিলেন, অনন্তর শীক সৈন্যেরা প্রচররূপে যুদ্ধোপযোগি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় রাজ্য সীমার পোলিটিকেল এজেণ্ট অর্থাৎ রাজকীয় কার্য্য তত্ত্বাবধারক শ্রীযুত মেজর ব্রাডফুড সাহেবের পত্র দ্বারা লাহোর রাজ্যের রাজকীয় কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও অবাধ্যশীক সেনাদিগের দৌর্জ্জন্য বার্ত্তা শ্রবণে সন্দিগ্ধ চিত্তে ইং ১৮৪৫ সালের

২২ সেপটেম্বরে কলিকাতা রাজধানী হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন, এবং আগরায় উপস্থিত হইয়া লাহোরীয় ব্যাপারে সন্ধানার্থ মেজর ব্রাডফুড সাহেবের সহিত মেজর লিচ সাহেব, কাপ্তেন মিলস সাহেব, মেং নিকলসন সাহেব, মেং কনিংহেম ও মেং এবট প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করত সর্ব্বদা শীক সৈন্যের সংবাদ উক্ত সাহেবদিগের পত্র ও দিল্লী গেজেট সম্বাদ পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইতে লাগিলেন, তথাপি বিপক্ষ সৈন্যের প্রতিরোধার্থ শতদ্রুনদ তীরে সৈন্য দ্বারা কোন উপযুক্ত উপায় করিতে পারেন নাই তৎকারণ এই যে মৃত রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত কৃত সন্ধি অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবাক্রমণ করণে বিলাতের মন্ত্রিবর্গের ও ডাইরেকটরস্ সভার অমত প্রায় ছিলনা শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর বিলাতীয় পত্রে এই মাত্র আজ্ঞা ছিলেন যে শীকেরা সন্ধিভঙ্গ করিয়া শতদ্রুপরপারে আইলে তাহার-দিগকে নিরাকৃত করিয়া দেন, পরন্তু পঞ্জাবীয় যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজ গফ সাহেবের সমহ মতের অনৈক্য ঘটনায় নানাস্থানীয় সৈন্য সংগ্রহের কাল বিলম্ব হইয়াছিল, বিশেষতঃ শীক জাতিরা শতদ্রুপার হইবে ইহা প্রধান সেনাপতি সাহেব ও ব্রাডফুড সাহেব প্রভৃতি কেহ নিশ্চয় বিশ্বাস করেন নাই বরং তাঁহারা বিপক্ষের প্রতি স্নেহ জ্ঞানে কহিতেন বিপক্ষেরা বৃটিসাধিকার আক্রমণ রূপ মৌখিক ভয় দর্শন করাইতেছে। যদি শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর আত্ম বুদ্ধিতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিতেন তবে বিপক্ষেরা শতদ্রুপারে আসিয়া আকালিক প্রলয় ঘটাইতে সমর্থ হইত না।

অনন্তর নবেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব মিরাট প্রভৃতি স্থানীয় সৈন্য দিগকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা পাঠাইয়া দেন এবং আপনি কর্ণালে স্থিত হইয়া যুদ্ধ দ্রব্য ও সৈন্য সংগ্রহ করেন এতদনন্তর শীক সৈন্যেরা যুদ্ধোপযোগি তাবদনুষ্ঠান প্রস্তুত পূর্ব্বক পত্র দ্বারা শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরকে বিজ্ঞাপন করিলেক যে রাজা সচেত সিংহের রাণী অষ্টাদশ লক্ষমুদ্রা ফিরোজপুরে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ন্যস্ত করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে লাহোর দরবারে প্রত্যর্পণ করুন,

নতুবা খালসা সৈন্যেরা বলপূর্ব্বক তত্তাবদর্থ আনয়ন করিবেক, এবং ঐ পত্রের উত্তর প্রাপণীয় কাল প্রতীক্ষা না করিয়া শীক সেনারা নানা-স্থলে বিভক্ত হইয়া ফলোর ও হরিকি পত্তন স্থানে আগমন পূর্ব্বক ক্রমশঃ পার পার হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ফিরোজপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত জান লিটলর সাহেব প্রায় ছয় সহস্র সৈন্য সহিত যুদ্ধার্থ দুর্গ সজ্জীভূত করত শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের নিকট অম্বালায় পত্র লিখিলেন তদ্দৃষ্টে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ স্থান হইতে স্ত্রী বালক বৃদ্ধাতুর দিগকে মিরাট প্রভৃতি দূরস্থানে প্রেরণ পূর্ব্বক ফিরোজপুর আগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুতগামি ডাকদ্বারা মিরাট লুধিয়ানা ও সবাথু এবং শিমলা পর্ব্বতীয় সৈন্য গণকে ঝটিতি আগমনার্থ আজ্ঞা পত্র প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর শীক সৈন্যগণ রণ সভা করিয়া তেজঃ সিংহকে সেনানীত্ব কার্য্যে অভিষিক্ত করিল, রাজা লাল সিংহ যুদ্ধ কার্য্যে পটুতর নহেন তথাপি সৈন্য গণের অনুরোধে তাঁহাকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইতে হইল, ফলত রণস্থলে আগমনার্থ তাঁহার মনোগত যত্ন ছিলনা, পরে সরদার তেজঃ সিংহ ও জেনরল গোলাব সিংহের অধীনস্থ ২৪ সহস্র পদাতিক ও ১০ সহস্র অশ্বারোহিরা ১০০ শত শতঘ্ন তোপ সহিত ১৩ ডিসেম্বরে হরিকি পত্তনের নিকটে নৌকা নির্ম্মিত সেতু দ্বারা শতদ্রুপরপার হয় এবং সরদার রণজোর সিংহ, দশ সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র হয়ারূঢ় সৈন্য ও ষষ্টিতম তোপ সহিত লুধিয়ানার প্রতিকূলে ফলোর ঘাটে উপস্থিত হইলেন ১৪ ডিসেম্বর সমশের সিংহের সহিত পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক ও সপ্ত সহস্র অশ্বারোহি সৈন্যেরা ত্রিংশৎ কামান লইয়া ফিরোজপুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিল এবং অন্যান্য বাহিনী পতিরা স্বীয়২ সৈন্য সহিত শতদ্রুপার হইতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে অন্যূন পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক ও পঞ্চ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহি সৈন্যগণ দুই-শত তোপ ও তিনশত উষ্ট্রবাহি জম্বুরা নামক অস্ত্র সহিত বৃটিসাধিকার আক্রমণ পূর্ব্বক নানাদলে বিভক্ত হইয়া দিগ্বিদিক ব্যাপিত হইল এবং শীক জাতির সহকারি অনেকানেক শীক ভূম্যধিকারিরা ও জায়-গিরভোগী অধ্যক্ষেরা স্বীয়২ সৈন্য লইয়া তাহারদিগের সহিত সমবেত

হন, তদ্দ্বারা আশু শঙ্কাক্রমে দক্ষিণ পঞ্জাবের প্রজাগণ স্ত্রী পুত্র ধন প্রাণ লইয়া নানাস্থানে পলায়ন করিল। ঐ কালে দুর্বৃত্ত শীক সেনারা স্বরাজ্য ও পররাজ্যের প্রজা বৃন্দের ধন স্ত্রী দ্রব্য হরণে যে প্রকার নির্দ্দয়তাচার করিয়াছিল তাহা আত্যন্তিক পরিতাপনীয়।

অনন্তর ভারতবর্ষের গবরনর বাহাদুর শীক সৈন্য দ্বারা বৃটিসাধিকার আক্রমণ সংবাদ শ্রবণে ১৩ ডিসেম্বরে রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন করিলেন যে মৃত রাজা রণজিৎ সিংহের সহিত ১৮০৯ সালের কৃত সন্ধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শীক সৈন্যেরা বৃটিসাধিকার আক্রমণ দ্বারা মিত্রতা ভঙ্গ করিয়াছে অতএব শীক রাজের যাবদীয় পর পারের অধিকার বৃটিস রাজ্য ভুক্ত করা যায়, এবং যে সকল রাজগণ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত সুখে কালযাপন করিতেছেন তাঁহারা এসময়ে মিত্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক যথাসাধ্য সহায়তা করুন; তদন্যথায় যে সকল রাজারা কিম্বা বৃটিসাধিকারের প্রজারা শীক রাজের আনুকুল্য করিবেন তাঁহারদিগকে বিপক্ষ জ্ঞান করিয়া সমুচিত দণ্ড বিধান করা যাইবে,, এই ঘোষণা পত্র প্রকাশের পর পাটিয়ালার ও ভুপালাদি স্থানের ভুপালেরা স্বীয়২ সৈন্য নিচয় গবর্ণমেণ্টের সহায়তার জন্য পাঠাইয়া দেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত গবরনর বাহাদুর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের সহিত অম্বালায় ও কর্ণালের যাবদীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য লইয়া ব্যগ্রচিত্তে দ্রুতগতিতে ফিরোজপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, বসিয়ান স্থানে লুধিয়ানার সৈন্যগণ ব্রিগেডর হুইলর সাহেবের আজ্ঞাধীন সমবেত হয়, তাহারদিগের সহিত ২৯ সংখ্যক শ্রীমতী মহারাণীর ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য এবং কোম্পানি বাহাদুরের ১ সখ্যক লাইট ইনফেনট্রি ও ১১ ও ৪১ সখ্যক নেটিব ইনফেণ্ট্রি অর্থাৎ এদেশীয় পদাতিক সৈন্য ও কর্ণেল কাপ্তেন ডেনিস সাহেবের অধীনে তোপ সমূহ নীত হয়, এতদ্ভিন্ন ৯,২৯,৩১,৫০, ও ৮০ সখ্যক শ্রীমতী মহারাণীর বিলাতীয় পদাতিক সৈন্য দল এবং ২, ১১, ১৬, ২৪, ২৬, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ও ৭৩ সখ্যক দেশীয় পদাতিক সৈন্য প্রত্যেক দলে সহস্র যোদ্ধা নিযুক্ত ছিল এবং শ্রীমতী মহারাণীর ৩ সখ্যক লাইট ড্রাগুণ নামক অশ্বারোহি সৈন্য

৩ শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের দেহ রক্ষক ৩।৪ ও ৯ সংখ্যক অশ্বারোহি সৈন্যগণ গমন করিল, সমুদয়ে গণিত সংখ্যা বিংশতি সহস্রের অধিক হইবেকনা, তদনন্তর মৃত রাজা শের সিংহের জায়গীর প্রদেশের রাজধানী অদনি নগর আক্রমণ করণার্থ মন্ত্রণা স্থিরতা হইলে সৈন্যগণের দ্বারা উক্ত নগর আক্রমণ পূর্ব্বে নগরীয় লোকেরা দুর্গদ্বারাবরোধ করিয়া থাকিল কোন প্রকারে বিপক্ষতাচরণ করিলনা বরং কিয়ৎ পরিমাণে পশ্বাদির আহারীয় তৃণ দান করিয়াছিল, উক্তস্থানে আগত হইয়া প্রণিধিরা বিজ্ঞাপন করিলেন এক দল বিপক্ষ সৈন্য বৃটিস সৈন্যের গত্যবরোধার্থ সন্নিহিত স্থানে আগত হইয়াছে এতাবতা ১৮ ডিসেম্বর প্রত্যূষে ফিরোজ পুরাভিমুখে সৈন্যগণ যাত্রা করিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অগ্রগামি শীক সৈন্যেরা ১৩ ডিসেম্বর শতদ্রু পরপারে আগত হইয়া একদা শীক ও বৃটিস রাজ্য অত্যাচারে ব্যাপ্ত করিয়া ১৪ ডিসেম্বরে র. জা লা. সিংহের অধীনস্থ সৈন্যেরা ফিরোজপুরের ধনাগার লুণ্ঠন করণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হয়, ঐ সময়ে ফিরোজ পুর দুর্গে পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত ছিল তাহা বহু সহস্র শীক সেনারা ষট্ সহস্র বৃটিস সৈন্যকে পরাভূত করিয়া গ্রহণে সমর্থ হইত কিন্তু সৌভাগ্য বশত রাজা লাল সিংহ ঐ উদ্যোগে সম্মত না হইয়া সৈন্য দিগকে কহিলেন যে নীতিজ্ঞ লোকেরা কহেন জয় ও যশ ইচ্ছু যোদ্ধৃবরেরা অতুল্য সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবেনা যেহেতু শ্রেষ্ঠজন নীচ গণকে জয় করিলে ও যশ নাই কিন্তু পরাজয় হইলে অপমান দ্বারা জীবদ্দশায় ম্রিয়মাণ রূপে থাকিতে হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে খালসা সৈন্যের ভুজবলে ভূমণ্ডল বিজয়ী যবন জাতির উচ্চ গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করত ভারতবর্ষে তীক্ষ্ণরূপী হইয়াছিলেন অধুনা সেই সৈন্যেরা এই কিঞ্চিত্মাত্র মুষ্টি পরিমিত সৈন্য দ্বারা পরাজিত হইলে তাহারদিগের চিরসঞ্চিত পুঞ্জায়মান যুদ্ধ যশ বিলুপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি, বিশেষত বহু দিনাবধি অস্মদাদির আগমন বার্ত্তা ও শীক সৈন্যের বল বিক্রম বিজ্ঞাত থাকিয়া এই অল্প সৈন্য যখন এস্থানে অবস্থিত আছে তখন অবশ্যই তাহারা আত্ম রক্ষার কোন বিশেষ উপায় করিয়া থাকিবে বোধ করি দুর্গের বহির্দ্বারে ভূমধ্যে ভূরি আগ্নেয় বস্তু সঞ্চয় করিয়াছে, শীক সৈন্যের আগ-

মন মাত্র তাহাতে অগ্নিযোগ করিয়া বহু সৈন্যকে ক্ষণকালে ভস্মীভূত করিবেক। অতএব অস্মদাদির কর্ত্তব্য যে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের সহিত যুদ্ধ করত তাঁহারদিগকে পরাভব পূর্ব্বক ভারতবর্ষ অধিকারের চেষ্টা পাই অথবা তাঁহারদিগের হস্তে নির্জ্জিত হইলে ও অপমান নাই। রাজা লাল সিংহ যথার্থ প্রাগুক্ত কারণাধীন কিম্বা ভীরুতাবশত ফিরোজপুর আক্রমণার্থ সৈন্য দিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন এমত নহে ফলতঃ শীক সৈন্যগণের অচিরাৎ পাতনার্থ তাঁহার মনের বিশেষ যত্ন ছিল নতুবা বৃটিস সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক ভারতবর্ষাধিকার করণে তাহাঁর মানসিক সংকল্প ছিলনা ইহা অন্যান্য প্রমাণে পশ্চাৎ প্রতিপন্ন হইবেক।

মুদকি স্থানীয় যুদ্ধ।

অনন্তর রণোৎসাহে প্রায়োন্মত্তশীক সৈন্যেরা রাজা লাল সিংহের প্ররোচনায় ফিরোজপুর পরিত্যাগ করত অম্বালাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৭ ডিসেম্বর মুদকি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানীয় এক২ স্তূবাকার শিকতা রাশির উর্দ্ধভাগে স্থানে২ চত্বারিংশৎ তোপ স্থাপন ও ঐ স্থানের পার্শ্ববর্ত্তি নিবিড় ঝাউবন মধ্যে জাম্বূরা ও তোপ, যোজনা পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া বৃটিস সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিল।

অনন্তর অম্বালা নগর হইতে বৃটিস সৈন্য সামন্তগণ প্রধান সেনাপতি ও শ্রীযুত গবরনর সাহেবের সহিত গুরুতর রূপে দ্রুত গমনে পথশ্রম ক্ষুৎ পিপাসায় শ্রান্ত-ক্লান্তে মুদকি স্থানে আগত হইয়া প্রায় যুদ্ধোন্মুখ পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক ও তত্তুল্য অশ্বারোহী শীক সৈন্যকে দর্শন করিল, কশৌলি ও সবাতু হইতে আগত সৈন্যেরা পথশ্রান্তে জলাভাবে এমত কাতর হইয়াছিল যে তাহারদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে হস্তি পৃষ্ঠে আনয়ন করিতে হইল, দিবা দুই প্রহরের পর শ্রীযুত মেজর জেনরল হেরিস্মিথ সাহেবের ও মেজর জেনরল সর জান মেকেস্কিল সাহেবের ও মেজর জেনরল গিলবর্ট সাহেবের সৈন্যেরা লেপ্‌টেনণ্ট কর্ণেল ব্রুক সাহেবের অধীনস্থ অশ্বারোহী গোল-

স্বাজ্ঞ সৈন্যের সহিত তিন সংখ্যক ড্রাগন অশ্বারোহী সৈন্য ৪। ৫। ৯ সংখ্যক গবরনর জেনরলের দেহ রক্ষক অশ্বারোহী সৈন্যেরা মুদকী স্থানের সম্মুখবর্ত্তী হইল, এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজ গফ সাহেব অবিলম্বে ব্রিগেডের হোয়াইট সাহেব, গফ ও মাকটিয়র সাহেবের পদাতিক সৈন্য লইয়া বিপক্ষের ব্যূহ মুখে অগ্রসর হইলেন, ঐ সময়ে ব্রিগেডের ক্রুক সাহেবের অশ্বারোহী সৈন্যেরা অগ্রগামি সৈন্যের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিল এবং অশ্বারোহী সৈন্যদল কক্ষদেশ রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইল, এই রূপে দ্বাদশদল সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ দ্বারা বিপক্ষের সিবির বেষ্টন করিল কিন্তু অরণ্য পশ্চাতে বিপক্ষের অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহি গোলন্দাজেরা প্রচ্ছন্ন ভাবে দণ্ডায়মান ছিল তাহারদিগকে নিবারণের কোন উপায় হইল না, দিবা ৩।।০ ঘণ্টা সময়ে যুদ্ধারম্ভ হয় ও সায়ং কাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে প্রলয় কালীন ঘন ঘোর নিস্বন শতং বজ্রাঘাতের ন্যায় তোপের ভীষণ গর্জন দ্বারা দিক্করিগণ বধির অধীর হইয়া ভূপৃষ্ঠ কম্পমান করিল এবং মুহুর্ম্মুহুঃ তোপ বন্দুক মুখ নিঃসৃত ধূম দ্বারা রণ ভূমির সহিত দিগন্তরাল অন্ধীভূত হইল কেবল মধ্যেং নিবিড় জীমূতাবরিত তমোময়ী রাত্রিতে উল্কা স্ফুলিঙ্গ পতনে দিগালোকনের প্রায় প্রজ্জ্বাল্যমান গোলাসে কেো পরস্পর অবলোকন হইতে লাগিল এবং প্রখরতর অশ্বচয়ের লৌহমণ্ডিত ক্ষুরাঘাতে ক্ষুণ্ণক্ষৌণীতল বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত ধূলি সমূহে [illegible] পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল, এবং পক্ষদ্বয়ে শূরবরেরা রণবাদ্যে উন্মত্তবৎ বিপক্ষ [illegible] অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিল। শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর স্বয়ং ওয়াটরলো স্থানে মহাশয় নেপোলীয়ান বোনাপার্টির ফরাসিস সৈন্য সহিত সংগ্রামে যে প্রকার ত্রাসিত না হইয়াছিলেন ততোধিক সেই বোনাপার্টির পূর্ব্ব সেনাপতি জেনরল আলার্ড ও বেণ্টুরা সাহেবের দ্বারা সুশিক্ষিত শীক সৈন্যের অস্ত্রাস্ত্র পরিচালনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং যে সকল সৈন্যেরা লার্ড ক্লাইব, ওয়ালেসলি, উইলিংটন এবং কম্বর মেয়র সাহেবের অধীনে মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছে তাহারাও বিপক্ষের পরাক্রমে কিয়ৎকাল কাষ্ঠবৎের ন্যায় জড়বৎ হইয়াছিল, ভারতবর্ষ অধিকার কালাবধি ইংলণ্ডীয়েরা এতদ্দেশীয় সৈন্যের

ঈদৃশ যুদ্ধ পটুতা দর্শন করেন নাই। প্রলয়কালীন শত২ উল্কাপ-তনের ন্যায় বিপক্ষের গোলাবর্ষণে বারম্বার বৃটিসসেনারা ভগ্নোদ্যম হয় পরে তোপযুদ্ধে তাহারদিগকে পরাভব করণে অসমর্থ জানিয়া প্রধান সেনাপতি অশ্বারোহি সৈন্যকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া ব্রিগেডর হো-য়াইট ও গফ সাহেবের সৈন্যদিগকে বিপক্ষের বামপার্শ্ব ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দেন তৎসমভিব্যাহারে ড্রাগুণ সৈন্য ও গবরনর বাহাদুরের শরীর রক্ষক হয়ারূঢ় সৈন্যেরা বিপক্ষের উপর আক্রমণ করিলেক এবং তিনি স্বয়ং ব্রিগেডর মাকটিয়র সাহেবের সৈন্য সহিত ৪ সংখ্যক লেনসর অর্থাৎ ভল্লাস্ত্রধারী এবং ৯ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন এবং অন্যং সেনাপতিরা স্বীয়২ সৈন্য সহিত অবারিত পশ্চাদ্ভাগে ধাবমান হইল এইকালে উভয় পক্ষীয় ভয়েচ্ছু সেনারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, ড্রাগুণ নামক অশ্বারোহি সৈন্যেরা শত্রুগণের ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তূলা পূরিত বস্ত্রাবৃত শীক সেনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত দ্বারা অধিক হানি করিতে পারে নাই, পরে এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্যের সঙ্গিনাঘাতে বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের কটকাবলী পলায়িত হয়, এবং অশ্বারোহি সৈন্যের পরাক্রমে অরিগণের বামপার্শ্বস্থ অসংখ্য অশ্বারোহিরা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পলাইয়া যায়, ঐকালে জেনরল পেল ও মেকেস্কিল সাহেব প্রভৃতি রণদক্ষ সেনাপতিরা শীকদিগের মধ্যব্যূহ ভেদ করিয়া অরণ্যের নিকট ধাবিত হইলে বিক্ষেরা অরণ্য মধ্যস্থ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া ও পশ্চাদ্ভাগের শীক সেনারা উচ্চভূমি প্রাপ্ত হইয়া দুই দিগ হইতে গুলি বর্ষণে বহুশত বৃটিস সৈন্য বিনষ্ট করিলেক, এবং অশ্বারোহি প্রধান২ সেনানীগণকে লক্ষ করিয়া গুলিক্ষেপ দ্বারা বহুতর যোদ্ধাগণকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেক, ইতিমধ্যে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা অপ-রিমিত রূপে বালুকা উড্ডীয়মানা হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে অন্ধী-ভূত করত দিগন্ধকার করিল, ঐকালে অরণ্যস্থ সমস্ত শীক সৈন্যেরা বৃক্ষপত্র প্রতিরোধে ধূল্যবরুদ্ধ চক্ষু না হইয়া চক্ষুষ্মানের ন্যায় গুলি নিঃক্ষেপ করিয়াছিল পরে রাত্রি তিমিরাবৃতা হইলে বামভাগের সৈন্যে-রা সঙ্গিনের যুদ্ধে শীক গোলন্দাজদিগকে পরাভূত করিয়া তাহারদিগের

সপ্তদশ বৃহদাকার তোপ কাড়িয়া লয়, তথাপি শীকসেনারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রণভূমি পরিত্যাগ করে নাই, পরে তাহারদিগের সেনাপতি লালসিংহ আত্মশঙ্কায় রণভূমি পরিত্যাগ করাতে সৈন্যেরা যুদ্ধকার্য্য উপেক্ষা করিয়া ফিরোজ সাওয়ালা স্থানে তেজসিংহ সেনাপতির পরিবেষ্টিত প্রধান শিবিরে ১৯ ডিসেম্বরে যাত্রা করিলেক।

এইযুদ্ধে জালালাবাদ বিজয়ি মহাশূর জেনরল শেল সাহেব ও বিখ্যাত রণ পণ্ডিত মেজর জেনরল সর মেকেস্কিল সাহেব, শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের মোসাহেব মেজর ডবলিউ আর হেরিস সাহেব, দ্বিতীয় মোসাহেব কাপ্তেন মনরু সাহেব, ও কাপ্তেন জেসপ্যার ট্রোয়র প্রভৃতি ত্রয়োদশজন প্রধান সেনাপতি ও ১৯২ জন ইউরোপীয় যোদ্ধা এবং ২ জন এতদ্দেশীয় বাহিনীপতি এবং আটজন অশ্বপালক রণভূমে নিহত এবং মেজর পি গ্রাণ্ট সাহেব ও গবরনর সাহেবের মোসাহেব কাপ্তেন জি পি হিলর সাহেব, কাপ্তেন ড্যাস উড সাহেব প্রভৃতি ৩৯ জন সেনাপতি ৩ জন এতদ্দেশীয় সেনানী ৫৯৮ জন সৈন্য ও বাদ্যকর এবং ২১ জন অশ্ব রক্ষক আহত হয় তন্মধ্যে অনেকের ক্রমশঃ প্রাণত্যাগ হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে কোন যুদ্ধে এতদধিক বৃটিস সৈন্য বিনষ্ট হয় নাই শীক জাতিরা হিন্দুস্থানীয় সৈন্যগণকে উপেক্ষা করত কেবল বাছিয়া২ বৃটিস সেনা ও অশ্বারোহি সেনানী গণের প্রতি গুলি লক্ষ করিয়াছিল বিশেষতঃ শ্রীমতী মহারাণীর ৩ সংখ্যক ড্রাগুন ও অশ্বারোহী এবং ৯, ৩১, ৫০ ও ৮০ সংখ্যক পদাতিক বিলাতীয় সৈন্যেরা বিপক্ষের তোপাধিকার কালে অধিকাংশ নিহত হয়। এই যুদ্ধে শ্রীযুত গবরনর জেনরল ও শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব দিগের সর্ব্বভিব্যাহারি প্রায় যাবদীয় প্রধান সেনাপতিরাই হত ও আহত হন, বর্ত্তমান সময়ে বৃটিস সৈন্যতুল্য স্থল ও জল যুদ্ধে বিশারদ অন্য কেহ নাই। এই বিবেচনাধীন মহারাজ শীকরাজ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত কখন যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হন নাই, কিন্তু বল দর্পিত পঞ্জাব বিজয়ি শীক সেনারা বারম্বার বৃটিস সৈন্য সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনারদিগের বল বিক্রম পরীক্ষা করণে ইচ্ছুক ছিল, যদ্যপি মুদকির যুদ্ধে তাহারদিগের বল প্রকাশের কিছু মাত্র ত্রুটি ছিলনা তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় ফরাঙ্গিস ও শীক জাতির

রণপণ্ডিত সেনাপতির অবিদ্যমানতা বশত নিয়মের বিশৃঙ্খলতায় যথার্থ বল পরীক্ষা হয় নাই, কেনন৷ জেনরল এলার্ড সাহেবের মৃত্যুর পর অশ্বারোহি সৈন্যদিগের যুদ্ধ শিক্ষা নিবারণ হয় এবং মহারাজ শের সিংহের সময়ে তাহারা অবাধ্য হইয়া প্রায় ফরাসিস সেনাপতি দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল তদবধি পদাতিক সৈন্যেরা আর রণ বিদ্যা অভ্যাস করে নাই বিশেষতঃ খালসা সৈন্য মধ্যে তোপ পরিচালনীয় কার্য্যে আফগানীয় যবন সৈন্যেরা আমীর দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা শুলতান মহাম্মদের অধীনে ছিল যদ্যপি যবনেরা যুদ্ধে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই তথাপি শীক জাতির পাতনার্থ তাহারদিগের মানসিক যত্নের অভাব ছিলনা বিশেষতঃ খালসা সেনারা অধর্ম্মাশ্রয় দ্বারা বারম্বার দেশ বিকৃত করিয়া স্বেচ্ছাধীন প্রজার ধন প্রাণ গ্রহণ ও প্রধান২ সেনাপতি এবং অধ্যক্ষ মন্ত্রিগণ রাজকুল এবং গুরু হনন করাতে তাহারদিগের পাতনার্থ প্রধানাপ্রধান তাবল্লোকেরা প্রার্থনা করিয়াছেন, মুদকির যুদ্ধে তাহারদিগের উপদেশার্থ প্রাচীন রণদক্ষ সেনাপতি কেহ ছিলেন না এবং যাঁহারা নামমাত্র সেনাপতিত্ব করিয়াছেন সৈন্যেরা তাঁহারদিগের বাক্য গ্রহণ করে নাই যেমত বৃটিস সৈন্য সহিত স্বয়ং প্রাচীনশূর গবরনর বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি সাহেব এবং বহুতর দিগ্দেশ বিজয়ি সেনাপতিরা উপস্থিত থাকিয়া সেনাদিগকে যুদ্ধ করাইয়াছেন তেমত শীক জাতির ফরাশিশ সেনাপতি ও পূর্ব্বের যোদ্ধাপতিরা বর্ত্তমান থাকিয়া এ যুদ্ধারম্ভ হইলে উভয় পক্ষের প্রকৃত বল পরীক্ষা হইত কিন্তু এই যুদ্ধে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ও প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবেরা স্বয়ং অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ সময়ে উপস্থিত না থাকিলে শীক সৈন্যকে পরাজয় করণের ক্ষণমাত্রও প্রত্যাশাছিল না, বিশেষতঃ শীক অধ্যক্ষদিগের মনে কেবল দূর্ব্বৃত্ত রাজ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করণেরি যত্ন ছিল বৃটিস পরাক্রম বিলোপ করণের চেষ্টা নয়, তাহা ফিরোজপুর আক্রমণ বিষয়ে এবং মুদকির যুদ্ধাবসান কালে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ সময়ে শ্রান্ত ভ্রান্ত তৃষাক্রান্ত বৃটিস সৈন্য মধ্যে কিয়ৎ সঙ্খ্যক ইউরোপীয় পদাতিক সেনারা অন্ধকারে দিগ্ভ্রমে আত্ম-

পাক্কীয় শিবির জ্ঞানে শীক জাতির শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্ময়াপন্ন হয় ও তাহারদিগকে হননে উদ্যত শীক সৈন্যগণকে নিবারণ করিয়া লাল সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিরা বৃটিস সেনাগণকে জলপান করাইয়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক২ মুদ্রা দিয়া পথ দর্শক লোকদ্বারা বৃটিস শিবিরে পাঠাইয়া দেন। মুদকির যুদ্ধে শীক জাতির কেবল এক জন যবন সেনানীর সহিত অল্প পরিমাণে সৈন্য বিনষ্ট হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

ফিরোজসা স্থানীয় যুদ্ধ বিবরণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে শীক সৈন্যগণ ১৩। ১৪ ডিসেম্বর শতদ্রুর পার আক্রমণ পূর্ব্বক ভিন্ন২ দলে বিভক্ত হয় তন্মধ্যে সেনাপতি তেজঃ সিংহ প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ও পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া মৃন্ময় প্রচীর বেষ্টিত ফিরোজসাওয়ালা গ্রাম প্রান্তরে অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘে ও পাদক্রোশ পরিসর ভূমির পার্শ্বত্রয় প্রশস্ত পরিখায় ও তত্তীর স্তুবাকার মৃত্তিকায় প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে একশত বৃহত্তোপ স্থাপন করত সৈন্য রক্ষণ করিলেন এক দিগ নগর প্রাচীরে আবরিত ছিল ১৯ ডিসেম্বর মুদকি হইতে পরাভূত শীক সেনারা ত্রয়োবিংশতি তোপ সহিত ঐ স্থানীয় সৈন্যদল মধ্যে মিলিত হইল এতদুভয় সৈন্যে ফিরোজসার দুর্গে সমুদয়ে ৪৫ সহস্র পদাতিক ও ২৫ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য গনিত হয়। ঐ দিবস পরাহ্নে বৃটিস পক্ষীয় চরগণ মুদকিতে আগত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেক ফিরোজসা স্থানে পুনর্ব্বার ত্রিশ সহস্র সৈন্য মুদকি আক্রমণার্থ সজ্জিত হইয়াছে এতৎ সংবাদে বৃটিস সৈন্যগণ আত্মরক্ষার্থ দৃঢ়রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত ছিল, ২০ ডিসেম্বর মিরাটের ও ফিরোজপুরের সৈন্যগণের আগমন প্রতীক্ষায় ঐ স্থানে কালক্ষেপ হয়। ঐ দিবসীয় রাত্রে প্রত্যেক সেনাপতিকে আজ্ঞা দেওয়া যায় যে তাঁহারা স্বীয়২ সৈন্য লইয়া রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টা সময়ে ফিরোজসা গ্রামে যাত্রা করেন, ঐ রাত্রে ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল শ্রীযুত সর হেনেরি

হার্ডিঞ্জ বাহাদুর আত্মপদ উপেক্ষা করিয়া লেপটেনণ্ট জেনরলী অর্থ দ্বিতীয় সেনাপতিত্ব পদ স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর নিরূপিত কালে সৈন্য সামন্তগণ ফিরোজসা স্থানাভিমু যাত্রা করিল, গমনকালীন শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ব্যাধিত আহ সৈন্যগণের সহিত শিবির রক্ষার্থ কিয়ৎ সঙ্খ্যক সৈন্য রাখিয়া ফিরে জসা যাত্রা করিলেন পথিমধ্যে ফিরোজপুর হইতে জান লিটল সাহেব ১২, ১৪, ৩৩, ৪৪, ৫৪ সঙ্খ্যক এতদ্দেশীয় ও ৬২ সঙ্খ্য শ্রীমতী মহারাণীর ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য লইয়া মিলিলেন, স দায়ে বিংশতি সহস্র পদাতিক সার্দ্ধত্রিসহস্র হয়ারূঢ় ও নয়শত গোল ক্ষেপক সৈন্য গণিত হয়, এবং প্রত্যেকে তিনশের বারুদধারি তত্থারি শৎ ও ৪।। শের বারুদ ধারি চতুর্বিংশতি তোপ ও দুইটা বৃহদাকা অস্ত্র রণ ভূমিতে নীত হইয়াছিল। মুদকি হইতে অন্যুন আটক্রো পথ গমন করত বৃটিস সৈন্যেরা শ্রান্ত হইয়া দিবা দশদণ্ড সময়ে ফিরে জপুরে উপস্থিত হয়, ঐকালে তেজঃ সিংহ বুভুক্ষিত পথশ্রান্ত সৈন দিগকে শীঘ্র পরাজয় করণেচ্ছায় যুদ্ধারম্ভ করিতে স্বীয় সৈন্যগণে আজ্ঞা দেন, প্রথমত অগ্রগামী সৈন্যেরা ফিরোজসা স্থানে উপস্থি হইয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরলের বস্ত্রময় গৃহ অর্থাৎ তাম্বু স্থাপ করিতেছিল এমত কালে শীক সৈন্যেরা শিবির হইতে বিনির্গত হই তাহারদিগের প্রতি গুলিক্ষেপ করিল ও কয়েক জনকে ধৃত করি লইয়া গেল পশ্চাৎ পশ্চাদ্ভাগের সেনাগন উপস্থিত হইলে উভয় পা যুদ্ধারম্ভ হয়, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজ গফ সাহেব অপূর্ব্ব সৈন ব্যূহরচনা পুরঃসর দক্ষ শাখা স্বরূপে দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিলেন, গবরন জেনরল বাহাদুর (একণে দ্বিতীয় সেনাপতি) বামকক্ষে দণ্ডায়মা হইলেন, মেজর জেনরল গিলর্ট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ শ্রীমতী মহা রাণীর ২৯, ৮০ সংখ্যক বিলাতীয় পদাতিক ও ১২, ১৬, সঙ্খ্যক গ্রিনে ডিয়র নামক সৈন্য দল এবং ৪৬ সঙ্খ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন লইয়া মধ্যভাগে অবস্থান করিলেন সেনাপতি শ্রীযুত সর হেরি স্মি সাহেব প্রথম শ্রেণী পদাতিক অর্থাৎ শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর ৩১, ৪৭, ২৪ ৫০, ৪২, ৪৮ সঙ্খ্যক সৈন্যদল সহিত ব্যূহের পশ্চাৎভাগে থাকিলেন

তীয় শ্রেণী পদাতিক সৈন্যের ৯, ২৬, ৭৩, সখ্যক দল বৃগেডর ওয়া-
ল্‌স সাহেবের অধীনে থাকিল, চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত ১২। ১৪। ৩২। ৩৩
৩৪। ৭৪ দল পদাতিক সৈন্য শ্রীযুক্ত জান লিটলর সাহেবের অধীনে
হের বামভাগে নিযুক্ত রহিল এই রূপে চতুর্থ শ্রেণীতে যুযুৎসু সেনা-
বিভক্ত হইয়া বিপক্ষমারণে অগ্রসর হইল। অশ্বারোহি সৈন্যগণ
শ্রেণীত্রয়ে পৃথক হইয়া পদাতিক সৈন্যের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করত
গেডর হ্যারিয়ট সাহেবের আজ্ঞাধীন বিপক্ষ হননে উদ্যম করিল,
বং তোপওয়ারি গোলন্দাজ সৈন্যেরা বৃগেডর ব্রুক সাহেবের উপদেশে
নাস্থানে তোপ যোজনা করিয়া বিপক্ষ ব্যূহ মধ্যে গোলা বর্ষণ করিতে
াগিল।

বৃটিস সৈন্যেরা বিপক্ষদিগের ক্ষীণাংশ ব্যূহভেদ করিয়া পরাজয়
রণের উদ্যোগ করিল কিন্তু শত্রুরা ঐ অভিপ্রায় অনুভব করিয়া তাব-
্গ ভুজরূপে রক্ষা করিতে লাগিল, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তোপযুদ্ধে
পক্ষগণকে পরিভব করণে অসমর্থ হইয়া শেষ বৃটিস সেনাপতিরা
কির ন্যায় অশ্বারোহি সৈন্যের অস্ত্রযুদ্ধে তোপ হরণ করিতে মনস্থ
রিলেন, সেই প্রকার শীক সেনারাও বারম্বার শিবিরের বহির্ভাগে
াসিয়া বৃটিস সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, এক২ বার তাহা-
েগের দ্বারা বৃটিস সৈন্যেরা ও বৃটিস সৈন্য দ্বারা তাহারা তাড়িত হ-
ল ও পরস্পর অস্ত্রাঘাতে শত২ শূরগণ সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ
রিতে লাগিল ও ক্ষণে২ ক্ষত বিক্ষত বিকলাঙ্গ সেনারা ভূপৃষ্ঠে পতিত ও
র্চ্ছিত হইল, এই রূপে ভীষণ লোম হর্ষণ সংগ্রামে দীর্ঘ কালপর্য্যন্ত
রস্পর জয় লাভের প্রত্যাশা ছিলনা, বামভাগে শ্রীযুক্ত জান লিটলর
াহেব বারদ্বয় অরিগণের শিবিরাক্রমণ পুরঃসর তোপ হরণের উদ্যম
রত স্বসৈন্যে অরাতি কর্ত্তৃক ভগ্নোদ্যম ও দূরাবসরণ হইলেন, দিবা-
সান সময়ে শ্রীযুত জেনরল গিলবর্ট সাহেব অসীম সাহসে যুদ্ধকরত
ফিরোজসা গ্রামের পশ্চাদ্ভাগে গমন পুর্ব্বক বিপক্ষের শিবির মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া তোপ গ্রহণে উদ্যত হন, কিন্তু তোপ রক্ষার্থ পশ্চাদ্ভাগে
য শীক সৈন্য সমূহ দণ্ডায়মান ছিল তাহারা একদা বারিবর্ষণবৎ স-
স্রে২ অস্ত্রাস্ত্রে অগ্নিময়গুলি বৃষ্টি দ্বারা বৃটিস সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া

দেয়, বিপক্ষেরা বাহ্যমুখে স্থানে২ ভূমিমধ্যে আগ্নেয়বস্তু পূরিত করি
ছিল ঐকালে তাহাতে হুতাশন প্রদানে ভীষণ নিঃস্বনে বায়ুবেগে
বিদীর্ণা হইয়া কালানল সদৃশ অগ্নিরাশি নিঃসৃত হওত শতং সৈন
্যের পাণিপদ মস্তক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড২ করিয়া প্রচণ্ডবেগে নানাদি
নিঃক্ষেপ করিল সেই ভয়ঙ্কর শব্দে দূরস্থ সৈন্যগণ অনেকে কম্পিত
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন হইয়াছিল এবং ঐ মহাশব্দে আলোকাকীর্ণ বস্তু
দর্শনে অশ্ব সমূহ চীৎকার শব্দে দিগ্বিদিগ পবনবেগবৎ ধাবিত হ
পদাঘাতে বহু সৈন্যের অঙ্গ ভঙ্গ করিল এবং স্থানের অসমতা বশ
অনেকে২ অশ্বারোহিরা অশ্বসহিত পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল এব
ধূমান্ধকারে দিগাচ্ছন্ন হইল, ঐকালে শ্রীযুক্ত সর হেরি স্মিথ সা
স্বসৈন্য লইয়া ফিরোজসা গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শীক সৈন্য
দূরীকৃত করিয়া দেন, পরে গিলবর্ট সাহেব ও সর হেরি স্মিথ সা
ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্যের পরাক্রমে বিপক্ষের পরিখা বেষ্টিত শি
বিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু রাত্রি প্রতিবন্ধকতায় নিবৃত্ত থাকি
লেন, শীকেরা রাত্রিকালেও যুদ্ধে ক্ষান্ত ছিল না, তাহারদিগের শি
মধ্যে আহারীয় দ্রব্য ও জলের প্রচুরতায় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হয় না
কিন্তু বৃটিস সৈন্যগণ সমস্ত দিবা নিরাহারে পথিশ্রমে যুদ্ধশ্রমে
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া স্থানে২ ত্রাহি২ শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে
কোন স্থানে শতং সৈন্য যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইতেছে
কোথায় বা সৈন্যগণ স্বীয়২ অধিপতি প্রতি দোষার্পণ পুরঃসর রণভ
ঙ্গের চেষ্টা করিতেছে, এই রূপ বৃটিস সৈন্যের দুরবস্থা দর্শন কর
শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর করুণাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধবিরাম করিয়া তাহা
দিগকে বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা দেন, তদনন্তর বৃটিস সৈন্যগণ ভূপৃ
স্থানে২ নিদ্রাগত হইলে অকরুণ শীক সৈন্যেরা শিবির রক্ষকদিগে
প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেক এবং যে স্থানে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ
গবরনর জেনরল বাহাদুর বস্ত্রময় গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন তাহ
অদূর স্থানে গোপনে আসিয়া একটা বৃহৎ তোপ স্থাপন পূর্ব্বক গোল
ক্ষেপ করিয়াছিল কথিত আছে তাহার একগোলা শ্রীযুতের তাম্বু মধ
পতিত হয় পরে বৃটিস সৈন্যেরা জাগরিত হইয়া বিপক্ষের তোপ ক

া হয়, ঐ রাত্রে এক দল শীক সৈন্য প্রচ্ছন্নভাবে ৫০ সঙ্খ্যক ইউ-
পীয় সৈন্যদিগের তাম্বু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গুলি নিক্ষেপ করিয়া-
ন কিন্তু দৈব রক্ষিতের ন্যায় সুপ্ত সৈন্যের এক ব্যক্তিও নিহত হয়
ই, পরে চতুর্দ্দিকস্থ সৈন্যেরা জাগৃত হইয়া তাহারদিগের প্রতি গু-
া হওয়াতে পলাইয়া যায় তদনন্তর শীকেরা তাবদ্দিকে বৃটিস সে-
র প্রতি গুলি নিক্ষেপ করাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হয়, তৎকালে
তে হেরি স্মিত সাহেব বুদ্ধি পূর্ব্বক আত্ম সৈন্যের মস্তকাচ্ছাদনীয়
ার উপরিস্থ শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত পরিচ্ছদ অবতরণ করাইয়া প্রচ্ছন্ন
বে বিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে গমন করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে বার-
র শীকসেনার গুলি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল তথাপি তিনি আত্মসৈন্যকে
ক সেনার প্রতিকূলে গুলিক্ষেপ নিবারণ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া
। অন্ধকারাবরোধে শীকেরা তাঁহার আগমন অনুভব করিতে পারি-
া, এমতে উক্ত সৈন্যেরা বিপক্ষের ব্যূহ আক্রমণ পূর্ব্বক সঙ্গিন যুদ্ধে
ভূমির এক দেশ হইতে শীক সেনাকে নিরাকৃত করিয়া দেয় ঐ
য়ে জেনরল গিলবর্ট সাহেব স্বসৈন্য সহিত বিপক্ষের খাত উত্তীর্ণ
য়া ঐরূপ সঙ্গিন যুদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ তোপাধিকার করিলেন তথা-
বিপক্ষগণ রণত্যাগ পূর্ব্বক পলায়িত না হইয়া অসীম সাহসে অন্যান্য
... সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল বামভাগে ফিরোজপুরের সৈন্য
হত সেং লিটলর সাহেব বিপক্ষ মুখে গমন পূর্ব্বক অনেক যুদ্ধ
রিয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষের ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ প্রযুক্ত রিপুবর্গকে অ-
মর্দ্দন করিতে অশক্ত হন, দক্ষিণভাগে শীকেরা আষাঢ়ীয় ধারাধরধারা
বৎ এবম্ভূত অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিল যে তদ্দ্বারা ইউরোপীয় সেনাগণ
মোত্তম হইয়া বারম্বার কহিল যে ঈদৃশ অগ্ন্যস্ত্র ক্ষেপণ কৌশল তা-
রা কোথাও দর্শন করে নাই, ঐ স্থানে বিলাতীয় ৬২ সঙ্খ্যক সৈন্য
লের সপ্ত সেনাপতি হত ও দশজন আহত এবং ২৩০ জন সৈন্য
নষ্ট ও আঘাত প্রাপ্ত হয়, দিবাযুদ্ধে এতদ্দেশীয় সেপাহীরা বিলাতীয়
ন্যবৎ তুল্যানুতুল্য পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু রাত্রি যুদ্ধে ক্ষুৎ
পিপাসায় ক্লান্ত হইয়া কেবল বৈকল্য কাতরতা ও ভীরুতা প্রকাশ করি
াছে কিছুমাত্র শূরত্ব প্রকাশ করিতে পারে নাই, রাত্রিযুদ্ধে ভারতবর্ষের

ভাগ্য কেবল বৃটিস সৈন্যের পরাক্রমেই রক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বা ধিকর্ত্তা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের দ্বিতীয় সেনাপতিত্ব গ্রহণে ও স্বয়ং অস্ত্রপাণি হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হওনে তাঁহার প্রতি অনেকানেক মন্ত্রণাভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারদ মনুষ্যেরা দোষার্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু এই মহাযুদ্ধে তিনি প্রাণপণ পূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধ না করিলে রণজয়ের কোন প্রত্যাশা ছিলনা, ঐ রাত্রে শ্রীযুত, বিপক্ষের পরাক্রম প্রাদুর্ভাব দর্শনে অন্তঃকরণে চিন্তিত হইয়া আপন পুত্রকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে স্বকীয় ঘড়ী ও অঙ্গুরীয়ক অর্পণ পূর্ব্বক করুণা বাক্যে কহিলেন যে কারুণ্যময় ঈশ্বরের অনুকম্পা বশতঃ যদি বিপুল বিক্রান্ত বিপক্ষাহবে জয়লাভে প্রাণ রক্ষা পায় তবে পুনর্ব্বার স্নেহাস্পদ পুত্র কলত্র পরিবারের প্রফুল্লবদন পঙ্কজ অবলোকন করিব নতুবা ভারতবর্ষের সহিত বিপক্ষ হস্তে অবনত হইয়া সমরশায়ী হইব। এতদনন্তর শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধীশ্বর কম্যণ্ডর ইন চিফ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া যাবদীয় বিলাতীয় সৈন্যগণকে একভাগে ও এতদ্দেশীয় সৈন্যগণকে অপরভাগে বিভাগ করত এতদুভয় সৈন্য দলের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশ অশ্বারোহি সৈন্য দ্বারা রক্ষণ পূর্ব্বক স্বয়ং বামপার্শ্বে ও প্রধান সেনাপতি সাহেব দক্ষভাগে অবস্থিত হইয়া বিপক্ষের শিবিরাক্রমণ করিতে আজ্ঞা দেন এবং ভয় দর্শাইয়া উচ্চ স্বরে কহেন যে কেহ ভীরুতা পূর্ব্বক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষের অভিমুখে পৃষ্ঠ দর্শন করাইবে তৎক্ষণাৎ পশ্চাভাগের অশ্বারোহি সৈন্যেরা শানিতাস্ত্রে তাহার শিরশ্ছেদ করিবে, যদ্যপি এই রণকালীন যমোপম রিপুবৃন্দের করালাস্ত্রে বহুতর সৈন্য সামন্ত কালগ্রস্ত হইয়াছিল তথাপি বীরত্ব রূপে অবশিষ্ট সৈন্যেরা শীকদিগের প্রাকার পরিখা উল্লঙ্ঘন করত রণভূমি অধিকার করিয়া অত্বরঅধিক তোপাপহরণ করাতে বিপক্ষেরা পলায়ন পরায়ণ হইলে অশ্বারোহি সৈন্যেরা অস্ত্রাঘাতে তাহারদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, অনন্তর যামিনী সুপ্রভাতা সময়ে বিপক্ষের মৃন্ময় দুর্গশৃঙ্গে ইংরাজ বাহাদুরের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হয়।

বিপক্ষ মর্দ্দন পূর্ব্বক বৃটিস সৈন্যগণের জয়যুক্ত কল্লোল কোলাহল

...দিক্ পূরিত হইল প্রধানবর্গ জয়লাভে আনন্দপাথোধি অব-
হন করত ক্রীড়োৎসব্জন দ্বারা উৎসব করিতেছিলেন এমতকালে
...সিংহ শতদ্রু তীর হইতে ত্রিংশৎ সহস্র ঘোরচরা নামক অশ্বা-
হি সৈন্য ও বহুতর প্রখর অম্বুরা নামক ক্ষুদ্র তোপ উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন
...ইয়া এবং কতিপয় বৃহত্তোপ লইয়া শুলতান খাঁ ওয়ালা স্থানে
...গত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করাতে বৃটিস সৈন্যেরা হতাশ হয়, কথিত
...ছে শীক সেনাপতিরা এতদভিপ্রায়ে উক্ত সৈন্যচয় স্থানান্তরে রক্ষা
...রিয়াছিলেন যদ্যপি বৃটিস সৈন্যগণ প্রথম যুদ্ধে জয়যুক্ত হয় তবে
...ক্ত সৈন্য দ্বারা পরিশ্রান্ত বৃটিস সেনাগণকে অচিরাৎ পরাজয় করা
...ইবে. প্রথমতঃ বৃটিস সৈন্যের গতি রোধার্থ অশ্বারোহি সৈন্যেরা অগ্র-
... হইয়া বিপক্ষের অগ্রগামি সুরঙ্গ সজ্জায় ভূষিত উত্তুঙ্গ তুরঙ্গ বল ও
...তঙ্গ দ্বারা আকর্ষিত তোপ নিচয় দর্শনে সংত্রস্ত হৃদয়ে বিনা যুদ্ধে
...ঙ্গ দেয়, পরে শীকেরা অম্বুরা ও তোপদ্বারা অগ্নিবৃষ্টি করিতে২ পূ-
...রণস্থল সমীপস্থ হইয়া পূর্ব্বস্থান পুনরধিকারার্থে মহোদ্যম করিল,
...ঐযুদ্ধে বৃটিস সৈন্যের বারুদ নিঃশেষ হওয়াতে তোপযুদ্ধ করণে
...পক্ষ মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না পরিশেষে সঙ্গিন ও অস্ত্রযুদ্ধে
...বৃত্ত হইলে শীকেরাও তদযুদ্ধে রত হয়. দিবা দশদণ্ড পর্য্যন্ত ঘোর-
...র সংগ্রামে উভয় পক্ষে সহস্র২ সৈন্যগণ ক্ষত বিক্ষত নিহত ও রণ-
...য়ে পতিত হইলে শীকেরা পলায়ন করিলেক এবং বৃটিস হয়ারূঢ়
...সৈন্যেরা তাহারদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া শুলতানওয়ালা স্থানাধি-
...ার পূর্ব্বক বিপক্ষের পঞ্চসহস্র মোন বারুদ ঐস্থানে অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ
...রিয়া দেয়, বিপক্ষেরা ভয়ক্রান্ত হইয়া পলায়নকালে কএকটা বৃহৎ
...তোপ কূপমধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া যায়, এতদুভয় দিবসে ২৪ ঘণ্টা ব্যা-
...ক কাল মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষীয় সহস্র২ মৃত মনুষ্য অশ্ব উষ্ট্র ও গবাদি
...দেহে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়াছিল. এক২ স্থলে স্তূপাকার মৃতদেহ কোন
...স্থানে শত২ মূর্চ্ছিত আহত সৈন্য দৃষ্ট হইল এবং সহস্র২ আহত জী-
...বিত লোকের ক্রন্দন ধ্বনিতে যেন পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল যে
...সকল চিকিৎসকেরা সঙ্গে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেকে মুদকী
...স্থানীয় আহতদিগের আ...রোগ্যার্থ নিযুক্ত হন, এবং বর্ত্তমান সময়ে

যাঁহারা আগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে নিঃশেষ হওয়াতে ম্রিয়মান আঘাতি সৈন্যেরদের চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না এবং দ্বিতীয় বার বিপক্ষের আক্রমণ কালে শিবির রক্ষক অশ্ব পালক যানবাহক ও অন্যান্য ভৃত্যগণের দূরস্থানে পলায়ন প্রযুক্ত দূর হইতে জল আনয়ন প্রতিবন্ধকে অনেকং আহত তৃষার্ত্ত ব্যক্তিরা জলং শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেক। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত জল প্রদানের সাধ্য ছিল না।

এই স্থানীয় যুদ্ধ ঘটনার পূর্ব্বে প্রূসিয়া রাজ্যের দিগ্‌ভ্রামক রাজ পুত্র প্রিন্স ওয়াল্‌ডের মের বাহাদুর আপন আত্মীয় ও অনুচরগণ সহিত ভারতবর্ষ দর্শনার্থ স্বদেশ হইতে আগত হন এবং দিল্লী হইতে পঞ্জাবীয় যুদ্ধকৌতুক দৃষ্টার্থ ফিরোজসা স্থানে আসিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অমাত্যগণ সহিত অস্ত্র ধারণ পুরঃসর বৃটিস সৈন্যের পক্ষস্বরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এইযুদ্ধে তাঁহার অমাত্যদ্বয় বিপক্ষ হস্তে ব্যাপাদিত হইলে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর প্রিয়বচনে তাঁহাকে যুদ্ধ কার্য্যে নিবৃত্ত করিয়া ফিরোজপুরে পাঠাইয়া দেন।

উপস্থিত যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি সাহেব দৈব রক্ষিতের ন্যায় বিপক্ষহস্তে রক্ষা পান, কথিত আছে তাঁহাকে লক্ষ করিয়া বিপক্ষ সেনার গুলিক্ষেপ করিয়াছিল সাহেবের সৌভাগ্যক্রমে ঐ গুলি তাঁহার বাহক অশ্বের বক্ষোভেদ করিয়া বাহির হয়, এবম্প্রকারে তিনি অশ্বসহিত ভূপৃষ্ঠে পতিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন, বৃটিস সৈন্যগণ ভারতবর্ষে মধ্যে ও নানা উপদ্রবোপাধিকার কালে এবম্ভূত যুদ্ধশঙ্কটে প্রধান সেনা পতি ও গবরনর জেনরলের সহিত বিপদাপন্ন হয় নাই, এই যুদ্ধে বৃটিস পক্ষীয় অধিকাংশ অশ্বারোহি সেনাপতিগণ নিহত ও আহত হইয়াছিলেন মিলেটরী সেক্রেটরী অর্থাৎ যুদ্ধ কার্য্যের সম্পাদক পর সাহসিক শূরবর মেজর সমরসেট সাহেব ২২ ডিসেম্বরে রণভূমে পতিত হন, ২১ ডিসেম্বর রাত্রিযুদ্ধে পোলিটিকাল এজেন্ট মেজর ব্রডফুড সাহেব বিপক্ষের পরিখা লঙ্ঘনকালে অশ্ব সহিত পতিত হইয়া

তিন জন বিপক্ষ সৈন্য ভল্লাঘে তাঁহার প্রাণ হনন করিলেক, গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটরী কাপ্তেন ডবলিউ হেরি সাহেব, সেক্রেটরী কাপ্তেন নিকলসন সাহেব, কাপ্তেন টড সাহেব, কাপ্তেন তামসন বাকস সাহেব, কাপ্তেন জে ই বড সাহেব, কাপ্তেন মোকস সাহেব, কাপ্তেন বর্ণেট সাহেব, কাপ্তেন মোলি সাহেব, কাপ্তেন জে ডোনি সাহেব, কাপ্তেন জে এফফিলড সাহেব, লেপ্‌টনেণ্ট কর্ণেল ওয়ালিস সাহেব, লেপ্‌টনেণ্ট সিমন্স সাহেব প্রভৃতি সমুদায়ে ৩৭ ব্যক্তি সেনাপতি ও ১৭ জন এতদ্দেশীয় সেনানী ও ৬৩০ জন বৃটিস সেনা ও ১০ জন অশ্বপালক যানবাহক নিহত এবং ৭৮ জন ইউরোপীয় ও ১৮ জন এতদ্দেশীয় সেনাপতি ১৬১০ জন বিলাতীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য ১ জন ওয়ারণ্ট আফিসর এবং দ্বাদশ জন অশ্ব রক্ষক যানবাহক আঘাতী হইয়াছিল তাহার মধ্যেও অধিকাংশ পরে বিনষ্ট হয়, প্রধান সেনাপতি সাহেবের পত্রানুসারে সমুদায়ে দুই সহস্র চারি শত পঞ্চদশ ব্যক্তি নিহত ও আহত সংবাদ প্রচার পায় কিন্তু যোদ্ধাদিগের পত্রানুসারে ও বাচনিকে তদধিক মনুষ্যের প্রাণ নাশ সংবাদ জানা গিয়াছে, কথিত আছে এই যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষে প্রায় ৮।৯ সহস্র সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু সেনাপতি মধ্যে কেবল আলুওয়ালা রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ মৌলবী গোলাম মহাম্মদ খাঁ ও বাহাদুর সিংহ ব্যতিরেকে অন্যের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

এ স্থানে লেপ্‌টেনেণ্ট বিডল্‌ফ সাহেবের আশ্চর্য্য রূপে প্রাণ রক্ষা ও শীক অধ্যক্ষদিগের সদ্ব্যবহার বিবরণ না লিখিয়া পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করা উচিত হইতে পারে না, উক্ত সাহেব স্বপত্রে নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন তিনি ৫ ডিসেম্বরে কিয়ৎ সংখ্যক রক্ষক লইয়া অম্বালা হইতে ফিরোজপুর গমন করিতেছিলেন পথি মধ্যে মুদকী স্থানে উপগত হইয়া একদল শীক সেনা দ্বারা ধৃত ও আহত হন, পরে শীকেরা তাহাকে দুই দিবস নিরাহারে রাখিয়া রাজা লাল সিংহের নিকট উপঢৌকন দেয়, উক্ত রাজা প্রথমতঃ সাহেবকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করত পরে এক জন যবনাধ্যক্ষ বেহারি আলি খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন; উক্ত অধ্যক্ষ তাঁহার বন্ধন বিমোচন করিয়া বসন ভূষণ ও আহা-

রীয় দ্রব্য দানে তুষ্ট করত সহস্র২ আকালিক শীক জাতির অসম্মতি
কতিপয় রক্ষক সহিত তাঁহাকে গবরনর বাহাদুরের নিকট প্রে
করেন, তাঁহার অপ্রত্যাশিত আগমনে তাবল্লোক বিস্মিত হইয়া আ
সহিত জগদীশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ করিলেন পরে শ্রীযুত গবর
বাহাদুর ঐ সাহেবের রক্ষকগণকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্র
পূর্ব্বক সাহেবকে কহিলেন তুমি পঞ্জাবীয় যুদ্ধে আপন উদ্ধারক
শীক অধ্যক্ষগণের প্রতি আর অস্ত্র ধারণ করিও না এতৎ প্রম
পাঠকগণ অনায়াসে অনুমান করিবেন বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টাচর
পঞ্জাবের প্রধান বর্গের ইচ্ছা ছিল না কেবল অবাধ্য সেনাদি
দুর্বৃত্ততা বশত এই অঘটনীয় যুদ্ধ ঘটনা হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ
সমাপ্তঃ।

——০০——

বাদিওয়াল ও আলিওয়াল স্থানীয়
যুদ্ধ বিবরণ।

———

ফিরোজসার যুদ্ধে শীক সরদারগণ বৃটিস সৈন্য দ্বারা পরাভূত
তাড়িত হইয়া শতদ্রু পরপারে গমন করিলে সেনাপতি তেজঃ সিং
যুদ্ধোপযোগি দ্রব্য সহিত সৈন্য প্রেরণার্থ লাহোর দরবারে পত্র লিখি
লেন এবং তদ্দ্বারা দৃঢ়তর রূপে বিজ্ঞাপন করিলেন রাজা গোলা
সিংহের আগমন ও সহায়তা ব্যতিরেকে বৃটিস সৈন্যকে জয় করিবে
প্রত্যাশা নাই, কিন্তু উক্ত রাজা চাতুরী দ্বারা আগমনের গতিরোধ
করিতে লাগিলেন পরে ফিরোজসার যুদ্ধে শীকসেনার পরাজয় সং
বাদ প্রাপ্তে হৃষ্ট হইয়া শীক দরবারের প্রত্যয়ার্থ ২০ সহস্র উষ্ট্র ও বলদ
দ্বারা বারুদ গোলাদি যুদ্ধের ও তণ্ডুলাদি অদনীয় দ্রব্য পাঠাইয়া সেন
রাজা লাল সিংহ দেওয়ান অযোধ্যাপ্রসাদ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া
২৪ ডিসেম্বরে লাহোরে উপস্থিত হইয়া রাজমাতার নিকট বালসা

ন্যের নিপাতন রূপ আন্তরিক শুভ সম্বাদ বিজ্ঞাপন করিলেন, ঐ
এস রাজা গোলাপ সিংহের প্রেরিত দ্রব্যাদি লাহোরে আগত হয়।
হাতে শীক সৈন্যেরা সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার হরিকী পত্তনের নিম্নে
চন্দ্র নদের উপর নৌকা দ্বারা দৃঢ়তর সংক্রম নির্ম্মাণারম্ভ করিলেক।
এ স্থানে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি সাহেব
রোজসার যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া পরমানন্দে শুলতান ওয়ালা মালা-
য়ালা, আতারিওয়ালা, বুটাওয়ালা ও আখবরওয়ালা নগর সমূহ
মশ অধিকার করিয়া ফিরোজপুরে আগত হন, ঐ সময়ে মিরাটের
সেনাপতি শ্রীযুত সর জান গ্রে সাহেব বৃহদাকার শতঘ্ন ও ভিত্তিভেদক
চাপ সমূহ এবং ৯, ও ১৬ গণিত ভল্লধারি ও শ্রীমতী মহারাণীর ১০ ও
৩ সঙ্খ্যক বিলাতীয় পদাতিক, ৩ সঙ্খ্যক অশ্বারোহি এবং ৪৩, ৪৯
গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগত হইয়া মৃত
রাজা শের সিংহের জায়গীর অদনী নগর অধিকার করিয়া ফিরোজ
পুরে আইলেন।

যুদ্ধারম্ভ পূর্ব্বে মুলতানের অধ্যক্ষ দেওয়ান মুলরাজ শীক রাজ্ঞীর
আদেশে সিন্ধু দেশের প্রতি বারম্বার অত্যাচার করিয়াছিলেন একারণ
বোম্বাই ও সিন্ধুদেশীয় দ্বাদশ দল সৈন্য সহিত শ্রীযুত নেপিয়ার
সাহেব মুলতান আক্রমণের উদ্যম করিতেছিলেন ঐ কালে তাঁহার
প্রতি পত্রদ্বারা অনুমতি হয় তিনি অবিলম্বে সসৈন্যে ফিরোজপুরে
আইসেন তদনুসারে উক্ত সাহেব পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে উক্ত
হইয়াছে লুধিয়ানার সন্নিহিত নগর লাডুয়ার রাজা অজিত সিংহ
যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শীক সৈন্যের সাহায্যার্থে সসৈন্যে শতদ্রুপার গমন
করিয়াছিলেন একারণ লুধিয়ানার সৈন্যেরা ঐ রাজার জায়গীর বদি-
ওয়ালা নামক নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়া লয়, যে কালে লুধিয়ানার
প্রধান সৈন্যদল সহিত বৃগেডিয়র হুইলর সাহেব মুদকীর যুদ্ধের পূর্ব্বে
শ্রীযুত গবরনর জেনরলের নিকট যাত্রা করিলেন তৎকালে উক্ত রাজা
আত্মসৈন্য ও কএকদল শীক সৈন্য লইয়া লুধিয়ানা আক্রমণ পূর্ব্বক
সৈন্যগৃহ সমূহ অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করত বদিওয়ালার দুর্গাধিকার
করিয়া লয়, তৎকালে ফিরোজসাওয়ালা স্থানীয় মহাযুদ্ধে বৃটিস

সেনারা ব্যাপৃত ও বিব্রত ছিল তৎকালে লীনা সিংহ মিজিতিয়ার বৈমাত্রেয় সরদার রণজোর সিংহ দশসহস্র পদাতিক ও পঞ্চসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া লুধিয়ানা বিনাশের বাসনায় আগত হইয়া তন্নিকটস্থ দেশ ও লুধিয়ানা নগরীয় প্রজার ধন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ঐ কালে লুধিয়ানার দুর্গে বীর ভার্য্যা ও পুত্র মাত্রাদিকে রক্ষার্থ কেবল তিন দল এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য এক দল অশ্বারোহি ও ১৫০০ শত পাটিয়ালা রাজ অশ্বারোহিরা উপস্থিত ছিল, তাহারা উক্ত সিংহের আগমনে মহাভয়ার্ত্ত হইয়া দুর্গ দ্বারাবরোধ করিলেক এবং লুধিয়ানার সান্নিধ্য বৃহদাকার দুর্গ ভেদক তোপ সমূহ রক্ষার্থ কেবল এক দল পদাতিক ও এক দল অশ্বারোহি কিয়ৎ সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিত ছিল, তত্তাবৎ সৈন্য জয় করিয়া তোপাদি যুদ্ধাস্ত্র দুর্গাধিকার করা রণজোর সিংহের অনায়াস সাধ্য হইত কিন্তু উক্ত সেনাপতি অনুদ্যোগ না করিয়া কেবল ইতস্ততো ভ্রমণ ও দেশবিপ্লব করণে অভিনিবিষ্ট হইয়া বদিওয়ালা স্থানে প্রধান শিবির স্থাপন করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিরোজসাওয়ালা স্থানে যুদ্ধ সমাধার পর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব লুধিয়ানার প্রতিকূলে সরদার রণজোর সিংহের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া ১৭ জানুআরি শ্রীযুত সরহেরি স্মিথ সাহেবকে অন্যূন ষট্ সহস্র সৈন্য সহিত লুধিয়ানা রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন, উক্ত সাহেব আগমন কালে পথমধ্যে শীকদিগের ধর্ম্মকোট নামক দুর্গাধিকার পূর্ব্বক তদ্দুর্গ রক্ষক কিয়ৎ সংখ্যক আফগানীয় সৈন্যকে ধৃত করত লুধিয়ানায় যাত্রা করিলেন, ২০ জানুআরি দিবা দুই প্রহরের সময় তিনি সসৈন্যে বদিওয়ালা স্থানের নিকট উপস্থিত হইলে রণজোর সিংহ শীক সৈন্য দ্বারা তাঁহার গমনাবরোধ করিয়া পথিশ্রান্ত সেনাগণের প্রতি নির্দ্দয়তারূপে গুলিক্ষেপ করাতে ক্ষণকাল যুদ্ধে বৃটিস সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ইহাতে সাহেব নিরুপায় হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ পরাজয় স্বীকার করিয়া যুদ্ধ বিরাম করণীয় পতাকা উঠাইয়া দেন তদ্দর্শনে উক্ত অধ্যক্ষ বিপক্ষ সেনার সংহার না করিয়া কতিপয় বৃটিস আফিসরকে ধৃত করত তোপ চতুষ্টয় এবং সৈন্যগণের দ্রব্যাদিলুণ্ঠন পূর্ব্বক বদিওয়ালার দুর্গে চলিয়া

যান, এই যুদ্ধে প্রায় চারিশত বৃটিস সৈন্য নিহত ও আহত হয়, কিন্তু উক্ত সরদার যুদ্ধ জয় সময়ে শীক সেনাগণকে নিবৃত্ত না করিলে ঐ দিবস তাহারদিগের কঠোরতর নির্দ্দয় হস্তে বহুসৈন্য বিনষ্ট হইত, ঐ সময়ে লুধিয়ানা, সবাথু, শিমলা, অম্বালা প্রভৃতি পঞ্জাব মধ্যবর্ত্তি যাবদীয় বৃটিসাধিকারে শীক সৈন্যের আক্রমণের জনশ্রুতি দ্বারা গুরুতর ভয়ের উদয়ে তত্তৎ স্থান রক্ষার্থ যে সকল সেনাগণ নিযুক্ত ছিল তাহারা পলায়নোন্মুখ হইল, যদি রণজিৎ সিংহের জীবদ্দশায় এ যুদ্ধের ঘটনা হইত তবে নানা পথে গমন করত শীক সেনারা উক্ত স্থানাদি অনায়াসে অধিকার করিতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে শীক অধ্যক্ষেরা প্রধান দলস্থ বৃটিস সৈন্যদিগকে সম্মুখ সমরে পরাভব করণোদ্যোগ ব্যতিরেকে নানাস্থানীয় শাখা সৈন্য বিনষ্ট করণে উদ্যম করেন নাই।

ফিরোজসা স্থানীয় বিপক্ষ বিজয়ী মহাবীর সর হেরি স্মিথ সাহেব পথিমধ্যে আকস্মিক রূপে শীক সৈন্য দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া ক্রোধাভিমানে ও লজ্জায় মলিন বদনে লুধিয়ানায় উপস্থিত হইলেপর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত গোপনে যুদ্ধোপযোগি তোপাস্ত্রাদি ও সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। ২৩ জানুআরিতে রণজোর সিংহের জয়লাভ সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হইলে সেনাপতিগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার রণোৎসুকতা পুষ্টি করণার্থ তন্নিকট সুশিক্ষিত আইন নামক চারিসহস্র সৈন্য ও ৪ টা তোপ পাঠাইয়া দেন এমতে উক্ত সরদার বিংশতি সহস্রের অধিক সৈন্য সহিত মুহুর্মুহুঃ বীরদর্প প্রকাশ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ও আলিওয়ালা স্থানে উত্তমরূপে শিবির স্থাপন করত সেনাপতি স্মিথ সাহেবের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন ২৭ জানুআরির রাত্রি শেষে শ্রীযুত হেরি স্মিথ সাহেব অন্যূন দশসহস্র বৃটিস সৈন্যকে সজ্জীভূত করত লুধিয়ানা হইতে বদিওয়ালা স্থানে উপস্থিত হইলে বিপক্ষ চরেরা দ্রুত গমনে সরদার রণজোর সিংহকে বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করাতে তিনি অতিশীঘ্র সৈন্যগণকে অংশত্রয়ে বিভক্ত করত আলিওয়ালার খাত বেষ্টিত শিবির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ বামে দুইভাগে সৈন্য স্থাপন করিলেন ও মধ্যভাগের সেনারা

আলিওয়ালা গ্রামের প্রান্তরে অবস্থিত হইল, বৃটিস সেনারা প্রত্যূষ কালে বদিওয়ালা স্থান পরিত্যাগ করত বিপক্ষাভিমুখে যাত্রা করিল, ও কিয়দ্দূর গমনানন্তর দক্ষিণ শ্রেণীস্থ শীক সেনা যাহারা ক্মাড়ি নামক স্থানে দণ্ডায়মান ছিল তাহারা তোপ দ্বারা দূর হইতে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল তদ্দর্শনে দক্ষিণ ভাগে অলিপুরস্থ সেনাগণও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু এতদুভয় দলের দূরাবস্থান প্রযুক্ত তাহারদিগের তোপ নিঃক্ষিপ্ত গুলিদ্বারা বৃটিস সৈন্যের অধিক অনিষ্ট জন্মিল না এমতে রণ প্রজ্ঞ সেনাপতি হেরি স্মিথ সাহেব উভয় শ্রেণীস্থ শীক সেনার সহিত যুদ্ধ না করিয়া দ্রুত গমনে বিপক্ষের মুখ্য শিবির আলিওয়ালা স্থান আক্রমণ করত যুদ্ধারম্ভ করিলেন বিপক্ষের গোলা বর্ষণ প্রতিরোধে প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত শিবিরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই পরে পিস্তল ও সঙ্গিন যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া শিবির প্রবেশ পূর্ব্বক বিপক্ষের তোপাধিকার করিলেন। ঐ কালে রণজোর সিংহ দক্ষিণ ও বামশ্রেণীর সৈন্য সহিত প্রত্যাগত হইয়া কিয়ৎকাল অস্ত্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং মধ্যশ্রেণীস্থ সমস্ত শীক সেনারা অগ্ন্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল অস্ত্রযুদ্ধে বৃটিস সেনাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল এমত কালে তাহারদিগের যুদ্ধ নায়ক রণজোর সিংহ স্বভাবের ভীরুতা বশত যুদ্ধের জয়াজয় দর্শন না করিয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে পলায়ন করত শতদ্রু পার হন, যখন সেনাগণ মহারথির এবম্ভূত ভীরুতা দর্শন করিল তখন তাহারাও যুদ্ধের যাবদীয় সামগ্রী পরিত্যাগ করত পলায়িত হইল, এমতে বৃটিস সৈন্যেরা বিপক্ষের শকট শিবিকা কুঞ্জর অশ্ব খচ্চর বলদ তোপ বন্দুক বস্ত্রময় গৃহ ইত্যাদি তাবৎ দ্রব্য গ্রহণ করিলেক এই যুদ্ধ জয় সংবাদ ফিরোজপুরে আগত হইলে দুর্গ হইতে বারম্বার আনন্দ সূচক তোপধ্বনি হওয়াতে ঐ স্থানের সন্নিহিত প্রধান সৈন্য শিবিরস্থ শীক অধ্যক্ষেরা রণজোর সিংহের পরাজয় নিশ্চয় করত উদ্বিগ্নচেতা হইয়াছিলেন।

অস্মিন্ যুদ্ধে রণ ব্যগ্র শীক সেনারা আলিওয়ালা স্থানীয় সখাত প্রাকার বেষ্টিত শিবির মধ্যে স্থিরতররূপে যুদ্ধ করিলে তাহারদিগকে অল্পায়াসে জয় করা অসাধ্য হইত কথিত আছে সরদার রণজোর

সিংহ শীক সৈন্যকে শিবিরের বহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ করিতে ভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলেন সেকথায় সৈন্যগণ ক্ষণমাত্রও কর্ণপাত করিল না। বোধ হয় প্রাগুক্ত যুদ্ধে তাহারা আপনারদিগের অনায়াসে পলায়ন করিবার পথ প্রাপ্ত্যভিলাষে তাঁহার বাক্যে মনোযোগ কর নাই এতদ্দ্বারা ইহাও অনুমেয় হইতেছে যে তিনিও ভীরুতা প্রযুক্ত পলায়িত না হইয়া থাকিবেন অবাধ্য সৈন্যগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ না করাতে তিনি জয় প্রত্যাশা বঞ্চিত হইয়া ক্রোধ পূর্ব্বক সমর সময়ে সৈন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে শীক সেনারা প্রথমতঃ পঞ্চ পঞ্চাশৎ তোপ আনিয়াছিল পরে লীনা সিংহ মিজিতিয়ার স্বনির্ম্মিত বিচিত্রিত তোপ চতুষ্টয় ঐ স্থানে আইন নামক রাজসৈন্য দ্বারা আনীত হয়, [illegible] তোপ বৃটিস সৈন্যের হস্তগত হইয়াছিল, বিপক্ষ সেনারা এক তোপ মাত্র লইয়া যায় তাহাও পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্য দ্বারা গৃহীত ও লেপ্‌টনেন্ট হোম সাহেবের দ্বারা তাহার অগ্নিদ্বার লৌহে অবরুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অন্যূন চারিশত বৃটিস সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, প্রথমত অনুমিত হইয়াছিল শীক সেনারা রণভূমে ও নদী পার সময়ে অধিকাংশ নিহত হইয়াছে, পরে দৃষ্ট হইল তাহারদিগের মৃত সংখ্যা অপরিমিত নহে। এই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বদিবস আলিওয়ালার শিবির হইতে এক ব্যক্তি পিটর নামক বিলাতীয় মনুষ্য লুধিয়ানায় আগত হইয়া শ্রীযুত হেরি স্মিথ সাহেবের নিকটে কহে যে সে ১৮২৬ সালে বৃটিস সৈন্য দ্বারা ভরতপুরের দুর্গাধিকারের পর কার্য্যত্যাগ করিয়া শীক সৈন্য মধ্যে তোপ চালনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তিকে তাহার বাক্য পরিচ্ছদ ও আকার প্রকারে প্রকৃত শীক জাতি জ্ঞান, হইয়াছিল অনন্তর ঐ ব্যক্তি সারল্যরূপে কহিল স্বজাত্যনুরক্তিতা বশত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের ৩১ ডিসেম্বরের আজ্ঞা প্রমাণে বৃটিস সৈন্য নিকট আত্মার্পণ করিবেক ইহাতে প্রশংসিত সাহেব তাহাকে শীক জাতির প্রেরিত প্রতিনিধি জ্ঞান করত বিদায় করিয়া দেন, পর দিবস যুদ্ধভঙ্গ সময়ে ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছাধীন বৃটিস সৈন্য হতে ধৃত হইয়া সেনাধ্যক্ষ সাহেবকে বিজ্ঞাপন করিল যে কেবল তাহারি চাতুরী কৌশলে বৃটিস সৈন্যেরা জয়লাভ করিয়াছে কেননা তাহার প্ররোচনায় শীক সৈন্যেরা

প্রান্তরে আসিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং কৌশলক্রমে তোপ সকল ঈদৃশ উচ্চস্থলে পাতিত হইয়াছিল যে তাহার গোলাবর্ষণে বৃটিস সৈন্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই, পরে ঐ ব্যক্তিকে বৃটিস সেনাপতি অত্যুত্তম যুদ্ধলব্ধ তোপ চতুষ্টয় সহিত শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের শিবিরে পাঠাইয়া দেন, তৎমুখাৎ বিজ্ঞপ্তি হয় শীক সৈন্য মধ্যে লার ভাই যিনি শুলতান মহাম্মদ নামে বিখ্যাত এবং বইলি নামক অপর এক ব্যক্তি ইংরাজ গোলন্দাজ আছে এতদুভয়ে পূর্ব্বে বৃটিস সৈন্যমধ্যে নিযুক্ত ছিল তাহারাই শীকগণকে গুলিক্ষেপ বিদ্যা শিখাইয়াছে। তদনন্তর রণজোর সিংহ ফলোরের দুর্গে উপস্থিত হইয়া লাহোর দরবারে অর্থ ও তোপাদি যুদ্ধদ্রব্য তন্নিকট প্রেরণার্থে পত্র লেখেন কিন্তু দরবার হইতে ঘৃণার সহিত তাঁহার প্রতি এই উত্তর প্রদত্ত হয় তিনি যে সকল তোপ হারাইয়াছেন তাহাই উদ্ধার করিয়া আনয়ন করুন তাঁহার বীরত্বে বিশ্বাস করিয়া অন্য তোপ তন্নিকট প্রেরিত হইবেক না, এতদবধি শীক জাতির ভয় হইতে লুধিয়ানা ও অন্যান্য স্থানীয় লোকেরা বিমুক্ত হয়।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তঃ।

সবরাউনের যুদ্ধ বিবরণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ফিরোজসার যুদ্ধে বৃটিস সৈন্য কর্ত্তৃক চিরপরাজিত খালসা সৈন্যেরা নির্জ্জিত অপমানিত ও পলায়িত হইয়া শতদ্রু পরপারে উপস্থিত হয় ও রাজা গোলাব সিংহের সহায়তা জন্য বারম্বার পত্র পাঠাইয়া দেয়, তদনুসারে উক্ত রাজা তাহারদিগের প্রত্যয়ার্থ প্রথমে প্রচুর আহারীয় ও আহারোপযোগি দ্রব্যাদি প্রেরণ পুরঃসর বহুসহস্র সৈন্য সংহতি লইয়া স্বকীয় আগমনের অগ্রবর্ত্তি বার্ত্তাপ্রদান দ্বারা তাহারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করাতে তাহারা ঐ

রাজার প্রতারণারূপ আশা মাদকে মুগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার শতদ্রু পরপারে আক্রমণ করণাভিলাষে হরিকী পত্তনের নিকটে নৌকাদ্বারা সেতু বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং পূর্ব্ব যুদ্ধে অনাগত যে সকল সুশিক্ষিত সৈন্যেরা লাহোরে অমৃতসর নগরে এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ছিল তাহারা আসিয়া ঐ স্থানে মিলিত হইল, বৃটিস সৈন্যেরা তাহারদিগের সেতুভঙ্গ না করিতে পারে এই বিবেচনায় সেতুর সন্নিহিত শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে দৃঢ়তর রূপে তোপ স্থাপন করিল এবং শীক জাতির পৈতৃক বৃত্তি দিগ্‌দাহ গ্রাম লুণ্ঠন ও আকস্মিকরূপে রাত্রিকালে বিপক্ষের শিবিরাক্রমণ আহারীয় ও যুদ্ধদ্রব্য হরণাদি ভয়ঙ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিল না, ইহাতে লুধিয়ানা অবধি ফিরোজপুর পর্য্যন্ত স্থানমধ্যে বৃটিস সৈন্যগণ ও প্রজাবৃন্দ নিঃশঙ্ক হইয়া গমনাগমনে সমর্থ হইল, মুদকীর যুদ্ধে অপরিমিত বৃটিস সৈন্য সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে যে সকল দক্ষিণ পঞ্জাবের রাজারা বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন পুনর্ব্বার তাঁহারদিগের হৃদয়ে ভয়ের উদয়ে মন দোলায়মান হইতে লাগিল, কেহ২ গোপনোপায়ে শীক জাতির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়াছিলেন, পাটিওয়ালার রাজা করম সিংহ বৃটিস পক্ষের আনুকূল্য করণ কালে তাঁহার পুত্র মিত্রামাত্যগণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন পরে মুদকীর যুদ্ধে বৃটিস সৈন্যের পতন সংবাদ শ্রবণে পরিবারগণে ঐ রাজাকে পুনঃ২ অনুযোগ সহিত ধিক্কার দেওয়াতে তিতিক্ষা বশতঃ তিনি বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন, ঐ কালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় প্রজাগণের মধ্যে বৃটিস ও লাহোর গবর্ণমেণ্টের জয় পরাজয় বিষয়ে পিতা পুত্রে পতি পত্নীতে ভ্রাতায়২ পরস্পর উভয় পক্ষাবলম্বী রূপে বিবাদ হইয়াছে কিন্তু পঞ্জাব দেশীয় এখন জাতিরা ক্ষণকালের জন্য শীক জাতির জয়লাভের বিষয়ে বিশ্বাস করেন নাই।

অসীম সৌভাগ্য সহকারে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর মুদকী ও ফিরোজসা স্থানীয় মহাযুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া যাবৎ বৃটিনাধিকারের মধ্যে প্রধান২ স্থানে ঘোষণা পত্র দ্বারা জয় সংবাদ বিজ্ঞাপন করাইয়া মঙ্গল সূচক তোপধ্বনি ও মঙ্গলপ্রদ পরমেশ্বরের আরাধনা করাইলেন, স্বয়ং ফিরোজপুরে স্থিত হইয়া পঞ্জাবাক্রমণার্থে উপযুক্ত

যুদ্ধসামগ্রী তোপ গোলা বারুদ ও আহারীয় দ্রব্যাহরণ করাইতে লাগিলেন, আলিওয়ালার যুদ্ধে শ্রীযুত সর হেরি স্মিথ সাহেব শত্রুগণকে পরাভূত করত লুধিয়ানা প্রদেশের ভয় বিমুক্ত করিয়া দুর্গভেদক বৃহৎতোপাদি অগ্রে ফিরোজপুরে প্রেরণ করত পশ্চাৎ আপনি সসৈন্যে ঐ স্থানে আগমন করিলেন তদনন্তর বিবেচিত হইল শ্রীযুত নাপিয়র সাহেব সিন্ধুদেশীয় সৈন্য সহিত ফিরোজপুরে সমাগত হইবামাত্র পঞ্জাবাক্রমণ করা যাইবেক।

ইতিপূর্ব্বে ৩১ ডিসেম্বরে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ফিরোজপুর হইতে এতদর্থে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন বৃটিসাধিকারস্থ যে সমস্ত হিন্দুস্থানীয় প্রজাগণ লাহোর গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যস্বরূপে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারা অবিলম্বে আপনং পদত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্বনিলয়ে গমন করুক, যেস্থলে উক্ত গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাভঙ্গ হইয়াছে সে স্থলে ঐ রাজ্যের ভৃত্যদিগকে আর মিত্রজ্ঞান করা যাইবেকনা, যে সকল ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পালন না করিবে যুদ্ধ সমাধার পর তাহারদিগকে শত্রুতুল্য জানিয়া সমুচিত দণ্ড দেওয়া যাইবেক। এই ঘোষণায় বহুসহস্র হিন্দুস্থানীয় সেপাহীরা পদত্যাগের উদ্যোগ করিয়াছিল তাহা সুসিদ্ধ না হইবায় পলায়নের চেষ্টা পায় পরে শীকাধ্যক্ষেরা একদা শতদ্রু নদের পারাবার করণীয় নৌকাবদ্ধ করিয়া প্রতি ঘাটে শতং সতর্ক রক্ষক নিযুক্ত করত পথরোধ পূর্ব্বক লোক দ্বারা বৃটিস সৈন্যমধ্যে এই প্রলোভ জনক প্ররোচনা প্রদান করিতে লাগিলেন যে সকল বৃটিস সৈন্যেরা শীকদিগের সহিত সংযোগী হইবে তাহারদিগকে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রদানীয় বেতনের দ্বিগুণ পরিমাণে যাবজ্জীবন বৃত্তি প্রদান করা যাইবেক, এবং এক্ষণে বসন ভূষণ প্রভৃতি স্বর্ণবলয় ও শতপতি সেনানীগণ বিশেষং উচ্চপদ ও পুরস্কার পাইবেন, শীকজাতির এই রূপ স্তোভ লোভে অনেকানেক সৈন্যগণের মন দোলায়মান হইয়াছিল ঐ সময়ে জনশ্রুতি হয় যে দুই দল বৃটিস সৈন্য ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক শীকজাতির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ফলত বৃটিস সেনাপতিগণ সতর্ক না হইলে ঐ কার্য্য ঘটনার আটক ছিলনা, ফিরোজপুরের মধ্যে ৪ গণিত পদাতিক সৈন্যদলের

এক ব্যক্তি উক্ত অপরাধে ধৃত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, তদ্দর্শনে অন্যান্য সেপাহীরা তৎকার্য্যে নিবৃত্ত থাকে।

অনন্তর ১৪ জানুআরির প্রাতে শ্রীযুত বাহাদুরের আজ্ঞায় তিন দল বৃটিস সৈন্য যাহারা শীকদিগের কৃত সংক্রম ভগ্ন করিতে আদিষ্ট হয় তাহারা তোপাদি সহিত শতদ্রু তীরস্থ হইবা মাত্র শীকগণের গোলা বর্ষণে অকৃত কার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহার পর শীকেরা নদের পরপার আসিয়া ছোট সবারুণ স্থানে দেশ রক্ষার্থ প্রহরি কার্য্যে যে সকল বৃটিস সৈন্য নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে দুরীকরণ পূর্ব্বক ঐ স্থানাধিকার করিয়া লয়, ঐ স্থানের অদুরে রোদাওয়ালা নগর প্রান্তরে বৃটিস সৈন্যের সখাত মুরচা বেষ্টিত যে শিবির ছিল তাহার প্রতি শীকেরা কোন অত্যাচার না করিয়া কেবল আপনারদিগের রণ-স্থল প্রবৃত্ত করিতে লাগিল কথিত আছে শীকসৈন্য মধ্যে স্পেন দেশীয় মেং হবরণ নামক এক জন কল প্রজ্ঞ মনুষ্য দ্বারা সবরাউন স্থানীয় রণ শিবির পারিপাট্য ও দৃঢ়তর রূপে রচিত হয় ঐ শিবিরের চতুঃপার্শ্বে প্রশস্তা পরিখা ও তোপ যুদ্ধে অবিনাশি পরিসর ভিত্তি যুক্ত মৃত্তিকার প্রাকার প্রস্তুত করত তন্মধ্যে নানা প্রকার যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত করিলেক, ঐ কালে মিরাটের সৈন্যাধ্যক্ষ জান গ্রে সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের আদেশে কুণ্ডঘাটের পূর্ব্বভাগে নাগরঘাটের সান্নিধ্য বহু সৈন্য সহিত নৌকাময় সংক্রম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, শীকেরা পরপার হইতে নানা মত প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল কিন্তু উক্ত সাহেব দ্বারা পূর্ব্বে আতারিওয়ালা নগরাধিকার হওয়াতে তৎ প্রতিবন্ধকতার দ্বারা কোন অশুভ ফলোদয় হইতে পারে নাই।

শীক সৈন্যেরা যেমত দীর্ঘকাল অবকাশ প্রাপ্তে অভীষ্ট মত যুদ্ধ শিবির দুরাক্রম্য দুর্গবৎ দৃঢ়তর করত নানা যুদ্ধাস্ত্রে পুর্ণ করিয়াছিল তেমত বৃটিস সেনাপতিরা বিপক্ষের শিবির বিনষ্ট করণীয় প্রচুর বারুদ গোলা ও দুর্গ ভেদক ভয়ঙ্কর তোপ সমূহ নানা স্থান হইতে আহরণ পূর্ব্বক মন্ত্রণা স্থিরতা করিয়া বহু দিনাবধি প্রচুরাহার দানে সৈন্য-গণকে বলিষ্ঠ করত অভীষ্ট লাভের উদ্যম করিলেন, কথিত আছে

শীক সৈন্য মধ্যে ফরাসিস সেনাপতি দ্বারা সুশিক্ষিত ত্রিংশৎ সহস্র সমর তৎপর শূরগণে সবরাউনের শিবির পরিপূর্ণ ছিল এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমকালবর্ত্তী মহাশূর শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, ঐ শিবিরের স্থানে২ সপ্ততি তোপ যোজিত হইয়াছিল।

এবম্প্রকারে উভয়পক্ষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিলেন এমতকালে রাজা গোলাপ সিংহ বিংশতি সহস্র পর্ব্বতীয় সৈন্য ও ত্রিংশৎ সহস্র ভার বাহি বলদের দ্বারা আহারীয় ও যুদ্ধ সামগ্রী সহিত লাহোরে উপস্থিত হইলে লাহোরীয় যাবদীয় লোক সৈন্য গণ এবং রাজমাতা ও মন্ত্রি-বর্গ তাঁহাকে আনন্দের সহিত অবলোকন করিতে লাগিলেন, পরে পঞ্জাবরাজ্যীর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক উক্ত রাজা সন্ধিকরণার্থ দুই জন উকীলকে পত্র সম্বলিত ফিরোজপুরে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা উভয়ে ৯ ফিব্রুআরির পূর্ব্বাহ্নে উক্ত স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু তৎকালে সবরাউনের শিবির আক্রমণার্থ যোদ্ধাগণ সজ্জিত হইয়াছে এবং আক্রমণোপযোগি যাবদীয় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছিল একারণ গবরনর বাহাদুর চতুর্থ যুদ্ধে প্রাক্তন পরীক্ষার প্রতীক্ষায় তাঁহারদিগকে তথায় বাস করিতে আজ্ঞা দেন।

রাজা গোলাপ সিংহের মনোগত তাৎপর্য্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এ স্থলে কার্য্য দ্বারা সাধারণের বোধগম্য হইবে যে ঐ আত্ম হিতার্থি রাজা সময় বিবেচনা পূর্ব্বক লাহোরে আগত হইয়া পরমাদরের সহিত রাজদরবারে গৃহীত হইলেন এবং যে কৌশলজ্ঞ উকীল দ্বয়কে দৌত্য কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন ও তাঁহারা এমত সুসময়ে ফিরোজপুরে আই-লেন যে তৎকালে তাঁহারদিগের সহিত শ্রীযুক্তের সাক্ষাৎ হইল না এবং উক্ত সিংহ রাজমাতার ও খালসা সেনাপতিদিগের প্রীত্যর্থ ৯ ফিব্রু-আরিতে আপন সৈন্যগণকে হরিকীপত্তনের পরপার সবরাউন স্থানে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা ঐ স্থানীয় যুদ্ধ সমাধার পর ১০ ফিব্রুআরিতে উপস্থিত হইয়া কেবল শীক সেনার দুরবস্থা দৃষ্টে উল্লসিত হইয়াছিলেন ফলত কোন উপকার করেন নাই।

অনন্তর ৯ ফিব্রুআরি মঙ্গলবারে প্রধান সৈন্যাধিপ সাহেব উপযুক্ত-কাল বিবেচনা পূর্ব্বক দিবা ৩।। ঘণ্টার সময়ে সৈন্যগণকে সবরাউন

আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দেন, পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধত্রয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত বৃটিস সেনারা সর্ব্বতোভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক রণোৎসাহ সহিত সিংহনাদ করত সিংহসংগ্রামে অগ্রসর হইল এবং বিপক্ষাপেক্ষা বৃহদাকার তোপ নিচয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা গেল নানাস্থান হইতে আগত অশ্বারোহি ও পাদাতিক সৈন্যদ্বারা বৃটিস সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল শ্রীমতী মহারাণীর ৯ ও ১৬ দল ভল্লাস্ত্রধারি ও ৩ গণিত অশ্বারোহি এতদ্ভিন্ন লিসন্‌স সাহেবের অশ্বারোহি ও ৪৩। ৫৯ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কএকদল গোলেন্দাজ সৈন্য সমাগত হইয়া সমুদায়ে প্রায় অষ্টাবিংশতি সহস্র সৈন্য বিপক্ষাভিমুখে যাত্রা করিল।

অগ্রে শত্রু সৈন্যকে রোদাওয়ালা ও ছোট সবরাউন স্থান হইতে দুরীকরণ মানসে শ্রীযুত সর হেরি স্মিথ সাহেব সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন কিন্তু ৯ ফিব্রুআরির রাত্রিতে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করণের যে উদ্যম হইয়াছিল তাহা সিদ্ধ হইল না এমতে ১০ ফিব্রুআরির প্রত্যূষে গোরখা সৈন্যদ্বারা রিপু সেনাকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, ঐ সময়ে ভিন্ন২ সেনাপতিরা আপন২ সৈন্য সহিত শ্রীযুত প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের অনুজ্ঞামত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এমতকালে নিবিড় কুজ্ঝটিকার সমাগমে দিগন্ধীভূত হওয়াতে কিয়ৎকাল সেনাগণের গমন-স্থগিত হয়, পরে সূর্য্যোদয়ে ধ্বান্তান্ত হইবায় দিকপ্রকাশ হইলে শীক সৈন্যের শিবির এই রূপে বেষ্টন করিলেন যে শতদ্রুতীরে মেজর জেনরল সররাবর্ট ডিক সাহেব দুইদল সৈন্য সহিত রিপুবাহিনীর দক্ষপার্শ্ব আক্রমণার্থ দণ্ডায়মান হইলেন, ধজিনী নামক ব্রিগেডর ষ্টেসি সাহেব শত্রুশিবিরের শিরোভাগ আক্রমণাভিলাষে ১০, ও ৫৩ দল পদাতিক সহিত নিযুক্ত থাকিলেন, তাঁহার সহকারিতা জন্য ব্রিগেডর আসবরণ হেম ৩০০ হস্ত ভূমি ব্যবধানে অবস্থান করিলেন, এবং মেজর জেনরল গিলবর্ট সাহেব নিজাধীন চমূচয়ের সহিত বিপক্ষ ব্যূহের মধ্যভাগ ভগ্ন করণাভিলাষে প্রস্তুত হইলেন মেজর জেনরল স্মিথ সাহেবের সৈন্যেরা গথাগ্রামের নিকট দক্ষিণ সীমা শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল এবং বৃগেডর ক্যাম্পবেল সাহেব অশ্বারোহি

সৈন্যের সহিত মধ্যভাগের পশ্চাতে দক্ষিণে গিলবর্ট সাহেবের বামে হেরি স্মিথ সাহেবের বাহিনী রক্ষার্থ শ্রেণী পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন, মেজর জেনরল জুসেপ থ্যাকওয়েল সাহেব ব্রিগেডর স্কট সাহেবের সহিত আবশ্যকমতে অশ্বারোহি সৈন্যের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন এবং বৃগেডর কিউরটন সাহেব স্বীয় অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া রাজা লাল সিংহ মিশ্রের অধীনস্থ শতদ্রু নদের পরপারস্থ অশ্বারোহি সৈন্যদিগকে ভয় দর্শাইয়া তাহারদিগের পরপার আগমনের গন্তব্যরোধ করিলেন, রণপ্রান্তরের স্থানে২ উচ্চ ভূমির অগ্রভাগে তোপ সমূহ স্থাপিত হইল এবং স্থানে২ রণবাদ্যের সুস্বরে শূর সকলের সমরোৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এবম্প্রকারে বৃটিস সৈন্য দ্বারা সবরাউনের রণক্ষেত্র ব্যাপিত হওয়াতে রাজা তেজঃ সিংহ মনসিয়র মৌটন সাহেবের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক শিবিরের মৃণ্ময় প্রাকারের উপরি ভাগে ও নিম্নস্থ প্রাচীর ছিদ্র মধ্যে তোপ জম্বুরা যোজনা করত সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিতে আজ্ঞা দেন, ১০ ফিব্রুআরি দিবা সাত ঘণ্টা সময়ে যুদ্ধারম্ভ হয়, দিবা নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে প্রথমোদ্যমে অবিশ্রান্ত তোপ যুদ্ধে রণক্ষেত্র ধাস্তময় করিয়াছিল এবং ঊর্দ্ধগামি ধূম সমূহ নিবিড় মেঘাবলীর ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, ঐ কালে নিঃক্ষিপ্ত শত শত রাকেট নামক আগ্নেয়াস্ত্র বিমানগামি ক্রীড়াকারি উল্কা গমনের ন্যায় বিপক্ষ শিবিরে পতিত হইয়া সেনা হনন করিতে লাগিল তদ্রূপ শীকদিগের শতঘ্ন অগ্ন্যস্ত্র বৃটিস সৈন্য মধ্যে পতিত ও ক্রমশঃ বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্যস্থ শত শত ক্ষুদ্রাকার গুলি দ্বারা সেনাগণকে ক্ষুণ্ণিকৃত করিল, কিন্তু বিপক্ষেরা মুদকী ও ফিরোজসা স্থানীয় যুদ্ধের ন্যায় তোপ যুদ্ধে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই যেহেতু তত্তৎ স্থানে তাহারদিগের বৃহদাকার তোপ সকল হৃত হইবায় অধুনা ক্ষুদ্রাকার যে সপ্ততি তোপ স্থাপন করিয়াছিল তদ্দ্বারা দুরন্ত বৃটিস সৈন্যের মহতী হানি ও অপচয় করিতে পারিল না, অদ্যিন যুদ্ধে বৃটিস সেনা দীর্ঘাকার তোপের গোলা ক্ষেপণে তাহারদিগের গোলা ক্ষেপকগণকে ব্যতিব্যস্ত করাতে ক্রমশঃ বৈরিগণের তোপ ক্ষেপণীয় কার্য্যের হ্রাস

হইয়া যায়, তদ্দৃষ্টে শ্রীযুক্ত গবরনর বাহাদুর বৈরি ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করণার্থে সেনাপতি গিলবর্ট সাহেবের সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দেন, ঐ সময়ে রণদক্ষ সেনাপতি ষ্টেলি সাহেবের সৈন্য দ্বারা বৈরিগণ স্থান ত্যাগ করিয়া ব্যূহপ্রাঙ্গণে পলাইত হয়, এবং লেপ্টেনেন্ট ... সাহেবের অধীনস্থ ১০ গণিত সেনারা বিপক্ষ সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া একদা স্বপক্ষ বিপক্ষের হৃদয়ে উৎসাহ ভয় উভয়ের উদয় করাইয়াছিল, ঐ রূপ শ্রীমতী মহারাজ্ঞীর ৫৩ সংখ্যক সৈন্যেরা বিপক্ষের ব্যূহ মুখে বীরত্ব প্রকাশ করণে ক্রটি করিল না, এমত কালে ব্রিগেডর ষ্টেলি সাহেবের সৈন্যেরা কাপ্তেন হার্সফোর্ড ও করডাইগ সাহেবের গোলন্দাজের ও লেপটেনেন্ট কর্ণেল লেন্স সাহেবের অশ্বারোহি সৈন্যের সহায়তায় বিপক্ষের ব্যূহ আক্রমণ করিলেক কিন্তু শীকেরা স্বকীয় তোপ বন্দুক ও জম্বুরা দ্বারা অজস্র গুলি বর্ষণে তাহারদিগকে নিরুদ্যম করিয়া দেয়, তদ্দর্শনে বৃটিস সেনাপতিরা বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করা অসাধ্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

যে সকল শীকবাহিনী দুর্গের বহির্ভাগে যুদ্ধ করিতেছিল তাহারদিগকে ষ্টেলি সাহেবের সৈন্যেরা পরাভব করণে তাহারা পলায়ন পূর্ব্বক শিবিরে প্রবিষ্ট হইল কিন্তু বিপক্ষ শিবিরের প্রাকার ভঙ্গ করণ ... ক্ষণ পর্য্যন্ত বড় বড় সেনাপতিগণের অসাধ্য জ্ঞান হইয়াছিল. অনন্তর শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কমণ্ডরইন চিফ সাহেব উভয়ে জেনরল গিলবর্ট সাহেবের সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দেন তাহারা বিপক্ষের দক্ষিণদিগে গমন পূর্ব্বক মেং ষ্টেলি সাহেবের সাহায্য করণে প্রবৃত্ত হউক কিন্তু অভাগ্য ক্রমে ঐ সৈন্যেরা ভ্রম ... গোলন্দাজ ও অশ্বারোহি সৈন্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে একেবারে বিপক্ষ শিবিরের মধ্যভাগ আক্রমণ করিয়া বৈরি সেনার অস্ত্রাঘাতে ও গুলি বর্ষণে নিরুক্ত বিব্রত হয়, ঐ সময়ে শ্রীমতী মহারাণীর ১ ও ২৯ সংখ্যক বিলাতীয় সৈন্যগণ অপরিমিত সাহসে বিপক্ষের যুদ্ধ পরিখা পার হইয়া শিবির আক্রমণ করাতে প্রাচীরাবরণে যে সকল শীক সেনারা দণ্ডায়মান ছিল তাহারা একদা সহস্র২ গুলি বর্ষণে বৃটিস সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত ভগ্নোদ্যম করিয়া তাহারদিগের পশ্চাদ্ধাবিত

হয়, এবং নির্দ্দয়তারূপে আহত পলায়িত সৈন্যগণকে প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেয়, এই রূপে উক্ত ইউরোপীয় সৈন্যদল বারত্রয় বিপক্ষ শিবিরে ধাবমান হইল, শীক সৈন্য দ্বারা পরাভূত আহত হইয়া পলাইয়া আইল, তাহারা এই দুরাক্রম্যস্থান আক্রমণ করাতে কেবল আপনারদিগের নাশের কারণ হইয়াছিল বিপক্ষ পক্ষের কিছুমাত্র হানি করিতে পারে নাই ঐ রূপ ১ গণিত ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্যদল দৌর্ভাগ্য ও দুর্ম্মতির উদয়ে পুঞ্জায়মান বিপক্ষ বাহিনীকে পরাজয় করণেচ্ছায় আপনারাই বিনষ্ট হয়, যে সকল সৈন্যেরা বিপক্ষদিগের বন্দুকাঘাতে মুমূর্ষ হইয়া পতিত হইতে লাগিল তাহারদিগকেও নিষ্করুণ শীকেরা অস্ত্রাঘাতে খণ্ড২ করিয়াছিল, এই রূপে দিবা দুই প্রহর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয়পক্ষে প্রাণপণে ঘোরতর সংগ্রামে জয় পরাজয় নিশ্চয় হইল না, ফিরোজসা ও মুদকীয় যুদ্ধাপেক্ষা বর্ত্তমান যুদ্ধ গুরুতর হইয়াছিল ভারতবর্ষের মধ্যে এ যুদ্ধের উপমার স্থল প্রাপ্ত না হইয়া শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ও প্রধান২ সেনাপতি সাহেবেরা পূর্ব্বে ফরাসিস মহাশূর বোনাপাটির সহিত ওয়াটরলো স্থানীয় যুদ্ধের সাদৃশ্য বিবেচনায় ভারতবর্ষীয় ওয়াটরলো নামে এই যুদ্ধের আখ্যা দান করিলেন।

শীক সেনারা ক্রমশঃ তোপযুদ্ধে ক্ষীণবল ও রণপ্রান্তর হইতে প্রাকারাবৃত পরিখা বেষ্টিত দুর্গাভ্যন্তরে অবস্থিত ও দীর্ঘকালাবধি বিপক্ষ সেনাগণকে নিবারণ করিয়াছিল কিন্তু শতদ্রু নদের সেতুর অভিমুখে যে শিবিরের পথ ছিল তাহা অন্যান্য পথের ন্যায় দৃঢ়রূপে রক্ষা করে নাই, এমতে বৃটিস সৈন্যেরা ব্যূহের মধ্যস্থল ও দক্ষিণ পার্শ্ব বহু পরিশ্রমে ভগ্ন করিতে না পারিয়া পরিশেষে ঐ পথের সন্ধান পাইয়া একদা বহুসৈন্য তদ্দ্বারে শীক শিবিরে প্রবিষ্ট হইল তদ্দর্শনে শীক সেনারা বন্দুক পরিত্যাগ করত অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক দ্বারাবরোধ করিয়া কিয়ৎকাল ঘোরতর যুদ্ধ চালাইয়াছিল কিন্তু বৃটিস অশ্বারোহি সৈন্যেরদের বেগাবরোধ করণে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেক ঐ কালে দুই দল পর্ব্বতীয় গোরখা নামক সেনারা অস্ত্রযুদ্ধে

শীক গোলন্দাজদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবাতে বিপক্ষের সপ্তবষ্টি তোপ এবং দুইশত উষ্ট্রবহনীয় জম্বুরা বৃটিস সৈন্যের করাধীন হয় তদ্দর্শনে অবশিষ্ট বিপক্ষ সেনারা শতদ্রুতীরে পলায়ন করিল, যুদ্ধের প্রথম ক্ষণে ও মধ্যকালে শীক সেনারা হিংস্র পশ্বাদিবৎ নির্দ্দয়তা রূপে পরাভূত ও গোলাঘাতে পতিত পলায়িত সেনাগণকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিল সেই আক্রোশে শেষে বৃটিস সৈন্যেরা নিস্তেজ শীক সেনাগণকে মত্তকরি কর্ত্তৃক কদলী বন দলনের ন্যায় অস্ত্রাঘাতে মর্দ্দন করিলেক ঐ কালে বৃদ্ধ শূর শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা সৈন্য গণের পলায়ন নিবারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্য গ্রহণ না করাতে তিনি শতদ্রু মধ্যস্থ নৌকাময় সেতুর মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া দিবাতে তাহারদিগের গতিরোধ হয়, পরে অনুপায় হইয়া উক্ত অধ্যক্ষের অনুরোধে কিয়ৎ সংখ্যক অশ্বারোহি সৈন্যগণ পুনর্ব্বার রণভূমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সমর করিতে২ প্রতি পক্ষের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত যুদ্ধবীরবৎ সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলেক অবশিষ্ট সেনাগণ সেতুভঙ্গ প্রযুক্ত প্রাণ বৈকুল্যে সন্তরণ দ্বারা শতদ্রু পার হওনেচ্ছায় জলে পতিত হইল, ঐ কালে বৃটিস সৈন্যগণ পূর্ব্ব-ক্রোধ বশত তীর হইতে নীর মধ্যে গুলিক্ষেপ পূর্ব্বক মৎস্য কূর্ম্মাদি যাদোগণ হননের ন্যায় শত২ মনুষ্যের প্রাণনাশ করিলেক ও তাহার দিগের গাত্র বিগলিত অসৃগ্‌ধারাতে শতদ্রুনীর আরক্তকৃত ঘোরদর্শন হইল এবং সহস্র২ মৃত দেহে জল স্থল আচ্ছন্ন করিল মাংসাহারি খচর ভূচর জলচর জন্তুগণের মাংসাহারে অপ্রবৃত্তি জন্মিল, রণভঙ্গের প্রথমে সরদার তেজঃ সিংহ শতদ্রু পার হইয়াছিলেন পরিণামে মেং মৌটন সাহেব শতদ্রু নদ সন্তরণ দ্বারা পারোত্তীর্ণ হইয়া রক্ষা পান, এতদযুদ্ধে বৃটিস সেনাপতি ওয়াটরলো স্থানীয় রণবিজয়ী বৃদ্ধ শূর সর রারট ডিক সাহেব, ব্রিগেডর চারলস টেলর সাহেব, মেং হেমিলটন সাহেব, লেপ্‌টেনেন্ট জি এল ডেবিস সাহেব, কর্ণেল তামস রায়েন সাহেব, কাপ্তেন এড ওয়ার্ড ওয়ারন সাহেব, লেপ্‌টনেন্ট হেনরি কেইথ ফুল সাহেব, কাপ্তেন লটেলওয়ার্থ সাহেব, কাপ্তেন রারর্ট হে সাহেব, কাপ্তেন জান ফিসর সাহেব, কাপ্তেন জে মেবলি-

উড সাহেব প্রভৃতি ত্রয়োদশ জন সেনাপতি নিহত এবং মেজর জেনরল লিটলর সাহেব, মেজর জেনরল বারর্ট গিলবর্ট সাহেব, মেজর চারলর্স গ্রাণ্ট সাহেব, লেপটনেণ্ট কর্নেল গফ সাহেব, লেপ্টনেণ্ট করনেল গুলড সাহেব, প্রভৃতি একোত্তর শত সেনাপতি আঘাত প্রাপ্ত হন তন্মধ্যে অনেকেই পশ্চাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, দেশীয় সেনাপতি মধ্যে কেবল ৮ ব্যক্তি নিহত ৩০ জন আহত হন, এই যুদ্ধে সমুদয়ে ২৩৮৩ জন মনুষ্য হত ও হীনাঙ্গ হয়, তন্মধ্যে ২০, ৩১, ৫৩, ৫০ ও ১ সঙ্খ্যক বিলাতীয় সৈন্য দলের অধিকাংশ মনুষ্য বিপক্ষ সিবিরাক্রমণ কালে হত হইয়াছিল শীক পক্ষীয় হতাহত সৈন্যগণের গণিত সঙ্খ্যা নিশ্চয় জানিতে পারা যায় নাই, অনেকানেক রণ দিদৃক্ষু বুদ্ধিমানগণ দ্বারা অনুমেয় হইয়াছে যে তদ্যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহারদিগের তিন সহস্রের অধিক মৃতদেহ দৃষ্টি হয় নাই অনন্তর পলায়ন কালে জলে স্থলে সাত আট সহস্র সেনা বিনষ্টা হয়। প্রধান পক্ষীয় মৃত রাজকুমার নৌনেহাল সিংহের শ্বশুর বৃদ্ধশূর শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা ও মৃত খোষাল সিংহ জমাদারের পুত্র সরদার কৃষ্ণ সিংহ, জেনরল গোলাপ সিংহ কুপ্পি, সেনাপতি হীরা সিংহ জুপি, সেনাপতি মোবারক আলি, এলাহিবকস, এবং কশৌর অধ্যক্ষ ফজক্‌ দুদ্দিন খাঁ নিহত হন ইহা ভিন্ন অন্যান্যের নাম ব্যক্ত হয় নাই।

মনুষ্যজাতির বিক্রমাপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠা হয়, দেখ মৃতরাজা রণজিৎ সিংহ বুদ্ধি বিক্রম উভয়ে অম্বিত রূপে নিজ ভুজবলার্জ্জিত বৃহদ্রাজ্যের স্বাধীনাধীশ্বর হইয়া শত্রু মিত্রে শাসনাধীন প্রণয়ানুবন্ধে বদ্ধ রাখিয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রাজ্যৈশ্বর্য্যের সুখসংভোগ করিয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানতায় তৎপুত্র মিত্র অমাত্য ও সেনানীরা পরস্পর পরাক্রম প্রকাশার্থ গৃহ বিবাদে অল্পকালের মধ্যেই বিলয় হই লেন, পরিশেষে বুদ্ধিহীনতা দোষে বলদর্পিত পরিশিষ্ট সেনারা অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। যাহা হউক, জগজ্জাগরূক জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিচার চৈতন্য, কর্ম্মানুরূপে জীব সমূহকে ফলদান করিতেছেন, এই মদান্ধ দুর্বৃত্ত সেনাগণের দুর্বৃত্ততার ফল দুর্জ্ঞাত বৃত্তখণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে এই শীক সেনারা স্বয়ং আহ্বান করিয়া

বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক ১৮৪৪ সালের ৭ মে বাসরে গুরু বীরসিংহকে হনন করিয়াছে এবং শতদ্রু নদের যে স্থানে সেই গুরুর দেহ নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল সে স্থানে সেই গুরুঘাতীগণ সন্তরণ সময়ে বৃটিস সৈন্য হস্তে নিহত ও তাহারদিগের মৃতদেহে নদ আচ্ছন্ন ও রক্তময় হয়, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় মৃত জওয়াহের সিংহের সাধ্বী স্ত্রীগণের অভিসম্পাত বাণী সুসিদ্ধা হইল যেহেতু তাঁহারা কহিয়াছিলেন দুরাত্মা সেনাগণের দেহ সৎকৃত হইবেক না ও মাংসাহারি জীবেরাও ভোজন করিবেক না, সেই কথা যথার্থ প্রত্যক্ষ হইল, ফিরোজসা ও সবরাউনের যুদ্ধে স্থলে জলে এত অপর্য্যাপ্ত মৃতদেহ ব্যাপ্ত হয় যে তাহারদিগের পূতিগন্ধে মাংসাহারি পশু পক্ষি মৎস্যাদি মাংস ভোজন করে নাই দীর্ঘকালাবধি জলে স্থলে পশ্বাদিকে শব ভোজন করিতে দৃষ্ট হয় নাই। গত সেপটেম্বর মাসে শ্যাম সিংহ আটারিওয়ালা নিরপরাধে রাজপুত্র পেসোয়ার সিংহের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, পাপশাস্তা পরমেশ্বর অচিরকাল মধ্যেই উক্ত সিংহের প্রতি সমুচিত দণ্ড বিধান করিলেন, পাপ বশত দৈবকোপে এই বৎসর পঞ্জাবের মধ্যে ওলাউঠা প্রবিষ্টা হইয়া লাহোর নগরে প্রায় বিংশতি সহস্র মনুষ্যকে সংহার করিয়াছিল।

অনন্তর যুদ্ধ সমাধা হইলে অপরাহ্ণ সময়ে কিয়ৎ সঙ্খ্যক শীক অনুচরগণ শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেবের নিকট আগত হইয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে শ্যাম সিংহ আটারিওয়ালা প্রভৃতি প্রধান২ সরদারদিগের মৃতদেহ লইয়া বিধিবদ্রূপে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া যায় ঐ দিবস শতদ্রু নদের পরপারস্থ যাবদীয় সৈন্য লাহোর গমন করিলেক এবং ১২ দিবসে শ্রীযুত হুইলর সাহেব আপন অধীনস্থ বৃটিস সৈন্য সমভিব্যাহারে কুণ্ডাঘাটের নিকটে নৌকাময় সেতু দ্বারা নদ পার হইয়া পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তৎপশ্চাৎ ক্রমশঃ সৈন্যগণ গমন করিতে লাগিল পরে ১৭ ফিব্রুআরি দুর্গ ভেদক বহুতর তোপ ও নানা প্রকার যুদ্ধাস্ত্র ও দুর্গারোহণীয় সোপান প্রভৃতি নানা দ্রব্য সুরক্ষিত রূপে কশৌর স্থানে প্রেরিত হইল।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে যুদ্ধখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

সন্ধিখণ্ড।

শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের পঞ্জাব গমন ও সন্ধি নির্ণয় বিবরণ।

শ্রীযুত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সবরাউনের যুদ্ধে পঞ্জাবীয় শীক সৈন্যের পরাক্রম চির নিস্তেজ করত ১১ ফিব্রুআরিতে জয়যুক্ত সেন সমূহে পরিবেষ্টিত পুলকাবিষ্ট হৃষ্ট চিত্তে ফিরোজপুরে আগত হইলেন ঐ দিবস লাহোরের উকীল শ্রীযুত লালা চুনিলাল ও জেনরল মাতাব সিংহের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক সারল্য ও সদয়তা রূপে কহিলেন পঞ্জাব রাজ্য গ্রহণার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাপর অভীষ্ট নহে এক্ষণে লাহোরে উপস্থিত হইয়া ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করা যাইবেক এই বার্ত্তা সহিত তাঁহারদিগকে সমাদর পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

লাহোরীয় উকীলেরা ১১ ফিব্রুআরির পরাহ্নে শ্রীযুতের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া দ্রুত গমনে লাহোরে উপস্থিত হইয়া রাজা গোলাপ সিংহ ও শ্রীমতী পঞ্জাব রাজ্ঞীর নিকট সবিশেষ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, ঐ সময়ে অবশিষ্ট শীক সৈন্যেরা সুরদার তেজঃ সিংহের সহিত পলায়ন পূর্ব্বক অমৃতসরের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ দরবারে সংবাদ দেয় যে সম্মুখ সংগ্রামে বৃটিস সৈন্যগণকে পরাজয় করণের প্রত্যাশা নাই এক্ষণে দুর্গাশ্রয় করত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, অনন্তর সরদারগণ লাহোর অমৃতসর গোবিন্দগড় প্রভৃতি দুর্গে২ যুদ্ধ প্রয়োজনীয় ও আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিতে লাগিলেন এবং আফগানীর আখবর মহাম্মদকে ও করদায়ি যদি কলু দেশের রাজাদিগকে সৈন্য সহিত আগমনার্থ আহ্বান পত্র প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর বহু সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ১৪ ফিব্রুআরি বাসরে কসৌর নগরে উপস্থিত হইলেন, আগমন কালে বিবেচনা হইয়াছিল উক্ত স্থানীয় দৃঢ়তর দুর্গবাসি শীকসেনারা

যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবে, কিন্তু শ্রীযুতের উপস্থিতি সময়ে নগর বাহিরে জনমানব শীক সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল গত যুদ্ধে হতায়ু শীক সেনাগণের কলত্র পুত্র মাত্রাদির ক্রন্দন ধ্বনিতে নগর শোকাচ্ছন্ন ছিল, তদনন্তর নগর প্রান্তরে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর সসৈন্যে অবস্থিত হইয়া এতদর্থে স্বাক্ষরিত ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিলেন, যে ১৮০৯ সালের কৃত সন্ধি উচ্ছেদ করত শীক সৈন্যেরা অনপেক্ষিত রূপে বৃটিসাধিকার আক্রমণ করিয়া বৃটিস সৈন্য কর্তৃক বারম্বার পরাভূত, ২২০ তোপ হৃত ও শতদ্রুর বামতীর হইতে তাড়িত হইয়াছে এবং জয় যুক্ত বৃটিস সৈন্যেরা পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছে পঞ্জাব গ্রহণার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের কখন অভিলাষ ছিল না কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে পরাক্রম স্থাপন ও স্বরাজ্য রক্ষা করণ কারণ যুদ্ধাশ্রয় করা গিয়াছে অতএব পঞ্জাবের সৈন্য দ্বারা বৃটিস রাজ্যের যে অপচয় ও হানি হইয়াছে এবং যুদ্ধার্থে যে ব্যয় করা গিয়াছে তাহা প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি ভঙ্গকারকগণের সমুচিত দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া উত্তরকালে বৃটিস রাজ্যের প্রতি অত্যাচার ও আক্রমণ না করার অর্থে লাহোর গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত প্রতিভূ অর্থাৎ জামীন না দিবেন সে পর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্যেরা পঞ্জাবাধিকার করণোদ্যোগে নিবৃত্ত হইবেক না, ফলত রাজ্য বৃদ্ধি করণাভিলাষে গবর্ণমেণ্টের এ উদ্যম নহে বরং অভীষ্ট যে গবর্ণমেণ্টের সখ্য বান্ধব রাজা রণজিৎ সিংহের বংশ সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্ব সদ্ভাব রক্ষা করত রাজ্য ভোগ করুন, এবং রাজবংশের শুভানুধ্যায়ি অধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইয়া এমত নিয়মাবধারণ করণে প্রবৃত্ত হউন যে তদ্দ্বারা স্বরাজ্যের প্রজা পালন ও সৈন্য শাসন ও বৃটিস গবর্ণমেণ্টের রাজ্য সীমা নিরুদ্বেগে পরিরক্ষণ হইতে পারে ইত্যাদি,, এই ঘোষণা পত্র প্রচার করাতে যাবদীয় সৈন্যগণ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল হা এই সমর যজ্ঞে সহস্র সহস্র সেনাপতি ও সেনাগণ মৃত্যু সংকল্প করিয়া ভূরি২ প্রাণাহুতি প্রদানে কৃতকার্য্য হইয়া শেষ ফল প্রাপ্ত হইলেন না যদি এক দিবসের নিমিত্তেও লাহোর ও অমৃতসর নগর লুণ্ঠিত হইত তথাপি মানসিক মহান দুঃখের কিঞ্চিৎ অপনোদন হইতে পারিত।

অনন্তর ঐ ঘোষণা পত্র লাহোরে উপস্থিত হইলে রাজা গোলাপ সিংহ অভীষ্ট সাধনের অনপেক্ষিত শুভকাল প্রাপ্ত হইয়া পঞ্জাব রাজ্ঞীকে কহিলেন আর চিন্তার বিষয় নাই, রাজা দলিপ সিংহকে সিংহাসনাভিষিক্ত করণে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় আছে তদনন্তর তিনি অবিলম্বে নানা উপঢৌকনীয় দ্রব্য সহিত কশৌর নগরাভিমুখে শ্রীযুতের নিকট যাত্রা করিলেন, উক্ত রাজার সমাগমে যদ্যপি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আন্তরিক হৃষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি বৈষয়িক কার্য্যের নীত্যনুসারে প্রথমতঃ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আজ্ঞা করিলেন লাহোরে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে, প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীযুত মেজর লারেন্স ও সেক্রেটরি করি সাহেবের সহিত তদ্বিষয়ের কথোপকথন করুন, পরে রাজা গোলাপ সিংহ উক্ত সাহেব দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করত দীর্ঘকাল কথোপকথনের পর তাঁহারদিগের দ্বারা শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের ইঙ্গিতাভাস জ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার লাহোরে গমন পূর্ব্বক শ্রীযুত মহারাজ দলিপ সিংহকে সমভিব্যাহারে লিলিয়ানা স্থানে ১৮ ফিব্রুআরিতে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন, তদনন্তর শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর শিশু রাজা দলিপ সিংহের আগমনে প্রীত হইয়া তাঁহার সম্ভ্রমার্থ এক বিংশতিবার তোপধ্বনি করিতে আজ্ঞা দেন, এবং স্নেহ সহিত সমাদর করিয়া রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্বাস দান করত বারম্বার কহিলেন গবর্ণমেণ্টের চির মিত্র রাজা রণজিৎ সিংহের বংশকে নিরাশ করিতে আমার কখন অন্তঃকরণ নাই কিন্তু এতন্নিয়মে সন্ধ্যবধারণ করিতে হইবে যে যুদ্ধ ব্যয় লাহোর গবর্ণমেণ্ট সার্দ্ধেককোটি মুদ্রা সহিত জলন্দর রাজ্য প্রদান করিবেন এবং যে সকল তোপ বৃটিস সৈন্যের বধোদ্যমে আনীত হয় তত্তাবত্তোপার্পণ পূর্ব্বক অবাধ্য সেনানীগণের সহিত খালশা নাম সৈন্যদল সমূহ ভঙ্গ করিয়া দিবেন এতৎ কথোপকথনানন্তর, শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর রাজকুমারকে বহুদল বৃটিস সৈন্য সহিত সুসজ্জিত করিয়া সমারোহ রূপে লাহোরে প্রেরণ করিলেন।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে রাজমাতা অরক্ষিতপ্রায় স্বল্প সৈন্য সহি

হপক্ষ শিবিরে বালক পাঠাইয়া হৃদয়ে বিবিধানিষ্টাশঙ্কায় বিপুল
পরিতাপে তাপিতা ও অশ্রুপূর্ণা হইয়া প্রতিক্ষণে প্রাসাদোপরি দণ্ডায়
মানা রূপে পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এমত কালে রাজকুমারের
প্রত্যাবর্ত্তন স্বরূপ সুধাময় সংবাদ তাঁহার কর্ণপথ দ্বারা হৃদয়স্থ হইয়া
পরিতাপ নির্ব্বাণ করিল, ক্ষণপরে রাজপুত্রের মুখাবলোকনে আনন্দ
প্রবাহে নিমগ্না হইলেন। অনন্তর রাজমাতা সন্ধি বিষয়ক সম্বাদ
শ্রবণ করত হৃষ্টা হইয়া কহিলেন এক্ষণে রাজকুমারের ও আপনার
রাজ্য বৃটিস গবর্ণমেণ্টের করায়ত্ত হইল অধুনা প্রাণ রক্ষা হইবে নতুবা
খালসা পরাক্রম পূর্ব্ববৎ সজীব থাকিলে কোন্ দিবস রাজা শের সিংহ
প্রভৃতির অনুগমন করিতে হইত।

মহারাজ শের সিংহ ও মন্ত্রি ধ্যান সিংহের মরণের পর পঞ্জাব
রাজ্যের রাজকীয় শাসনাদি ব্যাপার কেবল খালশা সৈন্যের হস্তগত
হইয়াছিল সেই স্বেচ্ছাচারি সৈন্যেরা মধ্যে২ সভা করিয়া যাহা অভীষ্ট
হইত তাহাই করিত রাজরাণী মন্ত্রিগণের সহিত নামমাত্র রাজ্যাধি-
কারিণী ছিলেন। রাজা দলিপ সিংহ বহুতর বৃটিস সৈন্যে পরি-
রক্ষিত হইয়া লাহোরে আগমন করাতে খালশা সৈন্যেরা রাণীর
প্রতি ও রাজা গোলাপ সিংহের প্রতি ক্রোধাকুল হইয়া তাঁহারদিগের
প্রাণ নাশের ভয় দর্শাইয়া রাজমাতাকে বিজ্ঞাপন করিলেক যে সিন্ধু
দেশের সের মহাম্মদ খাঁ ও কাবলের আখবর মহাম্মদ খাঁ যুদ্ধ সাহায্য
করণার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন এ সময়ে সন্ধি নির্ব্বন্ধে তিনি কি খালশা
সৈন্যেরদের বিনাশের বাসনা করিয়াছেন, ঐ কথায় রাজমাতা ত্রাসিতা
হইলেন না যেহেতু বৃটিস সৈন্যের সমাগমে প্রাণ রক্ষার বিশেষ
উপায় হইয়াছিল ঐ কালে সরদার তেজঃ সিংহ সৈন্যগণের মনোর-
ঞ্জনার্থ সন্ধি বিষয়ে সম্মত হন নাই পরে যাবদীয় বৃটিস সৈন্য লাহো-
রের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি নম্রতা
প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুত বাহাদুর ১৮ ফিব্রুআরিতে রাজা দলিপ সিংহকে বিদায়
করিয়া ঐ দিবস ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্ব্ব স্থানীয় বিশেষত লাহোর ও
অমৃতসর নগরীয় ব্যবসায়ি ও বাণিজ্যকারি ও সাধারণ প্রজাবর্গকে

বিজ্ঞাপন করিলেন যে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর রাজ্যের পূর্ব্বমত সম্প্রীতি স্থাপনীয় প্রস্তাব হইয়াছে অতএব বৃটিস সৈন্যের প্রতি নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে কালযাপন করুন। ২০ ফিব্রু-আরি বাসরে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি সাহেব সৈন্য সহিত লাহোরের অদূরে মীয়ান নীর নামক খালশা সৈন্যের শিবির স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন, ঐ স্থানে ফকীর নুরুদ্দিন ও দেওয়ান দীননাথ প্রভৃতি যাবদীয় সরদারেরা সমাগত হইয়া সমাদর সহিত দর্শনী প্রদান পূর্ব্বক শ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ঐ দিবস রাজা গোলাপ সিংহ যুদ্ধে ধৃত যাবদীয় বিলাতীয় সেনাগণকে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া শ্রীযুতের নিকট সমর্পণ করিলেন তাহারা উক্ত রাজা দ্বারা সুপালনের সংবাদ বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীযুত বাহাদুর রাজসৌজ-ন্যতায় পরম হৃষ্ট হইয়া লাহোরীয় যে২ সেনাগণ বৃটিস সৈন্য দ্বারা ধৃত হইয়াছিল তাহারদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।

২২ ফিব্রুআরিতে রাজা গোলাপ সিংহ শীকাধ্যক্ষগণের ও শ্রীমতী পঞ্জাব রাজ্ঞীর এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে উভয় রাজ্যের বিবাদ শান্ত্যর্থ মধ্যস্থ ও লাহোরের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন ঐ দিবস লাহোরীয় রাজসৈন্যগণ লাহোর হইতে দূরান্তরিত এবং বৃটিস সৈন্যেরা লাহোরে প্রবিষ্ট হইয়া পুরদ্বার ও বাদশাহী মসজিদ ও হজুরিবাগ প্রভৃতি প্রধান২ স্থান রক্ষার্থ নিযো-জিত হয়, অনন্তর ২৪ ফিব্রুআরি প্রাতে যে সকল বৃটিস সৈন্যগণ পঞ্জাবীয় যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারদিগকে ৭০ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদানার্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা দেন কিন্তু ঐ স্থানে অর্থাভাব প্রযুক্ত দাতব্য মুদ্রা প্রদানের কাল বিলম্ব হয়।

অনন্তর শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে রাজা গোলাপ সিংহ লাহোরীয় সচিব ও সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক খালশা সৈন্যদিগের দলভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দেন, তাহাতে তিন দিন পর্য্যন্ত সৈন্যেরা ক্রোধাকুল হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই পরি-

শেষে অত্যাচার করণের উপায় শূন্য হইয়া পঞ্চ মাসের বক্রী বেতন, মাসিক দ্বাদশ মুদ্রার বিনিময়ে সপ্তমুদ্রা পরিমাণে, প্রাপ্ত হইয়া নানা দিগে গমন করিলেক। এই সৈন্যদল ভঙ্গকালে কয়েক দিবস লাহোরে গুরুতর জনতা হইয়াছিল, পরন্তু মার্চ্চ মাসের প্রথমে সিন্ধুদেশ হইতে শ্রীযুত সর চার্লস নাপিয়র সাহেব বহুসৈন্য সহিত ফিরোজপুর হইয়া লাহোরে স্বকীয় আগমন বার্ত্তা প্রদান করাতে তথা হইতে ভূরি সৈন্য ও বৃটিস সৈন্যগণ আগত হইয়া মহা সমারোহপূর্ব্বক উক্ত সাহেবকে লাহোরে লইয়া যায় তাহার পর শিশুরাজ দলিপ সিংহ ও তাঁহার মন্ত্রিগণের সমক্ষে দ্বাবিংশতি সহস্র বৃটিস সৈন্যেরা রিবিউ অর্থাৎ যুদ্ধ কৌশল দর্শন করাইলেক, তদ্দর্শনে লাহোরীয় লোকেরা চমৎকৃত হয়, ঐ দিবস যাবদীয় বৃটিস সেনাপতি গণকে শ্রীযুত বাহাদুর সমারোহ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, ততঃপর শ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে মেজর লারেন্স সাহেব ও সেক্রেটরি করী সাহেব সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক রাজা গোলাপ সিংহ, দেওয়ান দীননাথ ও ফকীর নুরুদ্দিন প্রভৃতি অধ্যক্ষগণকে শ্রবণ করাইলেন কিন্তু সময়ের এই রূপ বিপরীত প্রবাহ হইয়াছিল তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বীকার করিলেন তদনন্তর সন্ধিপত্র শুদ্ধ রূপে লিখিত হইলে ৮ মার্চ্চে লাহোরীয় সচিববর্গ ও অধ্যক্ষগণ শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেবের তাম্বু মধ্যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং ঐ কালে স্থিরীকৃত হইল আগামি দিবসাপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের তাম্বু মধ্যে মহারাজ সমাগত হইলে ঐ পত্র দৃঢ়তর হইবে। ৯ মার্চ্চে নিরূপিতকালে শ্রীযুত আপন তাম্বু মধ্যে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হিউজ গফ সাহেব ও সিন্ধু দেশের গবরনর ও সৈন্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সর চার্লস নেপিয়র সাহেব প্রভৃতি যাবদীয় প্রধানবর্গকে ও প্রত্যেক সৈন্যদলের একং জন এতদ্দেশীয় সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন তৎপরে মহারাজ দলিপ সিংহ আপন প্রধান মন্ত্রি লাল সিংহ, রাজা গোলাপ সিংহ ও প্রধান সেনাপতি সরদার তেজা সিংহ প্রভৃতি ত্রিংশজন প্রধানবর্গের সহিত সমাগত হইলে সমাদৃতরূপে দরবারে গৃহীত হইলেন তাঁহার সম্ভ্রমার্থ

এক বিংশতিবার তোপধ্বনি হইল, তদনন্তর সন্ধিপত্র হয় দৃঢ়ীকৃত হইয়া পরস্পর প্রদত্ত হয় অর্থাৎ উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত হইলে মহারাজ দলিপ সিংহ শ্রীযুত গবর্নর জেনরলের হস্তে অর্পণ করিলেন ঐরূপ শ্রীযুত বাহাদুরের দ্বিতীয় পত্র রাজপুত্রের হস্তে অর্পিত হয়, ঐ সন্ধিপত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল।

লাহোর রাজ্যের সহিত বৃটিস গবর্নমেণ্টের সন্ধি।

১৮০৯ সালে বৃটিস গবর্নমেণ্টের সহিত মৃত রাজা রণজিৎ সিংহের মিত্রতা ও প্রণয় বিষয়ে যে সন্ধি স্থাপিত হয় শীক সৈন্যেরা গত ডিসেম্বর মাসে বৃটিসাধিকার আক্রমণ দ্বারা তাহা ভঙ্গ করাতে শতদ্রু পরপারে লাহোর গবর্নমেণ্টের যে রাজ্য ছিল তাহা ১৩ ডিসেম্বরের ঘোষণা পত্র প্রচার পূর্ব্বক বৃটিস গবর্নমেণ্ট স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লন, তাহার পর পরস্পর উভয় সৈন্যে বারম্বার যুদ্ধ হইবায় শেষ বৃটিস সৈন্যেরা লাহোরাধিকার করাতে এতদুভয় রাজ্যে বিশেষ২ নিয়মে সন্ধি স্থাপন কর্ত্তব্য হইল, ইহাতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের সহিত মহারাজা দলিপ সিংহ বাহাদুরের ও তাঁহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারিগণের সন্ধি নিশ্চিত হইল বৃটিস গবর্নমেণ্টের পক্ষে শ্রীমতী মহারাণীর মহামান্য প্রিবিকৌন্সেল গবরনর জেনরল অর্থাৎ কোম্পানি বাহাদুরের নিযোজিত ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেব ও রাবর্ট মেজর হেনিরি মণ্টগোমরি লারেন্স সাহেব ও মহারাজ দলিপ সিংহের পক্ষে রাজকীয় ক্ষমতানুসারে সরদার ভাইরাম সিংহ, রাজা লাল সিংহ, সরদার রণজোর সিংহ মিজিডিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকীর নুরুদ্দিন পশ্চাল্লিখিত সন্ধিকার্য্য অবধারণ করিলেন।

১ ধারা। বৃটিস গবর্নমেণ্টের সহিত মহারাজ দলিপ সিংহের ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের সদ্ভাব ও মিত্রতা চিরস্থায়ী হইবেক।

২ ধারা। মহারাজ দলিপ সিংহ স্বয়ং ও উত্তরাধিকারিগণের সহিত শতদ্রু নদের দক্ষিণ তীরস্থ সমস্ত ভূমি লক্ষাদি পরিত্যাগ করি-

লেন তৎপ্রতি কিম্বা তত্রস্থ প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার কি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কোন সম্পর্ক ও দাওয়া থাকিবেক না।

৩ ধারা। মহারাজ বিপাশা ও শতদ্রু নদের মধ্যবর্ত্তি দোয়াব রাজ্য ও তন্মধ্যস্থিত দুর্গ পর্ব্বত ও উপত্যকার স্বত্বাধিকার অনরবিল কোম্পানি বাহাদুরকে চিরকালের জন্য দান করিলেন।

৪ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ৩ ধারায় লিখিত দত্তরাজ্যের অতিরিক্ত দেড় কোটি টাকা লাহোর গবর্ণমেণ্টের স্থানে দাওয়া করেন তাহাতে উক্ত গবর্ণমেণ্ট এককালে ঐ টাকা প্রদান করণে অথবা ক্রমশ টাকা প্রদানের উপযুক্ত প্রতিভূ দেওনে অশক্ত হইয়া এক কোটি টাকার তুল্য মূল্যে বিপাশা ও সিন্ধু নদের অন্তর্গত কাশ্মীর হাজারা ও পর্ব্বতীয় সমস্ত দেশের স্বত্বাধিকার ও আধিপত্য চিরকালের জন্য শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরকে অর্পণ করিলেন।

৫ ধারা। এই সন্ধি পত্র দৃঢ়তর করণের কালে বা পূর্ব্বে ৫০ লক্ষ মুদ্রা মহারাজ দলিপ সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন।

৬ ধারা। মহারাজা অবাধ্য সৈন্যদিগকে পদচ্যুত করিয়া তাহারদিগের যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিবেন, এবং আইন নামক পদাতিক সৈন্যগণকে যথা নিয়মে মহারাজ রণজিৎ সিংহের রীত্যনুক্রমে তাহারদিগের বেতন প্রদান করিবেন, এবং এই ধারার বিধানক্রমে পদচ্যুত সৈন্যগণকে বেতন দিবেন।

৭ ধারা। অদ্যাবধি প্রত্যেক দলে ৮০০ শত যোদ্ধা গণিত পঞ্চ বিংশতি দল পদাতিক দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য নির্দ্ধারিতরূপে নিযুক্ত থাকিবে, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক না; কোন সময়ে বৃদ্ধি করণের আবশ্যক হয়, তাহার বিশেষ কারণ গবর্ণমেণ্টকে বিজ্ঞাত করিয়া অভিপ্রায় মত কার্য্য করিবেন ও কার্য্য সমাধার পর পুনর্ব্বার সৈন্যদল ন্যূন করিয়া দিবেন।

৮ ধারা। যে ৩৬টা তোপ বৃটিস সৈন্যের অভিমুখে শতদ্রু নদের দক্ষিণতীরে পাতিত হইয়াছে ও যে সকল তোপ সব রাউনের যুদ্ধ সময়ে লইতে পারা যায় নাই তত্তাবৎ তোপ মহারাজ বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিলেন।

৯ ধারা। বিপাশা ও শতদ্রু নদ ও শতদ্রু নদের শেষ সীমা যাহা গোরা বা পঞ্চনদ নামে বিখ্যাত হইয়া মিঠঙা কোটের নিকট সিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে ও মিঠঙা কোট হইতে বিলোচি স্থান পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের আধিপত্য অর্থাৎ নৌকা যাতায়াতের পারাবারের কর গ্রহণের কর্ত্তৃত্ব বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবেক ফলত লাহোর গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যার্থ বা অন্য প্রকার নৌকা সকল উক্ত নদাদির মধ্যে যাতায়াত করিলে তাহার কর গ্রহণ করা যাইবেক না উক্ত নদ সকলের নানাঘাটে এতদুভয় রাজ্যমধ্যে মনুষ্যাদি যাতায়াতের পারের সংগৃহীত মাসুল ব্যয় বাদে যাহা লভ্য হইবে তাহার অর্দ্ধাংশ লাহোর গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা যাইবে। এই ধারার বিধানানুসারে ভওল-পুর ও লাহোরের সম্মুখবর্ত্তি ঘাটের উপর বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না তত্তৎ স্থানীয় গুদরার কর লাহোর গবর্ণ-মেণ্ট পৃথক্ গ্রহণ করিবেন।

১০ ধারা। যদি বৃটিস গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্য বা কোন বান্ধবের রাজ্য রক্ষার্থ মহারাজের অধিকারের পথে সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজন জ্ঞান করেন তবে সৈন্য গমনীয় সংবাদ অগ্রে বিজ্ঞাপন করিলে রাজ-কীয় কার্য্যকারিগণ সৈন্যদিগের নদপার হইবার নৌকা ও আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া দিবেন ও তত্তাবৎ দ্রব্যাদির উচিত মূল্য বৃটিস গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিবেন এবং যে পথে বৃটিস সৈন্য গমন করিবেক তত্তৎ স্থানীয় প্রজাগণের ধর্ম্মহানি বিষয়ে বা অন্যপ্রকার অত্যা-চার নিবারণের প্রতি বৃটিস গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

১১ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে মহারাজ কোন বৃটিস প্রজা বা আরমানিয়ান কিম্বা অন্য বিলাতীয় মনুষ্যকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

১২ ধারা। জম্বূদেশীয় রাজা গোলাপ সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর রাজ্যের সম্প্রীতি স্থাপনার্থ যে সুকার্য্য করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া মহারাজ দলিপ সিংহ তাঁহাকে স্বাধিনতা পত্র প্রদান করিতেছেন, বৃটিস গবর্ণমেণ্ট পৃথক অঙ্গীকার পত্র দ্বারা তাঁহাকে উক্ত যে সকল পর্ব্বতীয় রাজ্য প্রদান করিবেন ও যে সকল

রাজ্য মহারাজ খড়্গ সিংহের সময়াবধি তাঁহার অধীনে আছে তত্তা-রাজ্যের উপর তিনি স্বাধীন হইবেন এই সন্ধি ধার্য্য বিষয়ে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাধুতা দর্শনে তাঁহাকে স্বাধীন পদ প্রদান করত তাঁহার সহিত পৃথক সন্ধিপত্র স্থিরতর করিবেন।

১৩ ধারা। যদি রাজা গোলাপ সিংহের সহিত কখন লাহোর রাজ্যের বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ স্বরূপে নিষ্পত্তি করণের ভারার্পণ করিবেন এবং বৃটিস গবর্ণমেণ্ট যেরূপে নিষ্পত্তি করিবেন মহারাজ তাহার অন্যথা করিবেন না।

১৪ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে লাহোর রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না।

১৫ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট লাহোরের রাজশাসনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তবে যে সকল বিষয় বিবেচনা করণার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারার্পণ হইবে তত্তৎকার্য্যে গবরনর জেনরল লাহোর রাজ্যের হিতার্থ সদুপদেশের সহিত সহায়তা করিবেন।

১৬ ধারা। লাহোর ও বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রজারা স্বেচ্ছাধীন যখন যে রাজ্যে গমন করিবেক তখন সেই রাজ্যের প্রজারূপে গণ্য হইবেক।

বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেব ও মেজর হেনরি মণ্টগোমরি লারেন্স সাহেব এবং শ্রীযুত মহারাজ দলিপ সিংহের পক্ষীয় শ্রীযুত ভাই রাম সিংহ শ্রীযুত রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, সরদার চতুর সিংহ আতারিওয়ালা, রণজোর সিংহ মিজিতিয়া, দেওয়ান দীননাথ ও ফকীরনুরুদ্দিন এতদুভয় পক্ষীয় প্রধান গণের দ্বারা ষোড়শ ধারায় এই সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত ও স্বাক্ষরিত হইলে শ্রীলশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের ও শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ দলিপ সিংহের মোহরে মুদ্রাঙ্কিত ও দৃঢ়ীকৃত হইল।

রাজধানী লাহোর ৯ মার্চ্চ ১৮৪৬ সাল। ১০ রবিয়ল আউয়ল হিজিরি ১২৬২ সাল।

স্বাক্ষর কারিদিগের নাম।

মহারাজ দলিপ সিংহ, হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুর, ভাই রাম সিং রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, ফ্রিডিরিক করি সাহেব সরদার চতুর সিংহ আতারিওয়ালা, সরদার রণজোর সিংহ মিজিতিয়া, দেওয়ান দীননাথ, ও এচ এম লারেন্স সাহেব।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে সন্ধিখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তঃ।

অপ্রত্যাশিত রূপে অজেয় শীক সৈন্যদিগকে জয় করিয়া অল্পকাল মধ্যে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট অভীষ্ট মত সন্ধিলাভ করিলেন এ স্থলে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রবল সৈন্য বলাপেক্ষা সৌভাগ্যবল বলবান বলিতে হয়, কেননা গবর্ণমেণ্টের শুভাদৃষ্ট বশত পঞ্জাবের প্রত্যেক সৈন্য দলের অধ্যক্ষদিগের ও সেনাপতিগণের পরস্পর মতভেদ হওয়াতে বিবেচিত রূপে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই বিশেষতঃ গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে ঐ যুদ্ধারম্ভ হইলে রৌদ্রাতপ অসহিষ্ণু হিমপ্রধানক বিলাতবাসি সৈন্যেরা যুদ্ধস্থলে স্থিরতর হইতে পারিতেন না এবং যেকালে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর অসমসাহসে নির্ভর করিয়া পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হইলেন তৎকালে পেশোয়ার মুলতান শাপুর ও অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে অন্যূন ষষ্টি সহস্র যুদ্ধ তৎপর সেনা উপস্থিত ছিল ও রাজা গোলাপ সিংহের সহিত জম্বু দেশীয় পর্ব্বতীয় বিংশতি সহস্র সৈন্য আসিয়াছিল এবং লাহোর অমৃতসর ও গোবিন্দ গড় দুর্গে তোপাদি যুদ্ধাস্ত্রের অল্পতা ছিলনা, যদি শ্রীযুত বাহাদুর গোলাপ সিংহের আগমনে সন্ধি স্বীকার না করিতেন তবে উক্ত রাজা বিপক্ষতা সত্ত্বেও লাহোরের পক্ষবল হইতেন, যাহা হউক, অভাগ্য সৌভাগ্য সহকারে মনুষ্যের কুমতি সুমতির উদয় হয় যেহেতু কশোর নগরে বৃটিস সৈন্যগণের অসম্মতিতে গবরনর বাহাদুরের মনে সন্ধি করণে প্রবৃত্তি হয় ঐ কার্য্য কি পর্য্যন্ত শ্রেয়স্কর তাহা অনির্ব্বচনীয় কেননা পূর্ব্ব যুদ্ধের পরিশ্রমে, আহারের কষ্টে ও প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিত অস্থিমাত্রাবশিষ্ট সেনাগণ ক্ষীণবল হইয়াছিল সেসময়ে শীক অধ্যক্ষেরা

ন্ধি প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া দুর্গাশ্রয় করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে াহারদিগকে জয় করা বহুকাল ও কষ্টসাধ্য হইত অথবা তাঁহারা ন্ধির প্রস্তাব মাত্রে গবর্ণমেণ্টের পদাবনত না হইলে এবম্ভূত লাভ-নক সন্ধি হইতে পারিত না বোধ হয় শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই ত স্বপক্ষ বিপক্ষের বলাবল বিবেচনায় সন্ধি করণে ত্বরান্বিত হইলে াহার সময় বান্ধব রাজা গোলাপ সিংহ স্বকার্য্য সাধনাভিলাষে রায় তৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেন, সন্ধি পূর্ব্বে গবরনর বাহাদুর হিয়াছিলেন যদি পঞ্জাবরাজ্ঞী সমুদায় দুইকোটি টাকা প্রদান রেন তবে গবর্ণমেণ্ট জলন্ধর রাজ্য গ্রহণ করিবেন না এবং দুই-াটি টাকা পঞ্জাবের রাজকোষ হইতে প্রদান করা ক্লেশকর হইত । যেহেতু মহারাজ রণজিৎ সিংহ মৃত্যুকালে বিশকোটি মুদ্রা রক্ষা িয়া লোকান্তরিত হন তাহার পর সময়ে২ যুদ্ধ ঘটনায় কোষাধ্যক্ষ নাপতি অমাত্যগণ বিশেষতঃ রাজা ধ্যান সিংহ হীরা সিংহ গোলাপ ংহ প্রভৃতি তত্তাবদর্থ হরণ দ্বারা ভাণ্ডার শূন্য করিয়া দেন অব-ষ্ট যে কিঞ্চিৎ ধন গোবিন্দ গড়ে ন্যস্ত ছিল তাহাও বর্ত্তমান যুদ্ধ ব্যয়ে ঃশেষ হয় কথিত আছে প্রথমতঃ পঞ্জাবরাজ্ঞী অর্থ সংগ্রহ করণার্থ চিব ও অমাত্যবর্গকে সভায় আহ্বান পূর্ব্বক কহেন তাঁহারা ঐ সময়ে স্বীয়২ ধনাগার হইতে অর্থার্পণ করত রাজ্য রক্ষা করুন াহাতে দেওয়ান দীননাথ ও চতুর সিংহ আতারিওয়ালা সম্মত হইয়া র করিলেন সাধারণের দ্বারা একোটি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা ংগৃহীত হউক বক্রী ৬৮ লক্ষ মুদ্রা ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া দওয়া যাইবে কিন্তু অভাগ্যক্রমে ঐ প্রস্তাবে সকলে মৌখিক সম্মত ইয়া কার্য্যকালে কেহ ধনদান করিলেন না, কেবল নানাচ্ছল চাতুরী ারা ধনদানে গতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন পরিশেষে পঞ্জাবরাজ্ঞী ভৃত্যগণের মনের বিরুদ্ধ ভাবানুভব করত গোলাপ সিংহকে কহিলেন তিনি মৃত সচেত সিংহের ও হীরা সিংহের অধিকৃত রাজ্য বন্ধক লইয়া ৫০ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন রাজা তাহাতেও স্বীকৃত না হইলে রাজা লাল সিংহ ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন যে তুমি উজীরীপদ গ্রহণ করিয়া যদি অর্থ সংগ্রহ করিতে পরিলেনা তবে তোমার নিজরাজ্য

জম্বু দেশ অন্যকে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব, উক্ত রাজা সেই স্থলে পদ ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন তিনি পঞ্জাবের কার্য্যে আর হস্তক্ষেপ করিবেন না, রাণী যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কার্য্য সাধন করুন, এতদনন্তরে রাজা গোলাপ সিংহ গবরনর বাহাদুরের সহিত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলেন, এবং শ্রীযুত বাহাদুর সুসময় বুঝিয়া বারম্বার টাকার জন্য রাণীকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন, লাল সিংহ মন্ত্রী হইয়া কোন উপায় করিতে পারিলেন না পরে কিস্তিবন্দি করণের প্রস্তাব করাতে শ্রীযুত তাহা স্বীকার না করিয়া উপদেশ করিলেন কোহস্থান অর্থাৎ পর্ব্বতীয় রাজ্য কোটি মুদ্রায় বিক্রয় করত বাকি পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন, পরিশেষে পঞ্জাব রাজ্ঞী উপায় দর্শন না করিয়া শ্রীযুতের অভীষ্ট মত সন্ধি ধার্য্য করিতে মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর ১০ মার্চ্চ প্রাতে স্বজনগণ ও অনেকানেক শীক সরদারদিগের সহিত বৃটিস সৈন্য সমূহের যুদ্ধ শিক্ষা দর্শন করত অপরাহ্ণে প্রধান সেনাপতি ও সিন্ধুদেশের গবরনর এবং অন্যান্য মান্য সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে লইয়া লাহোরীয় রাজদরবারে সমাগত হইয়াছিলেন ঐ সভা মধ্যে দেওয়ান দীননাথ উভয় রাজ্যে মিত্রতা ও সান্ধি স্থাপন বিষয়ে গবরনর বাহাদুরের কৃতজ্ঞতা ও সৌহৃদ্য সূচক বক্তৃতা পত্র পাঠ করিলেন পরে সভা ভঙ্গ হইলে শ্রীযুত স্বজনগণ সহিত শিবিরে প্রত্যাগত হন, ১১ মার্চ্চ বাসরে পঞ্জাব রাজ্ঞী পদচ্যুত খালশা সৈন্যের ও শীক অধ্যক্ষদিগের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করত এক বৎসর পর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্য দ্বারা রাজধানীর সহিত স্বকীয় পুত্রের প্রাণ রক্ষার্থ গবরনর বাহাদুরের সমীপে বিজ্ঞাপন করাতে শ্রীযুত সম্মত হইলেন এবং ঐ দিবস বিকালে রাজমন্ত্রিগণ শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেবের তাম্বু মধ্যে উপস্থিত সৈন্য স্থাপনীয় ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতিজ্ঞা পত্র স্থিরতর করিলেন।

বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর দরবারের প্রতিজ্ঞা পত্র ১১ মার্চ্চ ১৮৪৬ সাল।

১ ধারা। সন্ধি পত্রের ৫ ধারার লিখিত মতে লাহোরীয় গবর্ণমেণ্ট যে পর্য্যন্ত সৈন্যদল স্থাপন না করেন তত্তাবৎকাল অর্থাৎ ১৮৪৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ দলিপ সিংহের ও লাহোর নগরের রক্ষার্থ বৃটিস গবর্ণমেণ্ট গবরনর বাহাদুরের অভিপ্রায় মত রক্ষার উপযোগি বৃটিস সৈন্য স্থাপন করিবেন ঐ সৈন্যরা বর্ষপূর্ণ হইলে বৃটিসাধিকারে গমন করিবেক।

২ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিতেছেন যে লাহোরীয় সৈন্যদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বৃটিস সৈন্যকে নগর মধ্যে উপযুক্ত রূপে বাসস্থল দিবেন এবং তাহারদিগের নিরূপিত বেতন ব্যতিরেকে অতিরিক্ত যে ব্যয় হইবে তাহা অর্পণ করিবেন।

৩ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট নূতন সৈন্যদল অতি শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া বৃটিস গবর্ণণ্টের লাহোরীয় কর্ম্মকারির নিকট বিস্তারিত রূপে বিজ্ঞাপন করিবেন।

৪ ধারা। যদি লাহোর গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত অঙ্গীকারের কিছু অন্যথা করেন তবে বৃটিস সৈন্যেরা ১ ধারার লিখিত কাল পূর্ণ হওনের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বরাজ্যে উঠিয়া আসিবেক।

৫ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধি পত্রের ৩।৪ ধারার দ্বারা প্রাপ্ত রাজ্য মধ্যে মহারাজ রণজিৎ সিংহ খড়্গ সিংহ ও শের সিংহের দত্ত জায়গীর অর্থাৎ নিষ্কর বৃত্তি ভোগিদিগের যাবজ্জীবন তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না।

৬ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট ৩।৪ ধারার লিখিত দত্ত রাজ্য মধ্যে জমীদার ও তহশীলদারদিগের স্থানে বক্রী রাজকর বর্ত্তমান বর্ষীয় অর্থাৎ ১৯০২ সম্বতের খরিপ শস্য উৎপন্ন সময়ে বৃটিস গবর্মেণ্টের স্থানীয় কার্য্যকারির সহায়তা দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন।

৭ ধারা। লাহোর গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত দত্ত রাজ্যের দুর্গ সমূহের তোপ ব্যতিরেকে অন্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন, তন্মধ্যে যে সকল বস্তু বৃটিস কার্য্যকারিগণের লইবার প্রয়োজন হয় তাহা উচিত মূল্যে লইতে পারিবেন ও যে সকল বস্তুর প্রয়োজন না হয় এবং লাহোর গবর্ণমে-

ন্টের আনিবার উপায় না থাকে সে সকল দ্রব্য বৃটিস কার্য্যকারির সহায়তার দ্বারা বিক্রয় করাইয়া দিবেন ॥

১৫ ধারা। সন্ধিপত্রের ৪ ধারায় লিখিত দত্ত রাজ্যের সহিত লাহোর রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করণার্থ উভয় গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে কমিসানর অর্থাৎ সীমা নির্ণায়ক নিযুক্ত করিবেন।

স্বাক্ষর কারিদিগের নাম।

মহারাজ দলিপ সিংহ, হেনিরি হার্ডিঞ্জ, ভাই রাম সিংহ, রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, এফ করি, সরদার চতুর সিংহ, সরদার রণজোর সিংহ, দেওয়ান দীননাথ, এচ এম লারেন্স ও ফকীর নুরুদ্দিন।

প্রাগুক্ত সন্ধি ও অঙ্গীকার পত্র সমাধার পর লাহোর গবর্ণমেণ্ট বহু ক্লেশে বহু মূল্য দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা শ্রীযুত গবরনর জেনরলকে প্রদান করিলেন পরে তোপাধ্যক্ষ সুলতান মহম্মদ সন্ধির লিখিত ৩৬ তোপ অর্পণ করিয়া শ্রীযুত বাহাদুরের সাক্ষাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পরাক্রম এবং বর্ত্তমান দুরবস্থা স্মরণ ও দর্শন করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, উক্ত সেনাপতি কাবলের আমীর দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা, পেশোয়ার অধিকার সময়াবধি মহারাজ রণজিৎ সিংহের তোপাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন পরে গবরনর বাহাদুর তাঁহাকে পেশোয়ারে বসতিকারণ পূর্ব্বক শীক রাজ্যের দত্ত বৃত্তি ভোগ করিতে আজ্ঞা দেন, তদনন্তর বৃটিস সৈন্যেরা লাহোরের দুর্গ মধ্যে আবাস স্থান পরিষ্কার করত বাস করিলেক তৎকালে দৃষ্ট হইল দুর্গের অস্ত্রাগার এক শত তোপ ও অন্যান্য যুদ্ধদ্রব্য ও বারুদ গোলায় পরিপূর্ণ আছে। লাহোর রক্ষার্থ প্রধান কর্ত্তৃত্ব পদে নেপালের পূর্ব্ব রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব ও সরসা রাজ্যের রাজকর গ্রাহক শ্রীযুত মেজর মেকিসন সাহেব নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহারদিগের সহকারিতা কার্য্যে মেজর মাগ্রিগর, কাপ্তেন মিলস, কনিংহেম সাহেব, লেপ্‌টেনণ্ট এডওয়ার্ড সাহেব, বেনসিটার্ট সাহেব ও আগনু সাহেব লাহোরে অবস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ দল এতদ্দেশীয় ও বিলাতীয় পদাতিক ও অশ্বারোহি

বৃটিস সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল এবং যেপর্য্যন্ত সৈন্যগণের স্বাস্থ্যজনক সুসারণীয় বাসস্থানের স্থিরতা না হয় সে পর্য্যন্ত শ্রীযুত জান লিটলর সাহেব লাহোরে কাল যাপন করিতে আদিষ্ট হইলেন, এবং জলন্দর রাজ্যের কার্য্য দৃষ্ট্যর্থ জান লারেন্স সাহেব কমিস্যনরি পদে নিযুক্ত হইয়া উক্ত স্থানে যাত্রা করিলেন। অনন্তর শ্রীযুত প্রধান সেনাপতি সাহেব ১২ মার্চ্চে লাহোর হইতে ফিরোজপুর যাত্রা করিলেন এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর রাজা গোলাপ সিংহকে সমভিব্যাহারে লইয়া লাহোর হইতে অমৃতসর যাত্রা করিলেন এবং ১৫ মার্চ্চে উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়া তৎপরতারূপে তৎপর দিবস উক্ত রাজার সহিত সন্ধিকার্য্য ধার্য্য করিলেন।

বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজ গোলাপ সিংহের সন্ধি পত্র, অমৃতসর নগর ১৬ মার্চ্চ ১৮৪৬ সাল।

শ্রীশ্রীমতী বিলাতের মহারাজ্ঞীর মহামান্য প্রিবি কৌন্সেল অধ্যক্ষৈক গবরনর জেনরল অর্থাৎ মান্যাস্পদ কোম্পানি বাহাদুরের দ্বারা নিয়োজিত ভারতবর্ষের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুত সর হেনিরি হার্ডিঞ্জ সাহেবেরের আজ্ঞানুসারে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শ্রীযুত [illegible] সাহেব ও শ্রীযুত ব্রিবেট মেজর হেনিরি মণ্টগোমরি লারেন্স সাহেব ও মহারাজ গোলাপ সিংহ স্বয়ং এই সন্ধিকার্য্য অবধারণ করিলেন।

১ ধারা। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট মহারাজ গোলাপ সিংহকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারি ঔরস পুত্রগণকে লাহোর গবর্ণমেণ্টের দত্ত ১৮৪৬ সালের ৯ মার্চ্চের লিখিত রাজ্যের একাংশ লাহুল দেশ ব্যতিরেকে সিন্ধু নদের পূর্ব্ব ও ঐরাবতী নদীর পশ্চিম সমুদয় পর্ব্বতীয় রাজ্য ও তদন্তর্গত প্রদেশ ও তদন্তর্গত চাম্বা রাজ্য চিরকালের জন্য দান করিলেন।

২ ধারা। মহারাজ গোলাপ সিংহকে উপরোক্ত যে রাজ্য প্রদত্ত হইল তাহার পূর্ব্ব সীমা নির্দ্ধারণ কারণ বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ও মহারাজ গোলাপ সিংহ কমিস্যনর নিযুক্ত করিবেন তাঁহারদিগের কর্ত্তৃক কার্য্য সমাপ্ত হইলে পৃথক বন্দোবস্ত দ্বারা সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৩ ধারা। উপরে লিখিতানুসারে রাজা গোলাপ সিংহকে ও

তাঁহার উত্তরাধিকারি গণকে রাজ্য প্রদত্ত হইল এই বিবেচনায় উক্ত রাজা পচাত্তর লক্ষ নানকশাহি মুদ্রা বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রতি দান করিবেন তন্মধ্যে ৫০ লক্ষ মুদ্রা সন্ধিপত্র দৃঢ়তর করণ সময়ে ও অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ আগামি ১ আশ্বিনের মধ্যে বা তৎপূর্ব্বে অর্পণ করিবেন।

৪ ধারা। মহারাজ গোলাপ সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অভিমত ব্যতিরেকে আপন রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না।

৫ ধারা। মহারাজ গোলাপ সিংহের সহিত লাহোর রাজ্যের অথবা নৈকট্য রাজ্যের কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা দ্বারা তাহা নিষ্পত্তি করিয়া লইবেন।

৬ ধারা। যদিস্যাৎ বৃটিস সৈন্য কোন পর্ব্বতীয় রাজ্য মধ্যে অথবা তাঁহার রাজ্যের নিকটস্থ কোন প্রদেশে যুদ্ধার্থ প্রবিষ্ট হয় তবে তিনি কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সৈন্য সহিত সংযুক্ত হইবেন।

৭ ধারা। মহারাজ গোলাপ সিংহ বৃটিস রাজ্যের কিম্বা ইউরোপীয় অথবা আমেরিকা দেশীয় মনুষ্যকে বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

৮ ধারা। মহারাজ গোলাপ সিংহ ইংরাজি ১৮৪৬ সালের ১১ মার্চের লিখিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর দরবারের প্রতিজ্ঞা পত্রের ৫। ৬ ও ৭ ধারার নিয়মে আবদ্ধ থাকিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিবেন।

৯ ধারা॥ মহারাজ গোলাপ সিংহের রাজ্য বিপক্ষাক্রান্ত হইলে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিবেন।

১০ ধারা। মহারাজ গোলাপ সিংহ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক ও প্রভুত্বের চিহ্ন সূচক প্রতিবৎসর এক ঘোটক ও যে ছাগের লোমে শাল নির্ম্মাণ হয় তাহার অত্যুত্তম ৬ ছাগ ও ছয় ছাগী ও তিন যোড়া কাশ্মীর জাত শাল বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন।

এই সন্ধি পত্র ১০ ধারায় যুক্ত করিয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল শ্রীযুত হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেব ও শ্রীযুত বৃবেট মেজর হেনিরি মণ্টগোমরি লারেন্স সাহেব, শ্রীযুত রাজা গোলাপ সিংহের পক্ষে স্বয়ং ঐ রাজার

দ্বারা স্থিরীকৃত ও প্রস্তুত হইয়া শ্রীযুত সর হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের মোহরে মুদ্রাঙ্কন দ্বারা দৃঢ়তর হইল।

স্বাক্ষরকারী।

রাজা গোলাপ সিংহ, হেনিরি হার্ডিঞ্জ বাহাদুর, ফিডিরিক করি সাহেব, এচ এম লারেন্স সাহেব।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে সন্ধিখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তঃ।

পঞ্জাব রাজ্যের বিবরণ।

এই প্রকারে মহারাজ গোলাপ সিংহ অনপেক্ষিত রূপে সৌভাগ্য সহকারে জম্বু, চাম্বা, সাম্বা ও হাজারা কাশ্মীরের স্বাধীন ঈশ্বর হইয়া আনন্দ প্রবাহ সহিত স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন এবং গবরনর জেনরল বাহাদুর বুদ্ধি কৌশলে পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ রাজ্য জলন্দর স্বয়ং লইয়া ও দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গাদি সহিত দুর্গম্য পর্ব্বতীয় দেশ সমূহ হস্তান্তর করত লাহোর গবর্নমেণ্টকে এমত খর্ব্বীকৃত করিলেন যে ভবিষ্যৎকালে পুনর্ব্বার সতেজ হইয়া বৃটিস গবর্নমেণ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করণে সমর্থ না হন, এবং সিন্ধু নদের পরপার বানুটঙ্ক পেশোয়ার প্রভৃতি যে সকল দেশ লাহোরের অধীন রাখিলেন তত্তাবদঞ্চল কালক্রমে আফগান জাতির কর গৃহীত হইবার সম্ভাবনা, এতাবতা পঞ্জাবাধিকারিকে নাম মাত্র রাজাস্পদের অভিমান সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক ইষ্টমত অভীষ্ট লাভ করত শিমলা পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহি সৈন্যগণ ২৩ মার্চ্চে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া ২৬ মার্চ্চে নাগরঘাটের পথে শতদ্রু পার হইয়া নানা স্থানে গমন করিলেক, শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের লাহোর পরিত্যাগের পর পঞ্জাবের মধ্যে অরক্রান্তি হইয়াছিল পদচ্যুত খালশা সৈন্যেরা নানা স্থানে

দলবদ্ধ হইয়াছে তাহারা লাহোর আক্রমণ পূর্ব্বক রাজমাতাকে তাঁহার প্রিয় মন্ত্রি লাল সিংহের সহিত সংহার করিবেক, ফলতঃ পদ চ্যুত খালশা সৈন্যেরা স্থানেং দলবদ্ধ হইয়া পঞ্জাবের অনেকানেক অধ্যক্ষের নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু কেহ তাহারদিগের অভীষ্ট সাধনীয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করায় তাহারা ভিন্নং দলে বিভক্ত ও রাজকীয় নূতন নিয়ম বশত অশাসন দৃষ্টে দস্যুবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া প্রজাগণের ধনাপহরণ করিতে লাগিল ঐ সময়ে রাজদরবারে রাজা লাল সিংহের একাধিপত্যে অন্যান্য সরদারেরা রাজকার্য্যে অক্ষম থাকাতে কিছু কাল দুষ্ট শাসন হয় নাই ঐ সময়ে পঞ্জাব রাজ্ঞী লাল সিংহের প্রতি স্নেহানুবৃত্তি প্রাচুর্য্যে রাষ্ট্র মধ্যে রাষ্ট্র হয় তিনি অবৈধ প্রীতি প্রসক্তি প্রযুক্ত মন্ত্রির প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ সহিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিয়ৎকালান্তরে কালের কুটিলা গতি বশত রাণী পীড়িতা হইলে লোকাপবাদ হয় মন্ত্রির স্নেহ বীজ তাঁহার হৃদয়স্থ হইয়া গর্ব্ভাঙ্কুরোদয় করিল তাহা উৎপাটনার্থ বিষাক্ত ঔষধ সেবনে অসময়ে দৌহৃকাময়ে শয্যাশায়িনী হইয়াছেন ফলত ঐ কার্য্য অসত্য হইলেও তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহারের সহিত পর কার্য্যের সমন্বয় করিলে অনন্বিত হইতে পারে না, কথিত আছে মহারাজ রণজিৎ সিংহ বৃদ্ধাবস্থায় সেই লাবণ্যবতী নৃত্য গীত হাব ভাব কৌশ কৌতুক নিপুণা রাণীকে কৌতুকচ্ছলে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু কাল পরে এক জন সামান্য ভৃত্যের সহিত তাঁহার ভ্রষ্টাচার আচারে মহারাজ সদসদাচার বিচার পূর্ব্বক কদাচারিণী জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, মহারাজের মৃত্যুর পূর্ব্বে মন্ত্রি ধ্যান সিংহের পোষকতায় তিনি পিত্রালয় গমন করত অচিরকালের মধ্যে পুত্রবতী হন, অনেকে কহেন দলিপ সিংহ তাঁহার গর্ব্ভজাত নহেন, রাজ্ঞী রাজ্য লাভার্থ তাঁহাকে স্বপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

লাহোরে কলহ ও বিপ্রবধ বিবরণ।

এক্ষণে রাণীর চরিত্র বর্ণনাকে উপেক্ষা করিয়া লেখনীকে বক্ষ্যমাণ বিষয়ে যোজনা করা যাউক, পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই যৎকালে বৃটিশ

সৈন্যেরা লাহোর দুর্গে প্রবিষ্ট হয় তৎকালে দেওয়ান দীননাথ প্রভৃতি মহাশয়েরা মেজর লারেন্স সাহেবকে কহিয়াছিলেন শীক জাতির বিপরীত ধর্ম্মী ইউরোপীয় সৈন্যেরা নগরের বাহ্যাভ্যন্তরে যেন গোহনন বা গোমাংস ভক্ষণ না করেন, তদনুসারে উক্ত সাহেব সৈন্যগণকে তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন, অনন্তর ২১ এপ্রেল প্রাতে কতিপয় প্রজাগণ বলদ পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া নগরীয় বাজারে যাইতেছিল দ্বার প্রবেশ কালে এক জন বিলাতীয় দৌবারিক কৌতুকার্থী হইয়া গো সমূহকে ভয় প্রদর্শন করাইবায় তন্মধ্যে এক বিশাল শৃঙ্গ বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ ঐ দর্শকের প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক ধাবমান হয় এমতে আত্ম রক্ষার্থ ঐ দ্বারপাল তাহার মস্তকে অস্ত্রাঘাত করাতে রক্তপাত হইবায় গোস্বামী চীৎকার ধ্বনিতে গো হত্যা হইল২ বলিতে২ দ্রুত গমনে বিপণি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এতৎ সংবাদ শ্রবণে তত্রস্থ তাবল্লোক ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা লাল সিংহ নগরে ফিরিঙ্গী আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মারণাশয়ে রাজপুরের প্রতি ধাবমান হয় এবং যাবদীয় বাণিজ্যকারিরা স্বীয়২ হট্টশালা বন্ধ করিয়া গো ঘাতকের অন্বেষণে নানাদিগে চলিয়া যায়, ঐ কালে একদা সহস্র২ লোকের কলরবে নগর মধ্যে কোলাহল হইল রাজপুরে যাহারা ধাবমান হইয়াছিল তাহারদিগকে পুর রক্ষক প্রহরিরা পুর প্রবেশ করিতে দিল না এমতে তাহারা স্বর্ণ মসজীদের নিকট আইলে নগরীয় ফকীর, ব্রাহ্মণ, ও সন্ন্যাসি দ্বারা তাহারদিগের দল পুষ্টি হইতে লাগিল অনেকানেক যবনগণও আপন২ দোকান বন্ধ করিয়া তাহারদিগের অনুগামী হইল, এমত কালে শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব বিবাদ শান্ত্যর্থ কিয়ৎ সংখ্যক সাহেবদিগের সহিত অল্প পরিমাণে অশ্বারোহি লইয়া উক্ত স্থানের সমীপস্থ হইয়া গো ঘাতকের প্রতিকার করিবার প্রতিজ্ঞা করত তাহারদিগকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন তাহারা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কঠিন কণ্ঠ গর্জন পূর্ব্বক সাহেবদিগের প্রতি প্রস্তর ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল তদ্দ্বারা এক জন ইংরাজ ও কএকজন অশ্বারোহী গুরুতর আহত হয় তদ্দর্শনে সাহেব বিবাদ না করিয়া শান্তভাবে স্বস্থানাগত হইয়া সেনাপতি সাহেবকে পত্র দ্বারা আজ্ঞা দেন তিনি অবিলম্বে স্বসৈন্য সহিত

নগরের দ্বারাবরোধ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রথমে বৃটিসদিগের প্রতি প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল গুলি দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করুন, তদনুসারে সৈন্যেরা দ্বারাবরোধ করাতে রাজা লাল সিংহ মেজর লারেন্স সাহেবের নিকটে আসিয়া সান্ত্বনা করাতে সাহেব কহিলেন এই বিবাদের মূলোৎপাদককে প্রদান না করিলে ক্রোধ শান্তি হইবে না তদনন্তর ২৪ এপ্রেল বাসরে রাজা লাল সিংহের আজ্ঞানুসারে সহর কোতওয়াল বিবাদের মূল স্রষ্টা এক জন ব্রাহ্মণকে ধৃত করিয়া দেয়, তাহাতে লাল সিংহ হৃষ্ট হইয়া কহিলেন এই বিবাদে শীক জাতির মধ্যে কেহ অপরাধী না হইয়া এক জন ব্রাহ্মণ ধৃত হইলেন এই পরম মঙ্গল কিন্তু রাজরাণী বিপ্র রক্ষার্থ সাহেবদিগকে বিপ্রের দণ্ড স্বরূপ অর্থ প্রদান করিতে চাহেন তথাপি লারেন্স সাহেব তাহাতে স্বীকার না হইবায় রাজা লাল সিংহ নগর বাহিরে সেই সদোষ বিপ্রের প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দেন, খ্যাত আছে প্রাণঘাতিরা ফাঁসি দ্বারা তাঁহার প্রাননাশ করিয়াছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি কালাবধি যে লাহোর নগরে গো বধ ব্রহ্ম বধ হইতে পারে নাই সেই নগরে রাজা লাল সিংহের অল্পকাল মন্ত্রিত্বে একদা গো ব্রাহ্মণ হত্যা হয় ইহাতে নগরের ও জনপদের তাবল্লোক লাল সিংহের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিল ফলতঃ এই প্রাণদণ্ড রূপ গুরুতর শাসনে তদ্দিনাবধি লাহোর নগর কলহ শূন্য হয়।

দুর্গ কোটকাঙ্গরার বিবাদ।

শ্রীমতী পঞ্জাবরাজ্ঞী বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি ধার্য্য করাতে নানা স্থানীয় করদায়ি ভূপতিগণ ও যবনাধ্যক্ষেরা এবং মুলতান, হাজরা, বান্নুটঙ্ক, পেশোয়ার, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ রক্ষকগণ ও সেনানীরা সক্রোধ হইয়া পরস্পর স্বাধীন হওনের যত্ন করিতে লাগিল ঐ সময়ে দুর্গ কোটকাঙ্গরার অধ্যক্ষ সরদার সুন্দর সিংহ অবাধ্য হইলেন ও যুদ্ধোপযোগি সৈন্য সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন, এমত কালে জান লারেন্স সাহেব সন্ধি পত্রানুসারে জলন্দরে সমুপ-

স্থিত হইয়া তদ্রাজ্যাধিকার পুরঃসর উক্ত দুর্গ অধিকার করণার্থ কিয়ৎ সংখ্যক বৃটিস সৈন্যদিগকে রাজাজ্ঞা পত্র সহিত উক্ত স্থানে প্রেরণ করিলেন, তাহারা দুর্গের সমীপস্থ হইয়া অনেক লোক দ্বারা দুর্গাধ্যক্ষের নিকট ঐ আজ্ঞা পত্র পাঠাইয়া দেয়, তাহাতে উক্ত অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন যে এ দুর্গে লাহোর গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্বাধিকার নাই বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নিজ পরাক্রমে দুর্গাধিকার করিয়া লউন, এমতে ঐ অল্প সৈন্য নিরুপায় নিরুদ্যম হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তদ্বিবরণ বিজ্ঞাপন করাতে প্রশংসিত শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেবের নিকট লাহোর নগরে পত্র প্রেরণ করিল ঐ কালে কমল গড় হরিপুরের দুর্গাধ্যক্ষেরা কাঙ্গরা দুর্গাধ্যক্ষের মতানুচারি রূপে অবাধ্য হইয়া বৃটিস কার্য্যকারিকে দুর্গাধিকার করিতে দিলেক না, ইতিমধ্যে জনশ্রুতি হয় যে লাড়ুয়ার পদচ্যুত রাজা অজিত সিংহ শীক সৈন্যের পরাভব হওয়াতে অভীষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া পর্ব্বতীয় প্রদেশে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিয়া পরিশেষে কাঙ্গরাধ্যক্ষ সুন্দর সিংহের সহিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের বিসম্বাদ সম্বাদ শ্রবণে স্বানুচরগণের সহ উক্ত দুর্গ আশ্রয় করিয়া কুমন্ত্রণা বাতাসে অনায়াসে বিবাদানলের অঙ্গ পূর্ত্তি করিয়া দিতেছেন, যদ্যপি তদ্দুর্গ মধ্যে কেবল দশটি তোপ ও ছয়শত আকালিক সৈন্য মাত্র ছিল তথাপি দুর্গের দুর্গমতা ও স্থানের কঠিনতা বশতঃ সেই অল্প সৈন্যেরাই ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, ঐ দুর্গ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ বেষ্টিত পর্ব্বতের অধিত্যকায় দৃঢ়তর রূপে গ্রথিত, নগ্নাদ্রি নিবিড় বনাচ্ছাদিত, তাহার উভয় পার্শ্বে বিপাশা নদী, বাণগঙ্গা ও ব্যাস গঙ্গানামে দ্বিধারায় গমন পূর্ব্বক কিয়দ্দূরান্তরে পুনর্যুক্তা হইয়া ঐ দুর্গের পরিখা প্রায় হইয়াছে, ইহা ভিন্ন তাহার গন্তব্য পথ পর্ব্বতে ও ক্ষুদ্র নদীতে অবরুদ্ধ আছে, স্বভাবিতঃ স্থানের দুর্গমতা প্রযুক্ত পূর্ব্বে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর শাহ বহু সৈন্যের সহিত বহু আয়াসে সম্পূর্ণ বৎসরের পর ঐ দুর্গাধিকার করিয়াছিলেন, নেপালীয় বহু সহস্র গোরখা সৈন্য সেনাপতি আমীর সিংহ তাপা বর্ষচতুষ্টয়ের উদ্যোগে ঐ দুর্গাধিকার করিতে পারেন নাই এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভুজবলে গ্রহণাসমর্থ হইয়া দুর্গের পূর্ব্বাধিকারি রাজা শঙ্করচন্দ্রকে উপকারে উপকৃত, করত তাঁহার স্থানে

দানপ্রাপ্ত হন, এমতে ঐ দুর্গ পঞ্জাব মধ্যে বহুকাল অজেয় নাম বিখ্যাত বিশেষতঃ তাহাতে যে অল্প পরিমাণে আকালিক সৈন্য ছিল তাহারা মরণ মারণে নির্ভয় ও নির্দয়, কেননা আছে শীক গুরু গুরুগোবিন্দ ও তচ্ছিষ্য বান্দা বৈরাগী স্বীয়২ অনুচর ও শিষ্যগণকে বিপক্ষ মারণে ও নিজ মরণে নির্ভয় করাইবার বাসনায় তাহারদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিল যে আত্মা অনাশ্য, দেহ নশ্বর, বিপক্ষ মারণে, ভূমি ও পরধন হরণে পাপ নাই কেননা অবনী বীরভোগ্যা, যুদ্ধে প্রাণনাশ পুরুষার্থ যেহেতু তাহাতে অখণ্ড স্বর্গলাভ হয়, গোবিন্দের এই উপদেশে যাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল তাহারা আকালিক অর্থাৎ অমর রূপে বিখ্যাত এবং বান্দার শিষ্যেরা বৈরাগী নামে প্রসিদ্ধ হয়, বান্দার অবসানে তাহারা নানাস্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়,* কালক্রমে উহারা নাগপুরের রাজাশ্রয়ে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া দেশ লুণ্ঠন মনুষ্য হনন ও যুদ্ধ বিগ্রহে কৃতী কুশল ও বর্গি আখ্যায় ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল, এতদুভয় জাতিরা মনুষ্যের ধন প্রাণ হরণীয় অপকার্য্যে গুরুর আজ্ঞা পালন রূপ সৎকর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকে, এমতে ঐ দুরাত্মা আকালিকেরা অল্প সৈন্য সত্বেও নির্ভয় ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ রূপে রাজাজ্ঞা হেলন করত দুর্গাবরোধ করিয়া থাকিল।

অনন্তর কোটকাঙ্গরা হইতে অশিব সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হইলে লাহোরীয় মন্ত্রিগণ মেজর লারেন্স সাহেবের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সরদার রণজোর সিংহকে ও কাপ্তের কনিংহেম সাহেবকে দুই দল সৈন্য সহিত কাঙ্গরায় পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা পত্র জনেক মুনসী দ্বারা সুন্দর সিংহের নিকট প্রেরণ করাতে উক্ত অধ্যক্ষ রাজপত্র অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে "মৃত রাজা রণজিৎ সিংহ সজীব হইয়া স্বয়ং আজ্ঞা করিলেও দুর্গ ত্যাগ করিব না" এতচ্ছ্রবণে রণজোর সিংহ অশ্বারোহি পত্র বাহকের দ্বারা লাহোরে পত্র পাঠাইলেন, উক্ত পত্র দৃষ্টে মেজর লারেন্স সাহেব অবিলম্বে লুধিয়ানায় ও শিমলায় পত্র পাঠাইয়া দেন, তাঁহার পত্র প্রাপ্তিতেও শ্রীযুত গবরনর সাহেবের আজ্ঞানুসারে লুধিয়ানা হইতে শ্রীযুত বৃগেডিয়র হুইলর সাহেব ৩ দল সৈন্য লইয়া ও কর্ণেল উড

হেব এবং কাপ্তেন ফিটজিরেলড সাহেব বৃহদাকার দুর্গ ভেদক াদশ তোপ সহিত এপ্রেল মাসের শেষার্দ্ধে কোটকাঙ্গরায় যাত্রা রিলেন, তদনন্তর-দেওয়ান দীননাথ লাহোর হইতে দ্রুতগমনে উক্ত নে উপস্থিত হইয়া দুর্গবাসি সৈন্যগণকে ও দুর্গাধ্যক্ষকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তাহারা স্বেচ্ছাধীন দুর্গত্যাগ না করিলে লাহোর জ্য মধ্যে তাঁহারদিগের যে সকল সকর নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি গৃহাদি াছে তাহা সরকারে গৃহীত হইয়া পরিবারগণকে কারাবদ্ধ করা াইবে, ইহাতেও দুর্গবাসিরা নম্রতা স্বীকার করিল না, ঐ কালে রাজা াল সিংহ লাহোরে সার্ব্বত্রিক রাজাজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া যেং ানে উক্ত দুর্গস্থ সৈন্য ও সেনাপতির সকর নিষ্কর ভূমি ও অন্য ম্পত্তি ছিল তত্তাবৎ অসিদ্ধ করিয়া তাহারদিগের পরিবার সমূহকে ানেং কারাবদ্ধ করাইলেন, যখন দুর্গস্থ লোকেরা স্বীয়ং সম্পত্তি রণের ও পরিজনের বিপদাপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিল তখন তাহার- দিগের মন শোক ও পরিতাপে ব্যাকুল হইতে লাগিল, এমত সময়ে শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যদি তাঁহার আগমনে দুর্গস্থ সৈন্যেরা বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক স্থানত্যাগ করিয়া যায় তবে যুদ্ধ দ্বারা উভয় পক্ষীয় মনুষ্যের প্রাণ নাশের প্রয়োজন কি, বিশেষতঃ দুর্গ দর্শনে অজেয় জ্ঞানে বিস্ময়া- পন্ন হইয়া সমভিব্যাহারিদিগকে বারম্বার কহিয়াছিলেন যে যদি শীক জাতিরা কাঙ্গরা কমলগড় গোবিন্দগড় ও অমৃতসর প্রভৃতি দুরাক্রম্য দুর্গাশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিত তবে পঞ্জাবাধিকার করা অসাধ্য হইত কেবল ইহারা কাল প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধিদোষে প্রান্তর যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে। এতদনন্তরে উক্ত সাহেব দুর্গ দর্শনার্থ তন্নিকটস্থ হইবা মাত্র বিপক্ষেরা তাঁহার দর্শনে ভয়ঙ্কর শব্দে এক গোলা নিঃক্ষেপ করিলেক কিন্তু সাহেবের সৌভাগ্য ক্রমে ঐ গোলা তাহার সন্নিকৃষ্টে পতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ ভঙ্গ করিলেক তদ্দর্শনে তিনি পলাইয়া রক্ষা পাইলেন, ইতঃপূর্ব্বে অগ্রগামি সৈন্যেরা উক্ত সাহেবের অনুপস্থিতি সময়ে একবার দুর্গাক্রমণ করত পরাভূত হইয়া আইসে পরে বহুকষ্টে নানাস্থান হইতে বৃটিস সৈন্যগণ গুরুতর রৌদ্রাতপে তাপিত হইয়া

উক্ত স্থানে উপস্থিত হয় যদি বুদ্ধি পূর্ব্বক অগ্রগামি সৈন্যেরা ও লাহোরীয় কার্য্যকারিরা মলকরার দুর্গ ও কাঙ্গরা নগর অধিকার পূর্ব্বক বাল ছল ও খাদ্য সংগ্রহ না করিত তবে বৃটিস সৈন্যেরা ঐ স্থানে যুদ্ধার্থ অগ্রসর ও স্থিরতর হইতে পারিত না, তথাপি ঐ কালে পীড়াক্রান্ত বহুল সৈন্য কালগ্রস্ত হয়, ঐ সময়ে ২০ মে বাসরে লুধিয়ানায় আকস্মিক প্রচণ্ড বায়ুর পরাক্রমে শিবির ভঙ্গ হইয়া ২১০ জন ইউরোপীয় স্ত্রী বালক যুবক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং কাঙ্গরায় আগমন কালে পথিমধ্যে বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠারোগে অনেক ব্যক্তি গতপ্রাণ হইয়াছিল।

অনন্তর দুর্গাধ্যক্ষ সুন্দর সিংহ বৃটিস সৈন্যের ও দুর্গ ভেদক তোপ নিচয়ের সমাগমন দর্শনে ও স্বজন গণের কারাগ্রস্ততার সংবাদ পাইয়া বিবেচনা করিল যে দুর্গ রক্ষা করিলেও পরিবার পরিত্রাণের কোন সম্ভা নাই পরিশেষে প্রবল বিপক্ষেরা দুর্গাধিকার করিয়া প্রাণ নষ্ট করিবেক, এই চিন্তা করিয়া দেওয়ান দীননাথকে দুর্গ মধ্যে আহ্বান করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে গমন করিলেন ঐ সময়ে বৃটিস সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া পর্ব্বতের স্থানে২ তোপ স্থাপন করিয়া নিশ্চয় করিলেক যে দশদিবসের ন্যূন কালে দুর্গাধিকার হইবেক কিন্তু বর্ষা ঋতু আগমনোন্মুখ, যদি এ সময়ে অন্য বিপক্ষ প্রত্যাগমন কালে পর্ব্বতীয় পথ রোধ করিয়া রহে তবে বৃটিস সৈন্যের পরিত্রাণের কোন উপায় নাই, অনন্তর দেওয়ান দীননাথ দুর্গ হইতে প্রত্যাগত হইয়া ব্যক্ত করিলেন যে দুর্গাধ্যক্ষ সসৈন্যে এই নিয়মে দুর্গত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন, যদি লাহোর ও বৃটিস গবর্ণমেণ্ট দুর্গস্থ যাবতীয় সৈন্যের ও সেনাপতিগণের জলন্দর ও লাহোর এবং গোলাপ সিংহের অধিকার মধ্যে যে ভূমি সম্পত্তি ধন পরিজন কারাগত করিয়াছেন তত্তাবৎ পরিত্যাগ করেন ও দুর্গবাসিদিগের দৈহিক কষ্ট বা প্রাণদণ্ড না করণে সত্যাঙ্গীকারে বদ্ধ হন তবে তাহারা দুর্গ ও অস্ত্রত্যাগ করিয়া স্ব২ গৃহে গমন করিবেক, এই বার্ত্তা নিঃস্বসম্বন্ধে রত্ন লাভের ন্যায় আনন্দ জনিকা হইল, শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব এতন্নিয়মে অবিলম্বে স্বীকার পাইয়া পুনর্ব্বার দেওয়ান দীননাথের দ্বারা স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার ও অভয় পত্র দুর্গাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলেন তাহাতে সুন্দর

সিংহ ভয় বিমুক্ত হইয়া স্বগণের সহিত ২৮ মে প্রাতে বৃটিস সৈন্যের হস্তে দুর্গার্পণ করত আপনারদিগের দ্রব্যাদি লইয়া স্ব২ গৃহে গমন করিলেক এবম্প্রকারে বৃটিস সৈন্যেরা সৌভাগ্য সহকারে দুর্গ শৃঙ্গে জয় পতাকা উড্ডীয়মানা করিল।

ইতি পঞ্জাবেতিহাসে সন্ধিখণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তঃ।

———০ঃ০———

কাশ্মীরের বিবাদ।

মহারাজ গোলাপ সিংহ রাজ্য প্রাপ্তির পর জম্বু নগরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গীকৃত পঞ্চসপ্ততি লক্ষ মুদ্রা মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা বৃটিস গবর্নমেণ্টের সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মৃত সচেত সিংহের যে সপ্ত দশলক্ষ মুদ্রা ফিরোজপুরে বৃটিস গবর্নমেণ্টের ধনাগারে ন্যস্ত ছিল তাহা গ্রহণ করণার্থ অনুমতি দিলেন এমতে বৃটিস গবর্নমেণ্টকে পঞ্চাশৎ লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইল, তদনন্তর ঐ রাজা নিকটস্থ রাজ্য শাসনীয় কার্য্যের ব্যস্ততায় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কাশ্মীর রাজ্য গ্রহণীয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। পণ্ডিতেরা কহেন যে আদান প্রদানীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে গতিক্রিয়া হইলে তৎকার্য্যে বিরোধদঃ হয়, মহারাজ গোলাপ সিংহ এই প্রসিদ্ধ বাক্যের প্রত্যক্ষানুভব করিলেন যেহেতু তাঁহার গতিক্রিয়া দ্বারা সময় প্রাপ্ত হইয়া লাহোরের মন্ত্রী রাজা লাল সিংহ ঈর্ষা বৈষম্য বশতঃ অতি সংগোপনে কাশ্মীরের গবরনর শেখ মহিউদ্দীনের পুত্র শেখ ইমামুদ্দীনকে ১৮৪৬ সালের ২৫ জুলাই ১২ শ্রাবণে প্রচুর বৃত্তি দানের লোভদ অঙ্গীকার পত্র সহিত এই অভিপ্রায়ে এক গোপন পত্র লিখিলেন যে উক্ত গবরনর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রাজা গোলাপ সিংহের সৈন্যগণকে কাশ্মীর হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন এবং তদনন্তর কৌশল ক্রমে কাশ্মীরস্থ সমস্ত সেনানীও সেনাগণের প্রতি এক রাজাজ্ঞা পত্র এই অর্থে পাঠাইলেন যে তাহারা নির্ভয়ে শেখ ইমামুদ্দীনের আজ্ঞা পালন করিলে লাহোর গবর্নমেণ্ট তাহারদিগের পূর্ব্ববৎ বেতন প্রদান

করিবেন। এইরূপ প্রেরোচনায় উক্ত গবরনর রাজোয়াড়ি বা পির পিঞ্জল বন্দর ও অন্যান্য পর্ব্বতীয় হিন্দু ও যবন রাজগণের সহিত প্রগাঢ়রূপে সংযুক্ত হইলেন, তাঁহার সাহায্যার্থ রাজোয়াড়ির রাজ সপ্ত সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দেন, এবং অন্যান্য রাজগণের প্রায় অষ্ট সহস্র সৈন্য তন্নিকটে গমন করিলেক এবং ৩। ৪ সহস্র পদচ্যুত খালশা সেনা তাঁহার সহিত মিলিত হয়, এবম্প্রকারে তিনি পঞ্চ বিংশতি সহস্র সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক হরি পর্ব্বতের শের গড়ের দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিলেন এমত কালে রাজা গোলাপ সিংহ স্বকীয় সেনাপতি ও উজীর লোক পতিরায়কে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহিত কাশ্মীরে প্রেরণ করত আপনি পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন অগ্রগামি সৈন্যেরা কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ইমামুদ্দীনের সৈন্যগণ তাহারদিগের উপর আক্রমণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় পরিশেষে পলায়িত সেনারা রাজা গোলাপ সিংহকে সংবাদ দিলাতে তিনি অগৌণে লাহোর দরবারে সংবাদ দিয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট শিমলা পর্ব্বতে উকীল আলাল সাহিকে পত্র সহিত প্রেরণ করিলেন তদ্দর্শনে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর প্রভৃতি স্থানের সেনাপতিদিগকে স্বীয়২ সৈন্য প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা দেন এবং শ্রীযুত মেজর লারেন্স সাহেব লাহোর দরবারের সম্মতিক্রমে রাজাজ্ঞা পত্র সহিত বিবাদ শান্ত্যর্থে শ্রীযুত কাপ্তেন ক্রম সাহেব ও শ্রীযুত নিকলসন সাহেবকে আগষ্ট মাসের প্রথমার্দ্ধে কাশ্মীরে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারদিগের আগমনে ও রাজ পত্র দর্শনে উক্ত গবরনর নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক ২৯ আগষ্টে রাজা গোলাপ সিংহের হস্তে দুর্গাদি সহিত রাজ্যার্পণ পুরঃসর স্বসৈন্য লইয়া লাহোরে যাত্রা করণের স্থির ধার্য্য করিলেন, এতচ্ছ্রবণে রাজা গোলাপ সিংহের সেনা কাশ্মীর নগরের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করত অবস্থিত হয়, ইতিমধ্যে উক্ত অধ্যক্ষ নিরূপিত দিবসে দুর্গ পরিত্যাগ না করিয়া ৩১ আগষ্টে রাজা গোলাপ সিংহের সৈন্যের উপর অনপেক্ষিত রূপে আক্রমণ করিলেন এমতে উভয় সৈন্যের কিছুকাল সমযুদ্ধ হইয়া পরিশেষে গোলাপ

সিংহের সৈন্য নায়ক রণক্ষেত্রে পতিত হইবায় সেনাগণ পলায়ন করিলেক।

অনন্তর রাজার দ্বিতীয় সেনাপতি কিয়ৎ সংখ্যক ভগ্ন সৈন্য লইয়া এক পর্ব্বতীয় দুর্গে লুকাইয়া থাকেন এবং জম্বুদেশীয় কতক সৈন্য পলায়ন পূর্ব্বক এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া রহে, পরে পশ্চাদ্ধাবমান কাশ্মীরীয় সৈন্যেরা তৎ পর্ব্বত পরিবেষ্টন করিয়া তাহারদিগের আক্রমণ করাতে তাহারা বিপক্ষ হস্তে অস্ত্রার্পণ পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া স্বদেশ চলিয়া যায়, দ্বিতীয় সেনাপতি বিপক্ষ বেষ্টিত হইয়া নিরাহারে ব্যাকুল চিত্তে বিপক্ষের শরণাপন্ন হন, এই রূপে শেখ ইমামুদ্দীন রাজসৈন্য নিরাকরণ করিয়া কাপ্তেন ক্রুম সাহেবকে ও নিকলসন সাহেবকে ধৃত করণার্থ ৫০০ জন অশ্বারোহি ও তিন শত রোহিলা সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু তৎ পূর্ব্বে উক্ত সাহেবেরা বুদ্ধি পূর্ব্বক বহু পরিশ্রমে দিবা রাত্রি গমন করিয়া কাশ্মীরের সীমা পার হইয়াছিলেন অতাবতা পশ্চাদ্ধাবমান সৈন্যেরা কাশ্মীর মধ্যে তাঁহারদিগকে না পাইয়া প্রত্যাগমন করিলেক, এই কালে কাশ্মীরে কিম্বদন্তী হয় যে লাহোরীয় পদচ্যুত ও পদস্থ সৈন্যেরা বৃটিস সেনাপতি ও সৈন্যগণকে নিরাকৃত ও রাজা দলিপ সিংহকে নিহত করিয়াছে পরে উক্ত সাহেবেরা লাহোধিকারে উপস্থিত হইয়া দ্রুতগামি অশ্বারোহি সৈন্য দ্বারা কাশ্মীরের অশুভ সংবাদ বিস্তার রূপে লাহোরীয় বৃটিস রেসিডেন্ট নিকটে বিজ্ঞাপন করাতে বৃটিস সেনাপতিরা ও লাহোরীয় ভারতীয় মন্ত্রিবর্গ গোলাপ সিংহের সাহায্যার্থ অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন ও বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেব ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া প্রধান সেনাপতি সাহেবকে ও শ্রীযুত গবরনর সাহেবকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর কাশ্মীরের অশিব সংবাদে জম্বুরাজ গোলাপ সিংহ গুরুতর রূপে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনায় ও বৃটিস সৈন্যের যাতায়াতের ব্যয়ার্থ সপ্তদশ লক্ষ মুদ্রা স্বীকার করত পত্র পাঠাইলেন এমতে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর একদা মেজর লারেন্স সাহেবের ও রাজা গোলাপ সিংহের পত্র প্রাপ্তে ক্রোধাকুল হইয়া লুধিয়ানার ও ফিরোজপুরের এবং জল-

ন্দরের সেনাপতি সাহেবদিগকে সসৈন্যে কাশ্মীরাভিমুখে গমন করিতে আজ্ঞা দেন তদনুসারে বৃগেডর হুইলর সাহেব প্রভৃতি সেনাপতিরা প্রায় একাদশ সহস্র সৈন্য সহিত কাশ্মীর যাত্রা করিলেন এবং মেজর লারেন্স সাহেব লাহোর রক্ষার্থ আট দল সেনা রাখিয়া অবশিষ্ট প্রায় দশ সহস্র সৈন্য ও সেনাপতি তেজঃ সিংহ চতুর সিংহ এবং শের সিংহকে লইয়া কাশ্মীরে চলিলেন এবং রাজা গোলাপ সিংহ পঞ্চদশ সহস্র যুদ্ধতৎপর পর্ব্বতীয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন, ঐ কালে জনশ্রুতি হয় যে কাবলাধ্যক্ষ দোস্ত মহম্মদ খাঁ শেখ ইমামুদ্দীনের আনুকূল্যার্থ দশ সহস্র আফগানীয় সৈন্য পাঠাইতেছেন একারণ উক্ত রাজা বিবেচনা করিলেন তাঁহার অনুপস্থান সময়ে যদিস্যাৎ বিপক্ষ সেনারা পর্ব্বতীয় পথ দ্বারা জম্বূদেশে প্রবিষ্ট হয় তবে তাহারদিগকে কে নিবারণ করিবে, এই চিন্তা করিয়া বৃগেডর হুইলর সাহেবকে পত্র লেখেন যে তিনি ৫।৬ দল সৈন্য সহিত জম্বূতে গমন পূর্ব্বক তন্নগর ও প্রদেশ রক্ষা করেন এবং ঐ শ্রুত সংবাদে সন্দিগ্ধ হইয়া জলন্দরের সৈন্যেরা শেয়ালকোট ও হাজারার নিকট দ্বাবিংশতি তোপ সহিত অবস্থিতি করিল ও হুইলর সাহেব সসৈন্যে জম্বূতে গমন করিলেন। এবং সেনাপতি জান লিটলর সাহেব বম্বর দেশের নিকট চন্দ্রভাগা নদীর বামপার্শ্বে সৈন্য সহিত অবস্থিত হইলেন। এতদ্রূপে কাশ্মীরের অভিমুখে সমুদায়ে ৩০ সহস্র সৈন্য ত্রিধারায় যাত্রা করিল তদ্দর্শনে শেখ ইমামুদ্দীন সংত্রস্ত হইলেন এবং তাঁহার সহযোগি ভূম্যধিকারিরাও ক্রমশঃ স্বস্বস্থানে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ২২ আক্টোবর বাসরে ত্রিবিধ সৈন্য ও সেনাপতিরা রাজোয়াড়ি স্থানে উপস্থিত হইলে ঐ দিবস প্রাতে শেখ ইমামুদ্দীনের আশ্রয় দায়ক রাজোয়াড়ির যবনাধ্যক্ষ ঐ স্থানে সমাগত হইয়া বৃটিশ রেসিডেণ্ট ও রাজা গোলাপ সিংহের নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিলেন তৎপরে শেখ ইমামুদ্দীন আত্ম রক্ষায় নিরুপায় হইয়া মেজর লারেন্স সাহেবের নিকট উকীল পাঠাইয়া সন্ধি প্রস্তাব করাতে সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার পাইলেন এবং উক্ত অধ্যক্ষের দোষ মার্জ্জনা করিতে

চাহিলেন, ইতঃপূর্ব্বে কাশ্মীর গমন কালে পথি মধ্যে ইমামুদ্দীনের পক্ষীয় লাহোরের উকীল লালা পুরাণচাঁদ লেপ্টনন্ট এডওয়ার্ড সাহেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তন্নিকট রাজা লাল সিংহের প্ররোচনায় ও গোপন পত্রানুসারে শেখ ইমামুদ্দীনের বিদ্রোহিতা করণীয় আমূল ব্যক্ত করাতে উক্ত সাহেব তদ্বৃত্তান্ত মেজর লারেন্স সাহেবকে কহিয়াছিলেন। ২৩ আক্টোবরে শেখ ইমামুদ্দীন কাশ্মীর নগর ও শেরগড় ও হরি পর্ব্বতের দুর্গ রাজা গোলাপ সিংহের উজীর রত্নচাঁদকে অধিকার দেওয়াইয়া স্বসৈন্য সহ ৬ বাসরে উক্ত সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক স্বদোষ ক্ষালনার্থ রাজা লাল সিংহের যেং আজ্ঞাপত্র তন্নিকট ছিল তাহা সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই রূপ সৌভাগ্য সহকারে বৃটিস সৈন্যেরা জয়যুক্ত হইয়া লাহোর প্রভৃতি নানা স্থানে যাত্রা করিল। রাজা গোলাপ সিংহ রাজ্যাধিকারী হইলেন এবং লারেন্স সাহেব ও শীক অধ্যক্ষেরা শেখ ইমামুদ্দীনকে লইয়া লাহোরে আইলেন।

মূলতানের বিবাদ।

কাঙ্গরা দুর্গাধিকারের পর বৃটিস রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া লাডুয়ার রাজাকে ধৃত করণার্থ রাজা লাল সিংহকে কহিলেন, তাহাতে লাল সিংহ লাডুয়ার রাজার নিকট পত্র দ্বারা সত্যাঙ্গীকার ও শপথ করিয়া তাঁহাকে বৃটিস গবর্নমেণ্টের সহিত সম্মিলিত করাইয়া দিবার অভিরোচনায় মুগ্ধ করিয়া স্বনিকট আনাইয়া বৃটিস সৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন এই অবিশ্বস্ততা কার্য্যে রাজ্যের ভাবলোক ও মন্ত্রিবর্গ তাঁহার বিপক্ষ হয়েন, তিনি শঙ্কাক্রমে আত্মরক্ষার্থ আফগানীয় সৈন্যদ্বারা শরীর রক্ষা করত দরবারে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিছু দিন পরে মূলতানাধ্যক্ষ মূলরাজের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ তাঁহার স্থানে অপরিমিত রূপে রাজকর দাওয়া করাতে উক্ত অধ্যক্ষ তাহা অস্বীকার করেন এ কারণ তিনি স্বভ্রাতা ভগবান মিশ্রকে মূলতানের গবরনরী পদে অভিষিক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন ঐ সময়ে মূলরাজ বারম্বার পত্র দ্বারা পঞ্জাব

রাজ্ঞীর নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীমতী সিংহের প্রতি স্নেহানুরোধে কোন কথা কহিলেন না এবম্প্রকারে মূলরাজ অন্যোপায় শূন্য হইয়া পরিশেষে যুদ্ধাশ্রয় করিলেন ও মূলতান প্রভৃতি দৃঢ়তর দুর্গ সমূহে সৈন্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন এবং লাহোরীয় পদচ্যুত প্রায় পঞ্চ সহস্র নূতন সৈন্য নিযুক্ত করত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিলেন, ভগবান মিশ্র মূলতানের সমীপস্থ হইয়া মূলরাজের আড়ম্বর শ্রবণে ভীত মনে লাল সিংহকে সংবাদ দিবাতে তিনি পুনঃ২ সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন, পরিণামে খণ্ড প্রলয়ের উপক্রম দৃষ্টে বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেব তদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত মূলরাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন তদ্বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক উক্ত অধ্যক্ষ অল্প সৈন্য লইয়া লাহোরে উপস্থিত হন, তাঁহার সহিত মূলতানের হিসাব পরিষ্কৃত হইলে তাঁহার স্থানে দরবারের ১৬৯০০০০ মুদ্রা প্রাপ্য হয় তন্মধ্যে তিনি আট লক্ষ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট মুদ্রা প্রদানের নিয়মাবলম্বন করিলেন ও পূর্ব্ব নিরূপিত বার্ষিক দেয় রাজকরের চতুর্থাংশ অধিক স্বীকার পূর্ব্বক বার্ষিক কর ১৯৬৪০০০ মুদ্রা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন ইহা ভিন্ন মূলতানের প্রায় তৃতীয় ভাগ রাজ্য লাহোর রাজ্য ভুক্ত হইল, এই লভ্যজনক বন্দোবস্ত করিয়া বৃটিস রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহাকে মিত্রতা রূপে বিদায় করিলেন, অতএব কৌশলে যে রূপ কার্য্য-সাধন হয় পরাক্রমে হইতে সে রূপ পারে না।

লাহোরে করি সাহেবের আগমন ও রাজা লাল সিংহের পদচ্যুতি।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আত্ম এজেন্ট শ্রীযুত কর্ণেল লারেন্স সাহেবের পত্রে রাজা লাল সিংহের কুচরিত্রতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা লাল সিংহ ও শেখ ইমামুদ্দীনের চরিত্র এবং কাশ্মীরীয় বিবাদের মূলানুসন্ধান কারণ ও লাহোরীয় গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করণাপরাধে সদোষ হইলে বৃটিস সৈন্যগণকে স্বরাজ্যে আনয়ন কারণ সেক্রেটরী শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেবকে লাহোর গমনের

আজ্ঞা প্রদান করেন এবং আপনি শতদ্রু তীরস্থ নানা দেশ ও জলন্দর রাজ্য দর্শনেচ্ছায় ২৬ আক্টোবরে শিমলা হইতে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর শ্রীযুত ফ্রিডিরিক করি সাহেব ১ ডিসেম্বরে লাহোরে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন লাহোর গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব সন্ধির নিয়ম পালন করণে অমনস্ক হইয়াছেন অতএব বৃটিস সৈন্যগণকে অবিলম্বে স্বস্থানে যাইতে আজ্ঞা করা যাইবেক ঐ কালে যাবতীয় লাহোরের প্রধান বর্গ রাজা লাল সিংহের সহিত বিপক্ষতা বশতঃ তদ্বিরুদ্ধে নানামত অভিযোগ করিলেন তাহাতে রাজমাতা ও লাল সিংহ শ্রীযুত করি সাহেবকে উৎকোচ দানে বশীভূত করণের যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সাহেবের নির্লোভিতায় ও নিরপেক্ষতায় তাঁহারদিগের প্রলোভিকা রোচনা বিফলা হইল পরে রাজমাতা উক্ত সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে কাল পর্য্যন্ত দলিপ সিংহ বয়ঃ প্রাপ্ত না হন সে পর্য্যন্ত বৃটিস সৈন্য লাহোরে অবস্থিত না হইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা ও রাজ্য রক্ষার কোন প্রত্যাশা নাই অতএব যদি বিচার পূর্ব্বক কাশ্মীরের বিবাদ বিষয়ে শেখ ইমামুদ্দীন অথবা লাল সিংহের অপরাধ প্রামাণ্য হয় তবে তাঁহারদিগের প্রতি উচিত দণ্ড করুন তাহাতে লাহোর রাজ্য প্রতিবাদ করিতে অবাঞ্ছিত। তদনন্তর ৩ ডিসেম্বরে বিচারীয় সভা স্থাপিতা হইয়া শ্রীযুত করি সাহেব সভাপতি ও মেজর জেনরল সর লিটলর সাহেব ও লেপ্‌টেনণ্ট কর্নেল লারেন্স সাহেব প্রভৃতি ৪ জন সভাধ্যক্ষ হইলেন দিবা ৯ ঘণ্টা সময়ে আমীর রাজা লাল সিংহ, সরদার তেজঃ সিংহ, সরদার শের সিংহ প্রভৃতি দ্বাবিংশতি জন প্রধান বর্গ উপস্থিত হইলে বিচারারম্ভ হয়।

শেখ ইমামুদ্দীনের পক্ষে উক্ত অধ্যক্ষ স্বয়ং ও করিম বক্‌স সিন্ধান খাঁ প্রভৃতি ২০ জন প্রধান মনুষ্য বাদে নিযুক্ত হন।

মহারাজ দলিপ সিংহের পক্ষে নেহাল সিংহ শ্যাম সিংহ প্রভৃতি ১৭ জন উপযুক্ত মনুষ্য বাদে নিযুক্ত হন।

দরবারের পক্ষে দেওয়ান দীননাথ ফকীর নুরুদ্দীন প্রভৃতি ১৭ জন রাজকর্ম্মকারী উপস্থিত হন।

অনন্তর সভাপতি করি সাহেব কাশ্মীরের বিদ্রোহিতার কারণ

জিজ্ঞাসা করাতে শেখ ইমামুদ্দীন কহিলেন তিনি যে কালে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া লাহোরে আসিতে মনস্থ করিলেন ঐ সময়ে তাঁহার লাহোরীয় উকীল ১৮৪৬ সালের ২৫ জুলাইর লিখিত রাজা লাল সিংহের পত্র প্রাপ্তে ঐ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তৎপরে শ্রীযুত লারেন্স সাহেব উক্ত উভয় পত্র সভায় উপস্থিত করিলে প্রথমতঃ রাজা লাল সিংহ ঐ দলীলের স্বাক্ষর নিজাক্ষরত্বে স্বীকার করেন নাই এবং তৎপক্ষীয় উপদিষ্ট কৌটসাক্ষি দ্বারা তাহা অপ্রতিপন্ন করণের যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা সভ্যগণের নিকটে গ্রাহ্য হইল না, পরে দরবার পক্ষীয় মন্ত্রিরা কহিলেন এবম্ভূত সদোষ ব্যক্তি প্রধান সচিবত্ব পদের যোগ্য নহে এই রূপ অনেক বাদানুবাদের পর সভাপতি আজ্ঞা করিলেন রাজা লাল সিংহের কুকর্ম্ম স্পষ্টীকৃত হইয়াছে অতএব তাঁহাকে রাজকর্ম্ম ও পঞ্জাব রাজ্য হইতে পদচ্যুত করা যায় এতদনন্তরে সভা ভঙ্গ হইয়া সভ্যেরা স্ব২ স্থানে গমন করিলেন।

এতদাখ্যানে পাপ শাস্তা পরতর পরাৎপরের সূক্ষ্ম বিচার দেদীপ্যমান হইতেছে, রাজা লাল সিংহ ইতিপূর্ব্বে শরণাগত লাডুয়ার রাজাকে বিশ্বাসে বঞ্চিত করিয়া কারাগ্রস্ত করাইয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণের দোষাদোষ নির্দ্দেশ না করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করণে অল্প কাল মধ্যে পদভ্রষ্ট রাজ্যভ্রষ্ট ও যাবজ্জীবন করাগ্রস্ত হইলেন।

অনন্তর লাল সিংহ আপন বৃত্তি সম্পত্তি ও স্ত্রী পুত্র সহিত বৃটিস ও শীক সৈন্য দ্বারা পরিরক্ষিত রূপে ফিরোজপুরে আইলেন ও তথা হইতে আগরায় গমন করিলেন। তাঁহার পরিপোষণার্থ লাহোর দরবার ঐ রাজার যাবজ্জীবন মাসিক ২ সহস্র মুদ্রা বৃত্তিদানে স্বীকৃত হইলেন। খ্যাত আছে উক্ত রাজার বিচ্ছেদে পঞ্জাব রাজ্ঞী যাবদবধি বিষণ্ণা হইয়া মৌনাবলম্বনে ছিলেন।

শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের পঞ্জাবে পুনরাগমন ও পুনঃ সন্ধি নির্ব্বন্ধের বিবরণ।

পঞ্জাবের সুনিয়ম ধার্য্য করণাভিলাষে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ভৈরোয়াল নগরে উপস্থিত হইলে মহারাজ দলিপ সিংহ

স্বমাতার সহিত যাবতীয় কার্য্যকারিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া ২৫ ডিসেম্বরে সমারোহ পূর্ব্বক উক্ত স্থানে সমাগত হইলেন, ২৬ ডিসেম্বরে শ্রীযুতের তাম্বু মধ্যে সভা হইয়াছিল মহারাজ দলিপ সিংহ সভাগত হইলে তাঁহার সম্ভ্রমার্থ এক বিংশতিবার তোপধ্বনি হয়, ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুতের অভিপ্রায়ানুসারে সেক্রেটরী করি সাহেব লাহোরীয় মন্ত্রিগণের সহিত একতা রূপে ১৮৪৬ সালের ৯ মার্চ্চের লিখিত সন্ধি পত্রের যে অতিরেক নিয়ম পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা পঠিত হইলে মহারাজ দলিপ সিংহ ও শ্রীযুত লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের স্বাক্ষর মোহরে দৃঢ়তর হইল, ঐ দিবস মহারাজ শ্রীযুত বাহাদুরের নিকট বিদায় লইয়া স্বমাতার সহিত লাহোর যাত্রা করিলেন।

—০:০—

সন্ধিপত্রের আভাস।

ভৈরোয়াল ২৬ ডিসেম্বর ১৮৪৬ সাল।

---

১ ধারা। ১৮৪৬ সালের ৯ মার্চ্চে লাহোর গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিস গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি নির্ব্বন্ধ হয় তাহার ১৫ ধারা পরিবর্ত্তন হইয়া অন্যান্য ধারার নিয়ম স্থিরতর রহিল।

২ ধারা। লাহোরীয় সর্ব্ব প্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর কর্ত্তৃক এক জন বৃটিস কার্য্যকারী নিযুক্ত হইলেন।

৩ ধারা। যাহাতে লাহোর রাজ্যের প্রজাবৃন্দের মনো মালিন্য উদয় না হয় এমত প্রকার দেশীয় রীতি নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজকার্য্য নিষ্পাদন হইবে।

৪ ধারা। বিশেষ হেতু ব্যতিরেকে রাজকীয় কর্ম্মের প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন হইবে না, এবং বৃটিস রেসিডেণ্টের অধীনে যে সকল কার্য্যকারিরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদিগকে মহারাজ দলিপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।

৫ ধারা। সরদার তেজঃ সিংহ, শেরা সিংহ, দেওয়ান দীননাথ,

ফকীর নূরুদ্দিন, সরদার রণজোর সিংহ, ভাই রাম সিংহ, আতর সিংহ এবং সমসের সিংহ, এতদষ্ট জন বৃটিস রেসিডেণ্টের অধীনে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৬ ধারা। উক্ত কার্য্যকারিগণ, বৃটিস রেসিডেণ্টের সম্মতি ক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৭ ধারা। লাহোর রাজ্য রক্ষার্থ শ্রীযুত গবরনর বাহাদুরের বিবেচনানুসারে যে পরিমাণে সৈন্যের প্রয়োজন হয় তাহা রাখা যাইবে।

৮ ধারা। মহারাজ ও রাজ্যের রক্ষার্থ বৃটিস গবর্নমেণ্ট পঞ্জাবের যে কোন দুর্গে বা স্থানে সৈন্য রক্ষার উপযুক্ততা বোধ করেন সেই স্থানে সৈন্য স্থাপন করিতে পারিবেন।

৯ ধারা। বৃটিস সৈন্যের ব্যয়ার্থ লাহোর গবর্নমেণ্ট বার্ষিক দ্বাবিংশতি লক্ষ নানকসাহী মুদ্রা প্রদান করিবেন।

১০ ধারা। পঞ্জাব রাজ্ঞী রাজকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, উপভোগার্থ বার্ষিক সার্দ্ধৈকলক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন।

১১ ধারা। এই সন্ধি পত্রের নিয়ম মহারাজ দলিপ সিংহের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি কাল অর্থাৎ আগামি ১৮৫৪ সালের ৪ সেপটেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে ইতিমধ্যে বিশিষ্ট কারণ বশত উভয় রাজ্যের সম্মতি ক্রমে রহিত হইতেও পারিবে।

উপরোক্ত সন্ধির নিয়মানুসারে পঞ্জাব রাজ্ঞীকে রাজকীয় কর্ম্ম কর্তৃত্বে অবসর প্রদানে অনুমেয় হয় যে কাশ্মীরীয় বিবাদ বিষয়ে তিনিও লাল সিংহের সহিত সংযুক্তা হইয়া থাকিবেন। অনন্তর ১৮৪৭ সালের ২ জানুআরি বাসরে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর লাহোর নগরে সমাগত হইয়া লেপটনেণ্ট কর্নেল লারেন্স সাহেবকে লাহোরীয় সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদে ও সরদার তেজঃ সিংহকে মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া তাবৎ কার্য্যের সুনিয়মাবধারণ করত ১১ জানুআরি প্রভাতে তথা হইতে জলন্দরে যাত্রা করিলেন। ৬ ফিব্রুআরি বাসরে সরদার দীনা সিংহ মিজিতিয়া নানাতীর্থ ভ্রমণ করত লাহোরে উপস্থিত হইলে সমাদর সহিত দরবারে গৃহীত ও বৃটিস রেসিডেণ্টের সম্মতিতে মাঞ্জা রাজ্যের গবরনরী পদে অভিষিক্ত হন, [illegible] সালের

প্রথমে মেজর লারেন্স সাহেব সিন্ধু পারে পেশোয়ার রাজ্যের রেসিডেন্টী পদ স্বীকার করিয়া তথায় গমন করিলেন।

হাজারা রাজ্যে বিবাদ ও লাহোরে ষড়যন্ত্র।

রাজা গোলাপ সিংহের যে সকল সেনাপতি ও সৈন্যেরা হাজারা রাজ্যের শাসনীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারা কাশ্মীর অধিকার সংবাদ প্রাপ্তে গর্ব্বিত হইয়া প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার করাতে একদা দশ বারো হাজার যবন প্রজারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক রাজ সৈন্যকে পরাভূত করিয়া দেয় পরে উক্ত রাজা লাহোরে সংবাদ দিবাতে তথা হইতে সরদার গোলাপ সিংহ ভূরি২ সৈন্য সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক বারম্বার যুদ্ধে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া লাহোরে আইসেন পুনশ্চ বিদ্রোহিরা বদ্ধদল হইয়া গোলাপ সিংহের সৈন্যগণকে যুদ্ধ দ্বারা পরাভূত নিহত ও আহত করিয়া লাহোরে অভিযোগ করিলেক তাহারা প্রাণান্তেও গোলাপ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিবে না পশ্চাত্তে উক্ত রাজাও ঐ রাজ্য পরিত্যাগের প্রস্তাব সহিত লাহোর দরবারে উকীল পাঠাইলেন এমতে ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার লাহোরের অধীন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য প্রদেশ উক্ত রাজাকে প্রদত্ত হয়।

ফিব্রুআরি মাসের প্রথমে মন্ত্রি তেজঃ সিংহকে বধ করণোদ্যমে রাজা গোলাপ সিংহের ভৃত্য প্রেম সিংহ ও লাল সিংহ আদালতি প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করণাপরাধে ধৃত হইয়া কারাগারে যায় এবং ঐ কার্য্যের মূলীভূত রাজা গোলাপ সিংহ আছেন ইহাও জনশ্রুতি হইয়াছিল কিন্তু বিচার কালে সে সন্দেহ নিবারণ হইয়া রাণির প্রতি সন্দেহের উপপত্তি হয় অনন্তর সেপ্‌টেম্বর মাসে বিচার দ্বারা উক্ত দুই জন যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দেশান্তরিত হইয়াছেন।

মন্ত্রি তেজঃ সিংহের রাজ্যলাভ ও পঞ্জাব রাজ্ঞীর কারাবাস।

শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর লাহোরীয় মন্ত্রিগণের প্রতি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ বাধ্য করণাশয়ে বিলাতে সংবাদ পাঠাইয়া

তাঁহারদিগকে বিশেষ২ রূপে উচ্চ উপাধি পুরস্কার এবং জায়গীর প্রদানার্থ যে আজ্ঞা দেন তদনুসারে শ্রীযুত কর্ণেল লারেন্স সাহেব সরদারদিগকে জায়গীর উপাধি ও খেলয়াত দানের শুভ দিন ৭ আগষ্ট স্থির করিলেন এবং রাজবাটীর মধ্যে সভা করিয়া রাজা তেজঃ সিংহকে শেয়ালকোট রাজ্য ও দুর্গ প্রদান করত তাঁহার ললাটে রাজটীকা প্রদানার্থ শিশুরাজ দলিপ সিংহকে আহ্বান করিলেন তাহাতে রাজমাতা অসম্মতা হইয়া স্বপুত্ত্রকে নিষেধ করিয়াছিলেন তদনুসারে রাজকুমার সভায় সমাগত হইয়া মন্ত্রির ললাটে তিলক প্রদান না করাতে বৃটিস রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিগণ রাণীর প্রতি বিরক্ত হইয়া পরামর্শ করিলেন এই দুশ্চরিত্রা রাণী স্বপদে থাকিলে সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা দ্বারা দলিপ সিংহের মনে দ্বেষ বৈষম্যের উদয় করাইয়া ভবিষ্যতে বৃটিস রাজ্যের সহিত বিরোধ জন্মাইয়া দিবেন এই বিবেচনার পর ২০ আগষ্টে কৌশল ক্রমে রাজকুমারকে শলিমার নামক রাজোদ্যানে প্রেরণ করত হটাৎ রাজমাতাকে শেখপুরার দুর্গে যাইতে আজ্ঞা দেন রাণী কাতরা হইয়া ক্রন্দন করত পুত্ত্র দর্শন করিতে চাহিলেন, মন্ত্রী তেজঃ সিংহ ও রেসিডেণ্ট সাহেব তাহাতে সম্মত না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করত লাহোরের দ্বাদশ ক্রোশান্তর শেখপুরার দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন ঐ দুর্গ দ্বার এমত দৃঢ়তর রূপে রক্ষা করিতে আজ্ঞা দেন যে রাণীর নিকট তাঁহার পূর্ব্বতন দাস দাসী স্বজন বান্ধব অথবা রাজপুত্ত্র কেহই যাইতে পারিবেন না।

৯ আগষ্টে পঞ্জাবের যাবতীয় রাজমন্ত্রি ও প্রধান২ কার্য্যকারি ও সেনাপতিদিগকে পুরস্কার সহিত বার্ষিক ৩ লক্ষ মুদ্রার অধিক রাজ্য নিষ্কর প্রদান করিয়া কর্ণেল লারেন্স সাহেব আপন ভ্রাতা জান লারেন্স সাহেবকে স্বকার্য্যের প্রতিনিধি রাখিয়া পীড়োপলক্ষে দুই বৎসরের নিমিত্ত স্বদেশ গমনাভিলাষে গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট শিমলা পর্ব্বতে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিরচিতে পঞ্জাবেতিহাসে
সন্ধিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

স্বধর্ম্ম পালন পরায়ণ গুণিগণ সমীপে নিবেদন এই যে সগুণ নিঃ- গাত্মক ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন ব্যতিরেকে নানালঙ্কার বিভূষিতা হাস্য রসোৎপাদিনী কাব্যবাণী রূপযৌবনসম্পন্না বন্ধ্যা স্ত্রীর ন্যায় বিফলা হয়, যদ্যপি এতদ্গ্রন্থের মুখ্যোদ্দিষ্ট ঈশ্বরের গুণ বর্ণনা না হউক ফলতঃ প্রাসঙ্গিক নষ্টাস্ত্রি রাজ্য ও রাজাদিগের কৃতকার্য্যতা বর্ণনে তাঁহারি মহি- মৈশ্বর্য্য প্রকাশ পাইতেছে অতএব সদ্ভূতিহাস ঈশ্বর মাহাত্ম্য প্রকা- শক বলিতে হয়, ইত্যালোচনায় ভরসা করি বিজ্ঞ মহাশয়েরা এতদ্গ্রন্থ পাঠে সমনস্ক হইবেন ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।